বাঙ্গালীর

ইউরোপ-দর্শন।

"তীর্থানামবলোকনং পরিচয়ঃ সর্ব্বত্র বিত্তার্জ্জনং,
নানাশ্চর্য্যনিরীক্ষণং চতুরতা বুদ্ধেঃ প্রশস্তা গিরঃ।
এতে সন্তি গুণাঃ প্রবাসবিষয়ে দোষোঽস্তি চৈকো মহান্

* * * * *

"গেহে তিষ্ঠন কুমতিরলসঃ কূপকূর্ম্মৈঃ সধর্ম্মা,
কিং জানীতে ভুবনচরিতং কিং সুখং চোপভুঙ্‌ক্তে?"
সুভাষিত রত্নাকর।

Published by Pratap Chandra Ghosh.
91, Durga Charan Mitter's Street.

Calcutta:

Printed by Kristo Chunder Dass, at the
Osborn Printing House,
11, Bentinck Street.
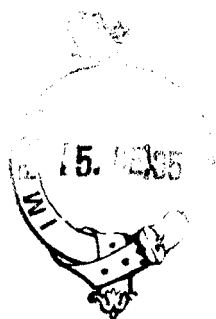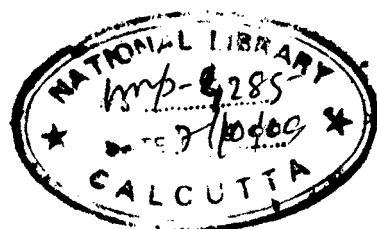
উৎসর্গ ।

অসীম জ্যোতির জ্যোতি পরম কারণ
প্রজাপতি—যাঁর শক্তি না হয় বর্ণন ॥
দেশ দেশান্তরে আর নগরে কন্দরে ।
দুস্তর জলধি মাঝে পর্ব্বত শিখরে ॥
সর্ব্বস্থলে, সর্ব্বকালে, যেঁই বর্ত্তমান ;
সর্ব্বদেব পূজ্য—যাঁর নাহিক সমান ॥
এ হেন পুরুষ কোথা—কে বলিতে পারে
হইয়া উপাধি-শূন্য জগৎ মাঝারে—
বিরাজে সে জন সদা—অথচ নয়নে
কেহ না দেখিতে পায় সে পরম ধনে ॥
চন্দ্রমা, তপন, আর পুষ্পিত কানন ।
তুষারমণ্ডিত গিরি, স্নিগ্ধ প্রস্রবণ ॥
যাঁহার অসীম শক্তি করিছে প্রকাশ ।
পরম ঈশ্বর সেই বিভু অবিনাশ ॥
বার বার সেই জনে করিয়া বন্দন ।
তাঁহার উদ্দেশে গ্রন্থ করিনু অর্পণ ॥

বাঙ্গালীর

ইউরোপ-দর্শন।

প্রথম অংশ—ইউরোপযাত্রা।

আমি দেশভ্রমণ বৃত্তান্ত, অতি আদরের সহিত পাঠ করিতাম—ক্রমে তাহা হইতে আমার ভ্রমণেচ্ছা বলবতী হইয়াছিল। নানাজাতীয় লোক, নানা-স্থানের নৈসর্গিক শোভা ও প্রাচীন নগরাদি সন্দর্শন করিব এবং বাঙ্গালী ভ্রমণকারী নামে খ্যাত হইব, ইহা আমার অনেকদিনের সাধ। সেই সাধ আজ প্রবল হইল। বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন সমাপ্ত হই-য়েই আমি সেই অধ্যযৌবনকালে উত্তর পশ্চিম অঞ্চ-লের প্রসিদ্ধ নগর সমূহ সন্দর্শন করিয়া আসিলাম উৎকলে জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি, গয়াধামে বিষ্ণুপাদপদ্ম, বৈদ্যনাথে শিবলিঙ্গ, কাশীধামে বিশ্বেশ্বর, প্রতিষ্ঠান

পুরে গঙ্গাযমুনাসঙ্গম সন্দর্শন করিয়া জীবনকে পবিত্র করিয়াছি। এখন আবার যৌবনাবস্থা অতিক্রম করিয়া রোমের সেণ্টপিটর্শ ধর্ম্মালয় ও মাইকেল এন্‌জিলোর নির্ম্মিত খৃষ্টের পবিত্র মূর্ত্তি প্রভৃতি দেখিতে উদ্যোগী হইলাম। ইউরোপ দেখিবার ইচ্ছা এক বৎসর হইতে আমার হৃদয়ে প্রবলরূপে সঞ্চিত হইতে ছিল। দিবা-নিশিই ঐ চিন্তা করিতে লাগিলাম। ইউরোপ যাইবার ও তথায় অবস্থিতি করিবার জ্ঞাতব্য বিষয় সকল অতি যত্নের সহিত Murray's Guide পুস্তক সমূহ হইতে পাঠ করিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রের ন্যায় তাহা কণ্ঠস্থ করিলাম। ষ্টীমারে গমনাগমনের তত্ত্ব অফিসের সাহেবদিগের নিকট হইতে জানিয়া রাখিলাম। অব-শেষে নানাপ্রকার বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করতঃ এপ্রিল মাসের শেষে আত্মীয়বন্ধুদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কলিকাতা হইতে ইউরোপ যাত্রা করি-লাম। আমার ইউরোপ গমনের উদ্দেশ্য দেশপর্য্যটন ও ব্যবসা-শিক্ষা। বাণিজ্য ভিন্ন দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই, এটি আমার অত্যন্ত বিশ্বাস। সেই জন্যই ইউরোপে গমন করিয়া কোন একটী ব্যবসা

শিখিয়া নিজের অবস্থার বিশেষ উন্নতি করিব এবং সেই সঙ্গে দেশেরও উন্নতিসাধন করিতে সক্ষম হইব; এই অভিপ্রায় করিয়া ইউরোপ যাত্রা করিলাম। আমরা প্রকৃত মসীজীবী কিন্তু তাহাতে যে নিজের ও দেশের উন্নতিসাধন করিতে পারি, সে আশা একেবারেই নাই। দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া প্রকৃত ব্যবসায়ী না হইলে স্বদেশ উন্নতির চেষ্টা সুদূরপরাহত।

স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অর্ণবপোতে উঠিবার সময় পদদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। কোথায় যাইতেছি, কোন্ দূরদেশে যাইতেছি. কি ঘটিবে, এই চিন্তা আসিয়া মনোরাজ্য আক্রমণ করিল। ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল; আমরা ধীরে ধীরে পুত্তলিকার মত, স্পন্দহীন জড় পদার্থের মত কেবিনে আসিয়া বসিলাম। অবশেষে অনেক ভাবিয়া পূর্ণমঙ্গল পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া তাঁহার উপর স্ত্রীপুত্র পরিবার রক্ষা করিবার ভার সমর্পণ করতঃ প্রার্থনা করিলাম ও ভাবিতে লাগিলাম;—

"প্রবাসে দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খশে,
এ দেহ আবাস হতে, নাহি দেখ তাহে।"

আমার সঙ্গী ভ্রাতা কোমলহৃদয়। তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, ইহাতে তিনি দুঃখবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া গালে হাত দিয়া ছল ছল চক্ষে বসিয়া থাকিলেন, ক্রমে আমার কথায় চিত্তস্থির করিলেন। ষ্টীমার ক্রমে দ্রুতগমনে চলিতে লাগিল। কলিকাতা ছাড়িয়া সমুদ্রাভিমুখে যাইতে লাগিল। আমরা কতক্ষণে সমুদ্রের গভীর নীল জলে গিয়া পড়িব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম এবং মহার্ণবশোভা দেখিবার জন্য দূরবীক্ষণ হাতে করিয়া জাহাজের উপরে উঠিলাম। জাহাজের উপর অনেক সাহেব, বিবি, বালক ও বালিকা আছে। সকলেই ইউরোপ চলিয়াছে। আমরা কএক জন দেশীয় লোক, দেবলোকের সঙ্গে সমকক্ষভাবে কোথায় চলিয়াছি, তাহা জানিবার জন্য কএক জন শ্বেতপুরুষ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, আমরা ভ্রমণকারী, ইউরোপ দেখিতে যাইতেছি। শুনিয়া তাঁহারা আশ্চর্য্য হইলেন। কএকজন অতি উত্তমস্বভাব সাহেব, আমাদিগের সহিত অতীব সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। আমরা বিদেশে গমন করিয়া কিরূপ ভাবে অবস্থিতি করিব?

তদ্বিষয়ের অনেকানেক উপদেশ সেই কএক জন ভদ্র-লোকের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলাম। বিশেষ মেং S—সাহেব মহোদয়ের অকৃত্রিম ভদ্রতা আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না। ষ্টীমারে কএক জন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহিলা ছিলেন। তাঁহারা আমাকে নেটিব বলিয়া বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতেন না। এক টেবিলে আহা-রের সময় একটী সম্ভ্রান্তা গুণবতী মহিলা আমার সঙ্গে একত্রে বসিয়া অনেক কথা বার্ত্তা কহিতেন। এই সকল দেখিয়া একদিন একটী যুবক আর এক জন তাহার সঙ্গীকে, আমি নেটিব, অকুতোভয়ে তাহা-দিগের সঙ্গে সমানভাবে চলিতেছি, এইরূপ ভাবে কথা বলিতেছে। আমি সেই কথা গুলি বেশ শুনিতে পাইলাম এবং তাহার মুখে বিরক্তভাবও দেখিলাম। আমি তাহার দিকে সমুচিত ভাবে তাকাইলে সে তখন অন্যদিকে গস্ গস্ করিয়া চলিয়া গেল। এই সকল মহাপুরুষগণ ইংরাজ জাতির কলঙ্ক স্বরূপ। ইহাদের অত্যাচারে ইংরাজরাজ্যশাসন দোষসংযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে এবং দেশীয় সকল লোকই বিরক্ত-ভাব প্রকাশ করিতেছেন। এই সকল নীচশ্রেণীর লোক

ভারতবর্ষের ভদ্রলোককে অপমান করিয়া থাকে। তাহারা মনে মনে ভাবে যে এই ভারতরাজ্য যেন তাহাদের নিজের সম্পত্তি ও ভারতবাসীরা তাহাদের দাসানুদাস—সর্ব্বদা করযোড়ে দূরে দণ্ডায়মান থাকিবে। এসকল লোক কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা বিশেষরূপে শাসিত না হইলে ভারতরাজ্যের প্রকৃত মঙ্গল নাই।

ষ্টীমার চলিতে লাগিল। আমরা সত্য সত্যই মহাসমুদ্রপথে যাত্রা করিলাম। এখন আর নদী নাই, সমুদ্রে আসিয়াছি, চারিদিকে কেবল জলরাশি থৈ থৈ করিতেছে। উপরে নীল আকাশ, নীচে নীল জল, এই দৃশ্য ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। এক এক বার তর তর থর থর করিয়া নীলজলের মধ্য হইতে স্তরে স্তরে শুভ্র ফেনপুঞ্জ উত্থিত হইতেছে—আবার তাহা সাগরগর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে। এমন মহান্ দৃশ্য ভূমণ্ডলে আর নাই। অনন্তসাগরগর্ভে অনন্তস্রোতঃ চলিতেছে, ক্ষণকালও বিরাম নাই। সাগরের অসীম অচিন্তনীয় মূর্ত্তি দেখিয়া সেই অশেষশক্তিসম্পন্ন পরম পুরুষের যে কতদূর ক্ষমতা তাহা ক্ষুদ্র মানবের বর্ণন করিবার সাধ্য নাই। সাগর এক খানি বৃহৎ

গ্রন্থ। যতই তাহা দেখিয়া চিন্তা করি, ততই হৃদয়ে নূতন নূতন ভাব আসিয়া অধিকার করে।

আমাদিগের ষ্টীমার ক্রমেই পুরাতন হইয়া আসিল। কেবিন-টী একটী আবাসগৃহ হইল। এই কেবিনে আমি এবং আর একটী ইতালীয় রোমান কাথলিক পুরোহিত, উভয়ে বাস করি। পুরোহিত মহাশয় রাত্রে শয্যা হইতে উঠিয়া দুই তিন বার উপাসনা করেন। ইহাঁর স্বভাব পরম পবিত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইল। আমার সঙ্গে তাঁহার বিশেষ আলাপ হইয়াছিল; তিনি বাঙ্গালা ভাষায় বেশ কথা বলিতে পারেন।

আমরা চারি দিবসে মাদ্রাজে পৌঁছিলাম। সম্মুখে নগর দেখা যাইতেছে। সমুদ্রকূল হইতে জলের মধ্য পর্য্যন্ত কতক দূর প্রস্তর দিয়া গাঁথা আছে। সেই অবরুদ্ধ জলের নাম Break Water. তাহার মধ্যে আমাদিগের বাষ্পীয় পোত গিয়া নঙ্গর করিল। আমরা এক খানি দেশীয় নৌকায় উঠিয়া নগরের কূলে পৌঁছিলাম। সমুদ্র তট হইতে সহরে যে বিশেষ মনোহর শোভা আছে তাহা বোধ হইল না। বড় বড়

অট্টালিকা আছে; কিন্তু তাহা এক স্থানে নাই। এখানে ওখানে রহিয়াছে। আমার সম্বাদপত্র দেখিবার বড় ইচ্ছা হইল; এজন্য "মাদ্রাজ মেল" অফিসে যাইয়া, তথা হইতে সেই দিবসের এক খানি "মেল" ক্রয় করিলাম। কাগজ খুলিয়াই দেখি, আবার মাদাম কুঁলো মাদাম ব্লাভাটসকীর বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন। মধ্যে শুনিয়াছিলাম, বিবাদ মিটিয়াগিয়াছে। মাদাম কুঁলো মাদাম ব্লাভাটসকীর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন; কিন্তু এক্ষণে দেখি, বিবাদ মিটিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, পুনরায় আবার নূতন করিয়া বিবাদের সূচনা উঠিয়াছে। মাদাম কুঁলোর উদ্দেশ্য কি বুঝা যাইতেছে না। মাদাম ব্লাভাটসকী বিদ্যা বুদ্ধিতে বিশেষ প্রশংসনীয়া। তাঁহার "Isis" নামক বৃহৎ গ্রন্থে অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ হইয়াছে। মাদাম, কর্ণেল অলকটের সহযোগে থিয়সফিকেল সোসাইটী (সভা) সংস্থাপন করিয়া ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-গৌরব যাহাতে রক্ষা হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা করি-করিতেছেন। কর্ণেল অলকট একজন সাধু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি। তিনি স্বদেশে থাকিলে অনেক সৎকার্য্যের

অনুষ্ঠান করিয়া আমেরিকাবাসীর প্রিয়পাত্র হইতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা, তিনি ভারতবর্ষে জীবনের শেষ দিবস পর্য্যন্ত থাকিয়া আর্য্যধর্ম্ম আলোচনা করেন। এরূপ সদাশয় ধার্ম্মিক লোককে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে হয়।

মাদ্রাজের রাজপথ ধূলিরাশি-পরিপূর্ণ। সহরের ঘর সকল অধিকাংশ ইষ্টকনির্ম্মিত ও ছোট ছোট। বাজার ও ভদ্রলোকের আবাসস্থান প্রায় অপরিষ্কার। এখানে দেখিবার যোগ্য এমন কোন স্থান দেখা গেল না। মাদ্রাজবাসিগণ অধিকাংশ কৃষ্ণবর্ণ এবং কুৎসিত। এখানকার সকল লোকই প্রায় ইংরাজী বলিতে পারে। আমাদিগের ষ্টীমারে অনেক ইতর শ্রেণীর মান্দ্রাজী, ভোজবাজী দেখাইতে আসিয়াছিল। তাহারা অত্যন্তপ্রতারক এবং ঘৃণিতস্বভাবের লোক। এখানে বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অনেক ভূসুর বাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা অধিকাংশ কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। আমার এখানকার প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক বিবিধশাস্ত্রবিশারদ Dr. G. Oppert মহোদয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু

সময় অভাবে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। তিনি বিলুপ্ত প্রায় অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ অতি বিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। তাঁহারই প্রযত্নে এ প্রদেশে দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃতগ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে।

মান্দ্রাজ হইতে কলম্বো সমুদ্রপথে ৩০৫ ক্রোশ। উহা তিন দিবসে পৌঁছিলাম। কলম্বোর তটে সারি সারি নারিকেল বৃক্ষ প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমাদিগের ষ্টীমার প্রস্তরে বান্ধান Break-Water নিকট নঙ্গর করিল। অনেক সাহেব দেশীয় নৌকায় নগর দেখিতে গমন করিলেন। অপ্রশস্ত লম্বাকৃতি দেশীয় নৌকায় উপবেশনের সুবিধা নাই বরং জলে পড়িয়া যাইবারই সম্ভাবনা। আমরা লঞ্চ ষ্টীমারে পার হইয়া সহরে উঠিলাম। কলম্বো সিংহলের একটী প্রধান নগর, সমুদ্রকূলে সংস্থাপিত, এজন্য ইহার শোভা অতি মনোরম্য। এখানকার আলোকস্তম্ভ অতি বৃহৎ, অনেক দূর হইতে ইহার গোলাকৃতি দীপালোক দেখা গিয়া থাকে।

এখন বৈশাখ মাসের প্রায় অর্দ্ধেক গত হইয়াছে, চারি দিকে রৌদ্র এবং ধরাতল মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক;

তথাপি প্রচণ্ড গ্রীষ্মের প্রতাপ, তাদৃশ কষ্টকর বোধ হইল না। এখানে চিরবসন্তের ন্যায় সুস্নিগ্ধ বায়ু বহিয়া থাকে। চারিদিক আম, কাঁটাল, রুটীবৃক্ষ ও দারচিনি গাছে পরিপূর্ণ। এখানকার আম্র অতি সুমিষ্ট এবং তাহার মূল্যও অতি অল্প।

কলম্বোর একটী নূতন বৌদ্ধ-মন্দির দেখিতে গমন করিলাম। এক জন মঠধারী বৌদ্ধ আসিয়া দ্বার খুলিয়া আমাদিগকে প্রবেশ করিতে আদেশ করিল। মন্দিরের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্রাদির অনেক মূর্ত্তি এবং চিত্র আছে কিন্তু সকল দেবতারা বুদ্ধ দেবকে স্তব করিতেছেন। বুদ্ধদেব শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মূর্ত্তি কাষ্ঠনির্ম্মিত এবং অতি প্রকাণ্ড। মূর্ত্তির গঠন নিতান্ত মন্দ নহে। আমাদের দেশে মন্দিরের মধ্যে এত বড় কোন ঠাকুরের মূর্ত্তি স্থাপিত দেখি নাই। মন্দিরস্থিত ভাণ্ডমধ্যে প্রণামী স্বরূপ কিছু দান করিতে হইল। এই নূতন বৌদ্ধ মন্দির ভিন্ন এ স্থলে প্রাচীন কোন বৌদ্ধ মন্দির নাই।

কলম্বোতে অতি অল্পকাল হইল একটী মিউ-জিয়ম স্থাপিত হইয়াছে। এস্থানে মৎস্য, সর্প,

ব্যাঘ্র প্রভৃতির মৃতদেহ ও কতকগুলি বুদ্ধমূর্ত্তি এবং প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ রক্ষিত আছে। অনুরাধা পুরার কএকটী ছোট ছোট সুবর্ণময় বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিলাম। এগুলি অত্যন্ত প্রাচীন, প্রায় দুই সহস্র বৎসরের হইবে।

সিংহল দ্বীপ বৌদ্ধদিগের প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। বিজয় ইহা ৫৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের মৃত্যু দিবসে জয় করিয়াছিলেন। সিংহলের অন্যান্য সংস্কৃত নাম রত্নদীপ, তাম্রপর্ণী ও লঙ্কা। অনেক হিন্দু সিংহল ও লঙ্কা পৃথক স্থান বলিয়া অনুমান করেন, কিন্তু সেটী তাঁহাদিগের ভ্রম। মহাবংশ নামক প্রাচীন গ্রন্থে সিংহল ও লঙ্কা * এক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। লঙ্কাবার্ত্তা নামক গ্রন্থে কেবল সিংহলের পৌরাণিক বিবরণ লিখিত আছে। সিংহল বাসী ভদ্রলোকের মধ্যে অনেকে রাম রাবণের কথা জানে।

---

* সীহ বাহু নরিন্দসো যেন সীহং লমাগ্গসো।
তেন তং সন্ত জানত্তা সীহ লাতি পয়ু চ্চয়ে।
সীহলেন অয়ং লঙ্কা গহিতা তেন বাসিনা।
তেনেব সীহলন্নাম সন্নিতং সীহন্তু তা। *

[মহাবংশ ৭ম পরিচ্ছেদ]

অর্থ এই যে সীহ বাহু রাজা সীহ বধ করিয়াছিলেন, সেই হেতু তাহার পুত্রগণ সীহল বলিয়া উল্লিখিত হয়। সেই সীহলেরা এই লঙ্কা অধিকার করিয়া তাহাতে অধিবসতি করিল, এই নিমিত্ত ইহার নাম সীহল হইল। পালিভাষায় সীহল আর সংস্কৃত ভাষায় সিংহল একই বস্তু।

এখানে সীতাবক নামক একটী প্রসিদ্ধ স্থান আছে। এরূপ কিংবদন্তী যে ঐ স্থানে রাবণ সীতাকে কারা-বাসে রাখিয়াছিল। কলম্বো এবং রত্নপুরার পথের মধ্যে "বিস্নুনা পুইলা" নামক আর একটী স্থান আছে। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে সেই স্থানে সীতাদেবী স্নান করিয়াছিলেন।

সিংহলবাসী লোকে অনেকে এখন খৃষ্টধর্ম্ম অব-লম্বন করিতেছে। অনেক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ভদ্র লোক রাজকীয় প্রধান প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। আমা-দিগের সহযাত্রী একজন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সিংহলবাসী চিকিৎসক, তিনি পেনসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার ইউরোপোদ্ভবা স্ত্রীর সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন।

আমরা কলম্বো হইতে এডেন ৯ দিবসে গমন করিলাম। এবার স্থল পাইতে বড় দীর্ঘকাল গত হইল। আমাদিগের স্থল না দেখিয়া জলের উপর অনেক দিন থাকিতে বড় বিরক্তি বোধ হইয়াছিল কিন্তু বিরক্ত হইলেই বা চলিবে কেন? ষ্টীমার ঝড় বাতাস অগ্রাহ্য করিয়া হুস্ হুস্ শব্দে দিবারাত্র ছুটিতেছে।

এডেন, পর্ব্বতের উপরে সংস্থাপিত। এখানে বৃক্ষ-লতা কিছুই নাই। পর্ব্বতের প্রস্তর ধূসরবর্ণ, তাহার প্রাকৃতিক শোভা কিছুমাত্র নাই। লোহিত সমুদ্রের তটে এইরূপ বৃক্ষাদিশূন্য এমন কি তৃণগুল্ম বিহীন অনেক পাহাড় আছে। এডেন তেমন দেখিবার মত স্থান নহে। আমরা উহা দেখিতে গমন করিলাম না। কেএক জন যাত্রী অষ্ট্রীচ পক্ষীর পক্ষক্রয় জন্য তীরে গমন করিয়াছিলেন। এখানে কাফ্রি বালকেরা জাহাজের নিকট আসিয়া ডুব দিয়া জলপ্রবেশ পূর্ব্বক অনেক গভীর জলের মধ্য হইতে মুদ্রা তুলিবার জন্য যাত্রীগণের নিকট বক্‌শীশ যাচ্ঞা করে। সাহেবেরা জলের মধ্যে মুদ্রা নিক্ষেপ করিবা মাত্র তাহারা ডুব দিয়া তাহা উঠাইয়া লয়। ইহারা জলের মধ্যে যেরূপ লম্ফঝম্ফ প্রদান করে, তাহাতে তাহাদিগকে জলজন্তু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আমাদিগের ষ্টীমার পাঁচ দিবসে সুয়েজ পৌছিল। আমরা ক্রমেই ইউরোপের সন্নিকট হইতেছি ভাবিয়া আমাদিগের মনে বড়ই স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। বিশেষতঃ অদ্য, স্থলে উঠিয়া ট্রেনে আলেক্‌জান্দ্রিয়া যাইয়া ভূমধ্য

সাগরের অর্ণবপোত গ্রহণ করিব, এজন্য সমুদ্রবাসের একঘেয়ে জীবনের কষ্ট অনেকটা লাঘব হইবে, ইহাও চিন্তা করিয়া বিশেষ সুখ অনুভব করিতে লাগিলাম। এই ষ্টীমারে কেবল আমরা কয়েকজন বঙ্গবাসী ব্রিণ্ডিসি হইয়া ইংলণ্ড যাইবার টিকেট ক্রয় করিয়াছি সুতরাং আমরা ও ভেনিশ যাত্রী রোমান কাথলিক ধর্ম্মযাজক, পোত হইতে অবতরণ করিয়া একখানি ছোট ষ্টীমারে উঠিয়া সুয়েজের কূলে আসিলাম। বোম্বাই হইতে মেল ষ্টীমার না পৌছাতে সুয়েজের মেলট্রেন অদ্য গমন করিল না, এজন্য সাধারণ ট্রেনেই আমরা যাত্রা করিলাম।

সমুদ্রের ধারে রেলের গাড়ী ছিল, তাহাতে আরোহণ করিলাম। রেলের গাড়ী হইতে সুয়েজ দেখিতে লাগিলাম। এস্থান তেমন মনোহর নহে। বাজারে কতক গুলো এলোমেলো অপরিষ্কার ঘরে সাধারণ বস্তু বিক্রয় হইতেছে। রাস্তায় সাজ পোষাক করিয়া গাধায় আরোহণ পূর্ব্বক আরবগণ যাতায়াত করিতেছে, দৃষ্টিগোচর হইল। সমুদ্রতট হইতে রেলের গাড়ী সুয়েজ ষ্টেসনে আসিয়া থামিল। বেলা ৯ টার সময়

এস্থান হইতে ট্রেন ছাড়িয়া, রাত্রে ৯ টার সময় আলেক্‌জান্দ্রিয়াতে পৌছিলাম। আমরা পথের মধ্যে টেল্‌লেল কাবের নামক স্থান—যে খানে ইংরাজেরা ঘোর যুদ্ধ করিয়াছিলেন,—তাহা দেখিলাম। যুদ্ধের পর তথাকার গৃহ সকল ভগ্ন হইয়া গিয়াছে—এক্ষণে সেই সকল লোকশূন্য ঘর গুলি জীর্ণাবস্থায়, ক্রমে ভূমিসাৎ হইয়া যাইতেছে।

আলেক্‌জান্দ্রিয়া ষ্টেসনে পৌছিয়া দেখি, লোকারণ্য, গাড়ি ঘোড়ার ভিড়, এতদ্দেশবাসী দালালগণ যাত্রীদিগকে কোন একটা হোটেলে লইয়া যাইবার জন্য উত্তেজনাবাক্যে একবারে অত্যন্ত বিরক্ত করিতে লাগিল। অবশেষে আমাদিগের পরিচিত ধর্ম্মযাজক মহাশয়ের সঙ্গে ব্যস্তসমস্ত হইয়া একখানি গাড়ীতে উঠিয়া, "খিদাইভ হোটেলে" পৌছিলাম। হোটেলটী বড় ভাল, কিন্তু রাত্রের ভোজনের ব্যাপার শেষ হইয়া যাওয়াতে আমরা কোন রকম ভাল আহার পাইলাম না। আহারের ঘরে গিয়া দেখি, অনেক সাহেব বিবি ছোট ছোট টেবিলের কাছে বসিয়া সুধা পান করিতেছেন। আহারাদি শেষ হইয়া

গিয়াছে। আমরা দুগ্ধ ও চা পান করিয়া যামিনী যাপন করিলাম।

প্রভাতে জয়ঢক্কা-বাদ্যের শব্দে নিদ্রা ভঙ্গ হইল। গবাক্ষ খুলিয়া দেখি, পথে এক দল ভিক্ষুক ইতালীয় গায়ক বাদ্যধ্বনি করিয়া গান করিতেছে। আমরা শয্যা পরিত্যাগ করিয়া স্নান সমাপন পূর্ব্বক চা পান করিয়া নগর দেখিতে বহির্গত হইলাম। আলেক্‌জান্দ্রিয়া ইউরোপীয় প্রণালীর সহর। অনেক ইউরোপীয় দোকান ও বড় বড় সুন্দর প্রস্তর নির্ম্মিত বাটী আছে। গত যুদ্ধে এই সহর ইংরাজগণ অগ্নির দ্বারা ধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, সে জন্য অনেক অট্টালিকা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। এপর্য্যন্ত সকল গুলি পুনঃ নির্ম্মিত হয় নাই।

আলেকজান্দ্রিয়া অতি পূর্ব্বকালের নগর। পূর্ব্বকালে এখানকার প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ের ধ্বংসের কথা পাঠকবর্গ ইতিহাসে পাঠ করিয়াছেন। এক্ষণে প্রাচীন কীর্ত্তির মধ্যে পম্পির স্তম্ভ বর্ত্তমান আছে। এটী একটী উচ্চস্থানের উপর স্থাপিত। স্তম্ভের নিম্নভাগে কতকগুলি ক্ষোদিত গ্রীক্ অক্ষর দৃষ্ট হইল।

"কাটাকম্ব" নামক গোর-স্থান দেখিলাম। তাহা মৃত্তিকা মধ্যে, দীপ লইয়া প্রবেশ করিতে হয়, এজন্য ইহার মধ্যে গমন করিলাম না। বিশেষতঃ পশুবৎ কলহপ্রিয় আরব সঙ্গীর সহিত এই অন্ধকূপ মধ্যে প্রবেশ করিতে কোনমতে ইচ্ছা হইল না।

এখানকার লোকেরা বিদেশীয়গণের সঙ্গে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকে। ইহারা অত্যন্ত চতুর এবং অনর্থক মিথ্যা কথনে পটু। শাসনকর্ত্তা খিদাইভের উপর ইহাদের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নাই। ইহারা বলে ইংরাজগণের উপদেশ ক্রমে খিদাইভ অন্যায় ট্যাক্স স্থাপন দ্বারা প্রজাবর্গকে পীড়ন করিয়া থাকেন। খিদাইভ বহুপত্নী লইয়া কেল্লার মধ্যে বাস করেন।

বেলা ১২ টার সময় হোটেলে গিয়া আহার করিলাম। আহারের বন্দবস্ত বড় ভাল ছিল। ফরাসীশ পাচক দ্বারা অনেক প্রকার অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছিল। আহারের পর আর একবার সহর প্রদক্ষিণ করিয়া বেলা ৪ টার সময় ব্রিণ্ডিসী গমনোদ্যত ষ্টীমারে আরোহণ করিলাম। সন্ধ্যার সময় মেল ট্রেনে আর

কএকজন যাত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা সকলে আহারের টেবিলে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, অন্যান্য নবাগত যাত্রীর মধ্যে দুই জন তুর্কী ও একজন ধনাঢ্য কাফ্রি আসিয়াছেন। কাফ্রি ভদ্রলোকটী আমার নিকট উপবেশন করিলেন। তিনি ফরাসীশ-ভাষা কিছু কিছু বলিতে পারেন; ইংরাজী বুঝেন না। এব্যক্তি নিরামিষ খাইয়া থাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলাম।

রাত্রে ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া যে স্নানাগারে প্রবেশ করিব, এমত ক্ষমতা হইল না। সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গে মহারঙ্গে পোত টলমল করিতেছে। আমি মাতালের মত টলিতে টলিতে স্নানাগারের কবাটে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খাইয়া কোনপ্রকারে মহাকষ্টে প্রস্তরের টবের মধ্যে বসিয়া স্নানকার্য্য সমাপন পূর্ব্বক কেবিনের শয্যার উপর আসিয়া পড়িলাম। শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতে আর সাহস হইল না এবং বড় একটা ক্ষমতাও হইল না। আমার সমুদ্রপীড়া ধরিয়াছে। সর্ব্ব-শরীর ঘুরিতেছে এবং হস্তপদ, স্পন্দরহিত হইয়া পড়ি-

তেছে। আমার শারীরিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠিল। আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া মৃতবৎ শয্যায় পড়িয়া থাকিলাম। আমার আত্মীয়েরও এই অবস্থা ঘটিল। দিবারাত্র সংজ্ঞাহীন। আহারে অরুচি, এমন কি, একটু শীতল জল পর্য্যন্ত পান করিবার ইচ্ছা নাই। এই অবস্থায় দুই দিবস অতি কষ্টে চলিয়া গেল, পরে তৃতীয় দিবস ব্রিণ্ডিসিতে জাহাজ পৌছিলে, সেই মহাকষ্টকর সমুদ্রপীড়া হইতে পরিত্রাণ পাইলাম। জাহাজকে 'সেলাম' করিয়া লাঠী ধরিয়া বৃদ্ধের মত ঠক ঠক করিতে করিতে পোতের কাষ্ঠনির্ম্মিত সিঁড়ি হইতে তীরে অবতরণ করিলাম।

ষ্টিমার হইতে ইউরোপীয় মজুরে ঘাড়ে করিয়া আমাদিগের জিনিশ সকল নামাইল। এইস্থানে সাহেব মুটে প্রথম দেখা গেল। ইহারা বড় বলবান এবং বড় বড় মোট ঘাড়ে করিয়া অবাধে লইয়া যায়। ডগানা অর্থাৎ কষ্টম্‌হৌস সমুদ্রের তটে, সেইস্থানে আমরা সকল জিনিষপত্র ইতালীয় রাজকর্ম্মচারীগণের দ্বারা পরীক্ষার নিমিত্ত লইয়া গেলাম। আমাদিগের বাকস্ খুলিয়া কতক জিনিষ তাহারা পরীক্ষা করিল

এবং তামাক, চুরট, মদ্য আনাইয়াছি কি না, জিজ্ঞাসা করাতে, আমরা সে সকল বস্তু আনয়ন করি নাই, জ্ঞাত হইয়া সকল বাকস্ আর না খুলিয়া লইয়া যাইতে বলিয়া দিল।

আমাদিগের গন্তব্য 'ইষ্টিণ্ডিয়া হোটেলে' উপস্থিত হইলাম। এখন বেলা প্রায় ৭ টা কিন্তু হোটেলের প্রায় সকল লোক নিদ্রিত ছিল। আমি গমন করিলে ইংরাজী বলিতে পারে এরূপ একজন (Interpreter) দোভাষী আসিয়া অবস্থিতি করিবার বন্দবস্ত করিয়া-দিল। এ ব্যক্তি বলিল যে হোটেলের অধ্যক্ষ কোলা-পুরের রাজকুমারের সঙ্গে বিলাত গমন করিয়াছিলেন, অদ্য প্রাতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

আমাদিগের শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল এজন্য ব্রিণ্ডিসিতে একদিবস অবস্থিতি করিলাম, বিশেষতঃ শুনিলাম অদ্য 'ইণ্ডিয়ান মেল' যাইবে, ইহাতে অনেক যাত্রীর জনতা হইবে, কাজেই পর দিবস প্রাতের ট্রেনে গমন করা কর্ত্তব্য বোধ করিলাম। ব্রিণ্ডিসি ইউরো-পের একটী সামান্য গ্রাম। ভারতবর্ষীয় মেল-ডাক এখান হইতে বরাবর লণ্ডন যায়—এজন্য এখানে বিলাত

গমনেচ্ছুক অনেক যাত্রী আসিয়া থাকেন। এখানে ১৬০০০ সহস্র লোকের বসতি। অনেক বড় বড় বাড়ী আছে। অনেক বাটীর ছাদে মৃত্তিকা রাখা হইয়াছে, তাহাতে বড় বড় কমলালেবু, পীচ প্রভৃতি ফলের গাছ হইয়াছে। এস্থানে দেখিবার যোগ্য বিশেষ কিছু নাই। একটী প্রাচীন রোমক তোরণ দেখিলাম। তাহা খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়া ছিল। ব্রিণ্ডিসিতে কবিবর ভর্জিলের খৃষ্টজন্মের ১৯ বৎসর পূর্ব্বে মৃত্যু হয়। তিনি যে গৃহে পীড়িতাবস্থায় ছিলেন, তাহার ধ্বংস বর্ত্তমান আছে।

ব্রিণ্ডিসি হইতে লণ্ডন অতি দ্রুতগামী ভারত-বর্ষীয় মেল ট্রেনে ৪৫ ঘণ্টায় গমন করা যায়। আমরা এখান হইতে প্রাতে ৯ টার সময় আহারাদি করিয়া রওনা হইয়া বৈকাল বেলায় ফজিয়া নামক ইতালীয় ক্ষুদ্র নগরে পৌছিলাম। এখান হইতে ট্রেন অন্য পথে যাইবে, এজন্য তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। ফজিয়া ষ্টেসনের Buffet অর্থাৎ আহারের ঘরে যাইয়া আহারাদি করিলাম। আহারান্তে এক খানি গাড়ি ভাড়া করিয়া নগর দেখিতে বহির্গত হই-

লাম। নগরটী যদিও ছোট কিন্তু অনেক বড় বড় বাটী আছে ও এখানে অনেক ব্যবসায়ী লোক বাস করে। চক্ষুঃস্থির করিয়া পথের সাধারণ লোক আমাদিগকে দেখিতে লাগিল কিন্তু তাহাদের দৃষ্টিতে আমাদিগের উপর অসম্মান প্রকাশ হয় নাই। এখানকার শস্যব্যবসায়ীগণ মৃত্তিকামধ্যে বড় বড় পাতাল ঘর প্রস্তুত করিয়া তাহাতে শস্য পুরিয়া রাখে।

আমরা ৪ ঘণ্টা ফজিয়া অবস্থিতি করিয়া রেলের গাড়ীতে রওনা হইলাম। আমাদিগের দেশের ন্যায় ইউরোপের রেলগাড়ীতে সুখে রাত্রে হস্তপদ বিস্তার করিয়া শয়ন পূর্ব্বক নিদ্রা যাইবার সুবিধা নাই। এখানে যাত্রী অনেক হইয়া থাকে সুতরাং বসিয়াই সমস্ত রাত্র নিদ্রা যাইতে হয়। রাত্রে সাড়ে তিনটার সময় এদেশে চারিদিক পরিষ্কার হইয়া যায়। অন্ধকার থাকে না এবং পাঁচটার সময় প্রভাত, বেশ রৌদ্র দেখা দেয়। প্রভাতের আলোক হইবা মাত্র আর নিদ্রা হইল না। কাজেই চক্ষু মুদিয়া জপের অবস্থায় আর অনর্থক বসিয়া থাকা বিড়ম্বনা বোধ করিলাম। রেলের গাড়ী নক্ষত্রবেগে দৌড়িতেছে। পথের ধারে

অতি অপূর্ব্ব নৈসর্গিক শোভা দৃষ্টিগোচর হইল। প্রকৃতি দেবীর এতাদৃশ মনোহর বেশ পৃথিবীর আর কোন দেশেই দেখা যায় না। পর্ব্বত, কন্দর, নির্ঝরিণী, নূতন নূতন সংরোপিত দ্রাক্ষালতা ও নবপত্র শোভিত বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ প্রভৃতি সন্দর্শনে সেই করুণা নিধান জগৎপিতাকে স্মরণ হইল।

"কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি।
তোমার রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি॥"

ষ্টেসন গুলির নিকট প্রায়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। গ্রামগুলির কোনটী পর্ব্বত উপরে স্থাপিত, কোনটি বা ভূমির উপর; তাহার চারিদিক নানাবিধবৃক্ষবেষ্টিত। দূর হইতে গ্রামগুলি সুন্দর দেখাইতে লাগিল। জনকোলাহল নাই, কৃষকগণ অশ্বারোহণে কেহবা পদব্রজে ধীরে ধীরে মাঠের দিকে চলিয়াছে। ষ্টেসনে সকল স্থানেই আহারের বন্দবস্ত আছে এবং ইচ্ছামত আহার করিবার বস্তুও পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় দিবস রাত্রে মণ্ট সেনিস নামক পর্ব্বতের সুড়ঙ্গ পথে উপস্থিত হইলাম। এটী মানব জাতীর এক আশ্চর্য্য কীর্ত্তি। একটী প্রকাণ্ড পর্ব্বত

ভেদ করিয়া সুড়ঙ্গ পথ প্রস্তুত হইয়াছে। এই কার্য্যে টীউরিনের গবর্ণমেণ্ট, প্রথম হস্তক্ষেপ করেন, তৎপরে ইতালীয় ও ফরাশীশ্ উভয় রাজকোষের কোটী কোটী অর্থ ব্যয় দ্বারা প্রস্তুত হয়। রেলের গাড়িতে ইহা পার হইয়া যাইতে একঘণ্টারও অধিক সময় লাগে। আমরা এই সুড়ঙ্গ পার হইয়াই ফরাশীশ্ রাজ্যে পৌছিলাম। মোদান ষ্টেসনে গাড়ি আসিবামাত্র একজন ফরাশীশ আফিসার আসিয়া আমাদিগকে সকল জিনিষ সমেত কষ্টমহাউস ঘরে লইয়া গেল। তথায় সকল বস্তু পরীক্ষা করিয়া কর্ম্মচারীগণ কহিল, "শুল্ক দিবার যোগ্য কোন বস্তু তোমাদিগের সঙ্গে নাই"। পরে জিনিষ লইয়া পুনর্ব্বার গাড়িতে আরোহণ করিলে এক ঘণ্টার মধ্যে ট্রেন ছাড়িয়া দিল। রাত্রি মেঘাচ্ছন্ন, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে। বঙ্গদেশের মাঘমাসের শীত অপেক্ষা অধিক শীত বোধ হইতে লাগিল সুতরাং আমরা রেলের 'রগ্' গায়ে দিয়া জড় সড় হইয়া বসিয়া নিদ্রাদেবীর উপাসনা করিতে লাগিলাম। নিদ্রা বড় সুবিধামত হইল না। তৃতীয় দিবস প্রাতে ফরাশীশ পল্লীগ্রামের শোভা দেখিতে দেখিতে চলিতে

লাগিলাম। আজ্ মেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টি হইতেছে ; শ্যামল তৃণের উপর বৃষ্টিবিন্দু মুক্তাফলের ন্যায় শোভা পাই-তেছে ; কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন বলিয়া আমাদিগের কাহার স্ফূর্ত্তি হইতেছে না।

দ্বিতীয় অংশ।

ফ্রান্স।

পারিস, ভর্সেল্‌স্‌ ও ফণ্টাঁব্লো।

"It is in Paris that one feels the beating of the heart of Europe. Paris is the city of cities. Paris is the city of men. There has been Athens; there has been Rome; and there is Paris."—Victor Hugo.

ব্রিণ্ডিসি হইতে তৃতীয় দিবসে সায়ংকালে পারিসে পৌঁছিলাম। এখনও মেঘাচ্ছন্ন ও বৃষ্টি পড়িতেছে। অনেক যাত্রী বলিতে লাগিলেন যে, মে মাসে তাঁহারা এস্থানে এরূপ কদর্য্য দিবস প্রায় দেখেন নাই। আমরা ব্রিণ্ডিসি হইতে যে সকল বড় বড় বাক্স রেলের গাড়িতে বরাবর পারিসে পাঠাইয়াছি, সে গুলি নির্ব্বিঘ্নে ষ্টেসনে পৌঁছিয়াছে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। জিনিষ রেজেষ্টরী করিয়া পাঠাইলে তাহা

নির্দ্দিষ্ট স্থানে ইতালীয় ও ফরাশীশ রেলওয়ে কোম্পানির দ্বারা নির্ব্বিঘ্নে প্রেরিত হইয়া থাকে, কিন্তু জিনিশ পাঠাইবার ভাড়া বড় অতিরিক্ত প্রদান করিতে হয়। ইতালীয় রেলওয়ে কোম্পানি আরোহীদিগকে যে সকল ছোট ছোট জিনিষ হস্তে করিয়া সহজে লইয়া যাওয়া যায় তাহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ভারি বস্তু বিনা ব্যয়ে লইয়া যাইতে দেন না। যে সকল বস্তু হাতে করিয়া ভ্রমণ করা যায়, তাহা ইউরোপীয় গাড়িতে মাথার উপরে জালের ভিতর রাখিতে হয়। ইতালীয় ফ্রান্স রেলের গাড়িতে উঠিবার ও অবতরণ করিবার বিশেষ অসুবিধা। ষ্টেসনে, সমতল রাস্তায় গাড়ি লাগে সুতরাং সেই উচ্চ রথের উপর হইতে সাবধানে অবতরণ করিতে হয় এবং উঠিবার সময়ও কষ্ট করিয়া গাড়ি ধরিয়া উঠিতে হয়। তাড়া তাড়ি জিনিষপত্র হাতে করিয়া গাড়িতে উঠিতে বা অবতরণ করিতে গেলে হঠাৎ পড়িয়া নাক্ মুখ্ ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভব।

পারিস ষ্টেসনে লোকারণ্য। আমরা ভিড়ের মধ্যে দিয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম। সকল লোকেই ভোঁ ভাঁ করিয়া হাত মুখ্ নাড়িয়া ফরাশীশ বলিতেছে,

ইংরাজী কথা কেহই বুঝে না। অবশেষে দেখি, কুক-সাহেবের অ্যাফিসের এক জন Interpreter উপস্থিত। তাহার টুপীর উপরি তাহার পরিচয় দৃষ্টে,সে ব্যক্তিকে আমাদিগের জিনিষ পত্র সকল ষ্টেসনের কষ্টমহাউস হইতে পরীক্ষা করিয়া লইয়া হোটেল অমনিবস্ গাড়িতে উঠাইয়া দিতে বলিলাম। আমাদিগের অভি-প্রায় অনুসারে সে ব্যক্তি সকল জিনিষ গাড়িতে পৌছিয়া দিতে অনুজ্ঞা করিল। হোটেল অমনি-বসে ষ্টেসন হইতে চলিলাম। একজন মনুষ্যের সম্মুখে এক খান উৎকৃষ্ট ছবি হঠাৎ উপস্থিত করিলে সে যেমন আশ্চর্য্য বোধ করে, আমাদিগেরও ঠিক্ সেইরূপ অবস্থা ঘটিল। পথের দুই ধারে সুরম্য হর্ম্ম্য শ্রেণীর শোভা অতীব চমৎকার। যে দিকে নেত্রপাত করি, সেই দিকেই মনোহর অট্টালিকা। ভূমণ্ডলে যে আর এমন সুন্দর সহর আছে, তাহা বোধ হয় না। সত্যই ইহা ভূ-স্বর্গ বা ইন্দ্রের অমরাবতী। কিছুকাল পরে আমা-দিগের গাড়ি একটী গগনস্পর্শী প্রকাণ্ড অট্টালিকার বৃহৎ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। এইটী গ্রাণ্ড হোটেল। শকট হইতে অবতরণ করিবা মাত্র এক জন কর্ম্মচারী

আমাদিগকে "সালাম আলেকম" বলিয়া সাদর সম্ভাষণ করিলেন। তিনি আমাদিগকে পারস্যদেশবাসী বা আরব মনে করিয়াছিলেন।

"গ্রাণ্ড হোটেল" বুলভারডি কাপুসিন নামক বিখ্যাতস্থানে স্থিত। এই বৃহৎ সুদৃশ্য অট্টালিকা পথের মধ্যস্থল অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহা সপ্ততল উচ্চ, মধ্যস্থলে প্রাঙ্গণ এবং তাহাতে সন্ধ্যাকালে গোলাকার কাচের দীপাধারে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় বৈদ্যুতিক আলোক জ্বলিতেছে ও তাহার উপর দিয়া ফুয়ারার জল ঝর ঝর করিয়া পড়িতেছে। সম্মুখে ভোজনের ঘরে যাইবার সোপান শ্রেণী, তাহাতে চারিদিকে ৩।৪শত ভদ্রলোক ও সুন্দরী কামিনী বেড়াইতেছেন। আমরা তিন দিবস ক্রমাগত রেলের গাড়িতে ভ্রমণ করিয়া একবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, এজন্য একটু বিশ্রাম করিবার জন্য এবং পরিচ্ছদ পরিবর্ত্ত করিবার নিমিত্ত, আমাদিগের নির্দ্দিষ্ট ঘর দেখাইয়া দিতে এক জন প্রধান ভৃত্যকে বলিলাম। সে ব্যক্তি আমাদিগকে একটী বৃহৎ সিঁড়ির কাছে লইয়া গেল; তথায় একস্থলে একখানি সুদৃশ্য সিংহাসন রহিয়াছে; তাহার মধ্যে

আমরা উপবেশন করিবামাত্র তাহা হাইড্রোলিক কলের দ্বারা উচ্চে উত্থিত হইয়া আমাদিগকে এক স্থানে নামাইয়া দিল। আমরা দেবলোকে আসিয়া দেব যানে উঠিয়া যেন কোন গন্ধর্ব্বের আলয়ে উপস্থিত হইলাম। শয়নগৃহগুলি অতি উত্তম সুপরিচ্ছন্ন তাহার মধ্যে মেহগ্নি কাষ্ঠের খট্টোপরি দুগ্ধফেণনিভ শয্যা সুশোভিত। ঘরগুলি ও ব্যবহারের সামগ্রী সমুদায় নবাব বাদসার যোগ্য। ভৃত্যকে ডাকিতে হইলে রামা, শামা, বলিয়া গলাবাজী করিতে হয় না। ভিতের গায়ে কাষ্ঠাধারে একটী হস্তিদন্তের বুলি রহিয়াছে, তাহা টিপিবামাত্র ভৃত্যের ঘরে ঘণ্টাধ্বনি হয় এবং অবিলম্বে ভৃত্য আসিয়া দ্বারে "মস্যুর" বলিয়া সম্বোধন করে; তৎপ্রত্যুত্তরে তাহাকে ফরাশী ভাষায় "Entrez" বলিলেই সে ঘরে প্রবেশ করিয়া আজ্ঞা প্রতিপালন করে। আমরা পথের ধারের মখমলের এবং নেটের পর্দ্দাশোভিত গবাক্ষ দ্বার খুলিয়া দেখি যে, পথে অসংখ্য গাড়ি ঘোড়া চলিয়াছে এবং ঘোটক গুলি এই উচ্চস্থান হইতে ছোট দেখাইতেছে। আমা-দিগের শয়নগৃহ পাঁচতলার উপর। এখান হইতে

নিম্নে দেখিতে গেলে মাথা ঘুরিয়া উঠে। পথে অবি-রত শকট-চক্রের শব্দ কিন্তু শয়ন ঘরের পথের ধারের দ্বার বন্ধ করিলে আর কোন শব্দই শ্রুতিগোচর হয় না। ঘরগুলি এমত ভাবে নির্ম্মিত যে, এক ঘরের লোক অপর ঘরের লোকের কথা শুনিতে পায় না। এই সকল উৎকৃষ্ট হোটেলে বাস করা কিছু ব্যয়সাধ্য কিন্তু অর্থ থাকিলে এমত সুখকরস্থানে বাস করাই শ্রেয়ঃ। যাঁহারা বিদেশীয় বড় লোক, তাঁহারা এখানে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। পারস্যদেশীয় "সা"-নৃপতি পারিসে আসিয়া এই হোটেলে বাস করিয়া গিয়াছেন।

আমরা পরিচ্ছদ পরিবর্ত্ত করিয়া মোগলের বেশ-ধারণপূর্ব্বক হোটেলের আহারের প্রকোষ্ঠে "টেবিল ডি হোট" নামক সন্ধ্যাকালের আহার করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলাম। দ্বারদেশে একটী স্ত্রীলোকের নিকট হইতে এক এক খানি টিকেট ক্রয় করিতে হইল এবং দ্বারে যে লম্বাকৃতি ভীমদর্শন পশুবন্ধন রজ্জু তুল্য বৃহৎ রৌপ্যচেনধারী দ্বারপালদ্বয় আছে, তাহা-দের এক জনকে প্রদান করিলেই সে ভোজন গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে বলিল। আমরা যে ঘরে

প্রবেশ করিলাম, তাহা গোলাকৃতি, বৃহৎ ও অতি মনোহর। সমুদয় ভিত্তিতে গিল্‌টি করা বীণাধারিণী স্ত্রী-মূর্ত্তি আছে। ঘরটী বৈদ্যুতিক আলোকে দিবস বলিয়া বোধ হইল। তন্মধ্যে আমরা একটী সুপ্রশস্ত টেবিলের নিকট উপবেশন করিলাম। আহার করিবার জন্য প্রায় ৫০০শত পুরুষ ও স্ত্রী উপস্থিত হইয়াছেন। ফরাশীশ ললনাগণ বেশবিন্যাসে অতিশয় অনুরক্তা। দেখিলাম, তাঁহারা কৃত্রিম বেশভূষা করিয়া অপ্সরীর ন্যায় বসিয়া আছেন। মস্তকের টুপী গুলি নানাবিধ কাপড়ের ফুলে সুশোভিত ও অঙ্গের গন্ধদ্রব্যসৌরভে পুরুষরূপ মধুকরের নাসিকা তৃপ্ত করিতেছেন। ললনাকুলের হাব ভাব দেখিয়া যুবকগণ চঞ্চলচিত্তে এক-একটী সুন্দরীর পার্শ্বস্থিত আসন অধিকারে বিশেষ যত্ন করিতেছেন এবং যিনি যেমন ভাগ্যবান্ তিনি সেইরূপ স্থান প্রাপ্ত হইতেছেন। এই স্থানে অনেক ধনাঢ্য কৌন্টও আহার করিতে আসিয়া থাকেন। এজন্য রাত্রে ভোজনের বড় ঘটা হইয়া থাকে। আমার পার্শ্বে একটী কামিনী আসিয়া উপবিষ্টা হইলেন। তিনি আমাকে, বোধ করি, আরব-ভ্রমে আরব ভাষায় সম্বো:

ধন করিলেন। শেষে আমি ইংরাজী কথা বলাতে তিনিও পরিষ্কার ইংরাজী কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি জর্ম্মণ ললনা, পারিস দেখিতে আসিয়াছেন। ইনি আরব্য ও পারস্য ভাষা ভালরূপ জানেন। আহার করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে অনেক বিষয়ের কথোপকথনে পরিতৃপ্ত হইলাম। আমি এক জন বিদেশী, সহাস্যবদনে এক জন সুবেশধারিণী সুন্দরী রমণীর সহিত বাক্যালাপ করিতেছি, দেখিয়া অনেক স্ত্রী, পুরুষ, বিস্ফারিতনেত্রে আমার দিকে চাহিতে লাগিল।

(এখানে আর বাঙ্গালীর আহার নাই। মাছের ঝোল, ভাত, বড়া, বড়ী, শাক, চড়চড়ীর সঙ্গে দেখা শুনা নাই। ইউরোপীয় প্রণালীর আহারের মধ্যে ফরাশীশগণের রন্ধন অতি উত্তম এবং তাহা আমাদিগকেও ভাল লাগিল। এই হোটেলে প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মুখে টেবিলের উপর এক বোতল করিয়া মদ্য বিনা-ব্যয়ে প্রদত্ত হইয়া থাকে কিন্তু আমরা সুধা-প্রয়াসী নহি,—কাজেই তাহা পরিত্যাগ করিলাম।)

আমরা আহারান্তে হোটেলের বাহিরে আসিয়া

দেখি বৃষ্টি হইতেছে," তথাপি লোকারণ্য ; অসংখ্য অসংখ্য নরনারী গমনাগমন করিতেছে। দোকান সকল আলোকমালায় সুশোভিত হইয়া ক্রেতৃগণের চিত্তাকর্ষণ করিতেছে। সারি সারি এরূপ উৎকৃষ্ট দোকান অন্য কোন স্থানে দেখি নাই। বিশেষতঃ ফুলের দোকানের শোভায় আমাদিগের নয়ন মন মুগ্ধ হইল। কত রকমের অপূর্ব্ব পুষ্প থরে থরে সাজান রহিয়াছে তাহা আর কি বর্ণন করিব? এই সকল ফুল দেখিলেই মনে হয়—"স্রষ্টা যে পরম শিল্পী প্রসূনে প্রকাশ।"

আমরা শয়নমন্দিরে গিয়া নিদ্রাদেবীর কোমল অঙ্কে শয়ন করিলাম। বিভাবরী সুখে অতিবাহিত হইল। প্রভাতে উঠিয়া দেখি, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও বৃষ্টি পড়িতেছে। ইহাতে বড়ই বিরক্তি বোধ হইল। আমরা এই হোটেলের রেষ্টরেণ্ট ঘরে গিয়া বাল্যভোগ গ্রহণ করিলাম। এসময় (৮টা বেলায়) দুগ্ধ, চা, রুটী ও মাখন খাইতে দেয়। এক প্রকার ক্রুসেঁ নামক অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি রুটী প্রত্যহ পারিসের প্রসিদ্ধ হোটেলে বাল্যভোগের সঙ্গে আহার করিতে দেওয়া হয়,

তাহা অতি সুস্বাদ। আমি কেবল এই রুটী খাইয়া দিবসের ক্ষুধা নিবারণ করিতাম ; অন্য কিছু আহার না করিলেও চলিত। আমি এই রুটী ভাল বাসিতাম, জানিতে পারিয়া হোটেলের চাকরেরা ইহা স্তূপাকারে আমার সম্মুখে রাখিয়া দিত।

আহারান্তে ছাতি মাথায় দিয়া, তুর্কীর হামাম নামক স্নানাগারে চলিলাম। উহা গ্রাণ্ড হোটেলের সন্নিকট। আমরা এদিক ওদিক দেখিয়া রাস্তা পার হইলাম। পারিসের রাস্তা অতিপ্রশস্ত, তথাপি তাহা পার হইয়া যাওয়া বড় সঙ্কট। সর্ব্বদা অসংখ্য গাড়ি চলিতেছে, তাহার মধ্য হইতে অপর পারে গমন করা সহজ ব্যাপার নহে ; একবারে প্রাণ হাতে করিয়া কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হয়। এখানে ঐরূপ পদব্রজে গমন করিতে গিয়া শকটচক্রে অনেক লোকের অপঘাত মৃত্যু হইয়া থাকে।

দেখিলাম, স্নানগৃহটী তুর্কীদেশীয় রকমের। আমরা গৃহদ্বারে আঘাত করিবামাত্র ভৃত্য আসিয়া গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেল। একটী বাক্‌সের মত কুঠরীতে প্রবেশ করিয়া তাহার মধ্যে কাপড় রাখিয়া, কেবল এক খানি

ছোট কাপড় পরিধান করিতে হইল। তৎপরে একটী ঘরে উপবেশন করিলাম; সেই ঘরটী বড় গরম, অল্প কালের মধ্যে শরীর দিয়া দর্ দর্ করিয়া ঘর্ম্ম নির্গত হইল। আমাদিগের এক এক জনকে এক এক উচ্চ বেদীর উপর শয়ন করাইয়া একজন করিয়া বলিষ্ঠ পুরুষ সজোরে গাত্রমর্দ্দন করিতে লাগিল, তৎপরে একবার উষ্ণ, একবার শীতল জলের পীচকারীর দ্বারা অঙ্গ পরিষ্কার করাইল। রবীন্দ্র বাবু ঠিক বলিয়াছেন, ধোপার বাটীর কাপড়ের মত শরীর কাচিয়া দিল। এই ঘরের মধ্যে একটী পুষ্করিণী আছে, তাহাতে সাঁতার দিয়া অন্য ঘরে উঠা যায়। সেই ঘরে শুষ্ক কাপড়ের দ্বারা গাত্র মুছিয়া পরিষ্কার হওয়া গেল। এই স্থানে আমাদিগের বড় স্ফূর্ত্তি বোধ হইল কিন্তু স্নান করিবার বড় অধিক খরচ;—প্রত্যেককে ২॥০ টাকা করিয়া দিতে হইল। এখানে হোটেলে স্নান করিতেও প্রায় ১॥০ টাকা করিয়া লাগে। হামামের ঘর গুলি বড় সুদৃশ্য; এটী প্রস্তুত করিতে চারি লক্ষ টাকার উপর ব্যয় হইয়াছে। এস্থানের প্রাত্যহিক আয় ৫০০ পাঁচ শত টাকা। পারিসের

বড় লোকেরা এই স্থানে স্নান করেন। প্রিন্স্ অব ওয়েলস্ এবং পারস্যদেশীয় নৃপতি এখানে স্নান করিয়া গিয়াছেন।

আমরা 'হামাম' হইতে হোটেলে গিয়া এক খানি গাড়ি করিয়া নটরডেম নামক সুবিখ্যাত গির্জ্জা দেখিতে গেলাম। ইহা ১১৮২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। গির্জ্জার ভিতরে মধ্যস্থলে যীশুর মূর্ত্তি বড় মনোহর। প্রথম ফরাশীশ বিপ্লবের সময় এখানে যে সকল ধর্ম্ম যাজকগণের প্রস্তরমূর্ত্তি ছিল, তাহা বিদ্রোহিগণ ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিল; এক্ষণে সেই সেই স্থানে ২৮ জন ফ্রেঞ্চ নৃপতির প্রস্তর মূর্ত্তি রহিয়াছে। এখানে রং করা কাচে যে সকল মূর্ত্তি চিত্রিত আছে, তাহা বড় সুন্দর। রোমানকাথলিকগণ এই গির্জ্জাকে বিশেষ পবিত্র মনে করে, কারণ এ স্থানে খৃষ্টের মস্তকের কণ্টকের টুপীর কিয়দংশ, একটু ক্রশের কাষ্ঠ এবং তাঁহার শরীরে যে লৌহশলাকা বিদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহার কএকটী সযত্নে রক্ষিত আছে। 'কমুনিষ্টগণ' পাদ্রি ডারবয়কে অতি নিষ্ঠুররূপে হত্যা করে, তাঁহার মৃত্যুকালীন যে রক্তের দাগ সংযুক্ত

পরিচ্ছদ অঙ্গে ছিল, তাহা এক জন পুরোহিত আমাদিগকে দেখাইলেন—অবশ্য ইহা দেখিবার জন্য কিছু দর্শনী মুদ্রা দিতে হইল।

এই গির্জ্জা দেখিয়া হোটেলে গিয়া দুই প্রহরের আহার করিলাম। আহারান্তে থিয়েটার দেখিতে যাইবার বন্দোবস্ত করা গেল। গ্রাণ্ডহোটেলের প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র ঘর আছে, সেই খানে সহরের সমুদয় থিয়েটরের টিকিট বিক্রয় হয়। আমরা সেই স্থানের কর্ম্মকর্ত্তাকে বলিবামাত্র তিনি আমাদিগকে সাট্‌লের অভিনয় দেখিতে উপদেশ দিলেন এবং আমরা তাঁহার কথায় সম্মত হইলে তিনি টেলিফোন যন্ত্র দ্বারা সেই থিয়েটরের অধ্যক্ষকে জানাইলে তিনি নির্দ্দিষ্ট আসন ঠিক্ করিয়া ঐ যন্ত্রে আবার উত্তর দিলেন। থিয়েটার আরম্ভের পূর্ব্বে এইরূপ নিয়মে এ স্থানের টিকিট ক্রয় না করিলে আর টিকিট পাইবার সম্ভাবনা অতি অল্পই থাকে। অভিনয় আরম্ভের পূর্ব্বেই প্রায়ই সকল আসন দর্শকগণ কর্ত্তৃক ক্রীত হয়; তখন আর একখানিও টিকিট ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না।

আমাদিগের গাইড পুস্তক দেখিয়া আর ফরাশীশ ভাষায় কথোপকথন চলিল না। ইহার উচ্চারণ বড় বেয়াড়া। হাত পা নাড়িয়া ফরাশীশ্‌গণ কথা বলিয়া থাকে, সহজে স্থিরভাবে ফ্রেঞ্চ কথায় আলাপ হয় না। আমরা ফরাশীশ কথা বার্ত্তা বুঝিবার জন্য এক জন ফরাশীশ্ ও ইংরাজী বুঝে এরূপ লোক নিযুক্ত করিলাম। তাহাকে দৈনিক ছয় টাকা দিতে হইবে, স্থির হইল।

আমরা লুভার দেখিতে বহির্গত হইলাম। পারিশের মধ্যে, শুদ্ধ পারিশের মধ্যে কেন, পৃথিবীতে এমন একটী সুন্দর প্রাসাদ নাই। আমরা দেখি, লুভার একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা, দেশ যুড়িয়া আছে। তাহার সম্মুখের ভিত্তি বিখ্যাত গ্রন্থকার, চিত্রকর, রাজনীতিজ্ঞ ও যোদ্ধৃগণের অত্যুৎকৃষ্ট প্রস্তরমূর্ত্তিতে শোভিত। পূর্ব্বকালে ইহা রাজপ্রাসাদ ছিল। এক্ষণে ইহাতে পৃথিবীর আশ্চর্য্য বস্তু সকল সাধারণের দেখিবার জন্য রক্ষিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোটী কোটী টাকার বস্তু রহিয়াছে। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ইউরোপের যেখানে যে জিনিষ ভাল পাইয়াছেন, তাহাই লুভারে

যত্নের সহিত রাখিয়া গিয়াছেন। দুর্বৃত্ত 'কমুনিষ্টগণ' অগ্নির দ্বারা এই পৃথিবীর আশ্চর্য্যকীর্ত্তি ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ফরাশীশ্ রাষ্ট্রবিপ্লবকারিগণের উৎকৃষ্ট প্রাসাদ সমূহ যাহা নগরের শোভা—তাহাই বিনষ্ট করিবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল। সাবেক বাষ্টিল, সাবেক হোটেল, ডিভিলি, (এখনকার বাটী নূতন) ও টিলারিস রাজবাটী তাহারা একবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে। আমরা প্রবেশ করিয়া নীচের ঘরে দক্ষিণদিকে আসেরিয়া দেশীয় ও বাম দিকে মিসর দেশীয় প্রাচীন মূর্ত্তি নিচয় দর্শন করিলাম। যদিও এ গুলির গঠন সুন্দর নহে, তথাপি তাহা পূর্ব্বকালের বস্তু বলিয়া আদরণীয়। বৃহৎ বৃহৎ ঘরে গ্রীক্ ও রোমক অনেক অতি উত্তম উত্তম প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি রহিয়াছে। তন্মধ্যে মাইকেল এন্জিলোর শৃঙ্খলবদ্ধ ক্রীতদাসের প্রস্তরমূর্ত্তি বিশেষ প্রশংসনীয়। সত্য সত্যই এই ইতালীয় বিশ্বকর্ম্মার হস্তে সুদৃঢ় বজ্রসার প্রস্তর গলিয়া যাইত, নতুবা এমন সুন্দর মূর্ত্তি এক জন মনুষ্যে কি প্রকারে প্রস্তুত করিবে? ভিনসের মূর্ত্তি মিলস দ্বীপে যাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল,

তাহা বড় চমৎকার। একটী ঘরে মিসর দেশের মৃত-দেহ রাখিবার প্রস্তরময় আধার এবং এই 'মমি' রাখিবার অনেক কাষ্ঠাধারও আছে। উপরের গৃহাভ্যন্তরের ছাদে যে সকল ছবি চিত্রিত হইয়াছে তাহার শোভা যে কি পর্য্যন্ত মনোহর—তাহা বর্ণন করিতে অক্ষম। এই সকল চিত্র গ্রস, এল্‌কস, পিকট্‌ প্রভৃতি ফরাশীশ্‌ চিত্রবিদ্যাবিশারদ চিত্রকরের দ্বারা চিত্রিত। সারি সারি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহের দেওয়ালে অসংখ্য চিত্রপট শোভিত রহিয়াছে। ইহার এক এক খানি এত উৎকৃষ্ট যে প্রত্যহ দেখিলেও পুরাতন হয় না। রুবেনস্‌ নামক বিখ্যাত চিত্রকরের অনেক ছবি এই গৃহের প্রকাণ্ড ঘরে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তাহার রং করা কাজ দেখিতে বড় ভাল। টীনিয়ান, ভানডাইক প্রভৃতিরও অনেক চিত্র আছে। এত উৎকৃষ্ট চিত্র একস্থানে ইউরোপের অন্য কোন চিত্রশালিকায় নাই। চিত্র ভিন্ন প্রাচীন কালের অলঙ্কারাদি ও অনেক বহুমুল্য বস্তুসমূহ দেখিলাম। ভূতায়তল গৃহে পৃথিবীর সকল দেশের সমুদ্রযানের ছোট ছোট প্রতিকৃতি রক্ষিত আছে।

রাত্রের ভোজন সমাপন করিয়া আমরা শকটা-রোহণে বায়ুসেবনার্থ বহির্গত হইলাম। দেখিলাম, পথে অনবরত গাড়ি চলিতেছে এবং দুই ধারের মনুষ্য-যাতায়াতের পথে লোকারণ্য। পথ অতি পরিষ্কার ও কাষ্ঠনির্ম্মিত, তাহাতে শকটগমনের শব্দ হয় না। এমন শোভাবিশিষ্ট সহর কখন দেখি নাই। কোন্ দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কি দেখিব, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। মনোহর গগনস্পর্শী সৌধ-মালা, নানা প্রকার দোকান,—যে দিকে দেখি—সেই দিকেই চমৎকার দৃশ্য। প্যারিশ বাস্তবিক অমরাবতী—দেবলোকের বাসস্থান। ক্রমে আমরা প্লেশ ডিলাকনকর্ড নামক বৃহৎ চারিকোণবিশিষ্ট প্রস্তর নির্ম্মিত স্থানে আসিলাম। ইহা নগরের মধ্যস্থলে। দক্ষিণে সীন নদীর উপর নানাপ্রকার তরী ভাসিতেছে, পশ্চিমে মর্ত্ত্যদেবের লীলাস্থল সদৃশ সান্ ইলিশিশ্, পূর্ব্বদিকে টীলরিশ উদ্যান, উত্তরে মনোহর অট্টালিকায় শোভিত রুরএল। এই চতুষ্কোণ স্থানের মধ্যভাগে বেদীর উপরে ৭৬ ফিট উচ্চ লক্সর্ নামক মিশর দেশীয় প্রাচীন প্রস্তর স্তম্ভ, ইহা লুই ফিলিপ নৃপতিকে

ইজিপ্তের মহাম্মদ আলী পাশা উপহার দিয়াছিলেন।
এই স্তম্ভ ইজিপ্ত হইতে আনয়নের এবং এই স্থানে
স্থাপন করিবার ব্যয় প্রায় নবলক্ষ টাকা লাগিয়াছিল।
স্তম্ভের দুই ধারে দুইটী সুন্দর ও বৃহৎ ফুয়ারায় বারি
উত্থিত হইতেছে এবং এই ফুয়ারা দুটীতে রাইন ও
রোন নদীর এবং সমুদ্রের প্রস্তর নির্ম্মিত রূপক-মূর্ত্তি
শোভিত আছে। চতুষ্কোণের চারিদিকে আটটি ফরা-
শিশ নগরের রূপক-প্রস্তরমূর্ত্তি আছে; তাহার মধ্যে
ষ্ট্রাসবর্গ নগরের রূপক-মূর্ত্তিটীতে ১৮৭১ সাল হইতে
দুঃখসূচক চিহ্ন প্রদান করা হইয়াছে।

এই চতুষ্কোণ স্থানের পূর্ব্ববিবরণ স্মরণ করিতে
হইলে শরীর রোমাঞ্চ হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ভয়া-
নক ফরাশীশ বিপ্লবের সময় এই স্থানে নরশোণিত
লোলুপ পিশাচগণ সান্‌সন্‌ নামক জল্লাদের দ্বারা
নির্দ্দোষী ষোড়শ লুই নৃপতির মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিল
এবং এই স্থানেই আরও কত নির্দ্দোষ লোকের গিলো-
টাইন যন্ত্রে প্রাণবিনাশ করা হইয়াছিল। এক্ষণে আমরা
দেখিলাম, এই অদ্ভুত স্থানে সানন্দচিত্তে বিলাসিগণ
বিলাসিনীর হস্ত ধরিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। কাহারও

মনে হইতেছে না যে, পূর্ব্বে এখানে কি লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিয়াছিল।)

আমরা সানৃ ইলিশিশে প্রবেশ করিলাম। ইহা ভূমণ্ডলের নন্দনকানন—এমন সুন্দর স্থান যে পৃথিবীতে আছে, তাহা কল্পনা করিতেও পারি নাই। হরিদ্বর্ণ তৃণশোভিত ক্ষেত্র, তাহার মধ্যে মধ্যে নানাবিধ পুষ্প-বৃক্ষে যে কত প্রকার মনোহর ফুল ফুটিয়াছে তাহা আর কি বলিব। তাহার শোভা আর কি বর্ণন করিব। এখানে বাগানের মধ্যের গৃহগুলি অতি সুদৃশ্য। রাস্তার দুধারে চেস্‌নটের বৃইং বৃক্ষে থোকা থোকা মনোহর সাদা ও গোলাপী রঙ্গের ফুল ফুটিয়াছে। এ সন্ধ্যার সময়, গ্যাস ও বৈদ্যুতিক আলোক মালায় স্থানটী দিনের মত শুভ্র দেখাইতেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে কামিনীগণ নানাবেশে সজ্জিতা হইয়া প্রীতিপ্রফুল্ল আননে পুরুষ ষট্‌পদশ্রেণীর দিকে তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে করিতে গমন করিতেছেন। এ স্থান দেখিয়া মনে হয়, আজ যেন কোন একটী মহোৎসবের দিন; কিন্তু তাহা নহে; প্রত্যহই এখানে এইরূপ আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে। আমরা অধিকক্ষণ আর এখানে থাকি-

লাম না; সাট্‌লে থিয়েটর অভিমুখে গেলাম। সাট্‌লে থিয়েটরে অতি মনোহর দৃশ্য সকল প্রদর্শিত হয়। এখানে ৩৮০০ শত লোকের উপবেশনের আসন আছে। প্রথম শ্রেণীর টিকিটের মূল্য ৩৲ টাকা। বৃক্ষের উপর নানাবেশধারিণী অপ্সরী মূর্ত্তি, সুদৃশ্য চিত্রপট, এক দল রূপবতী কামিনীর বাদ্যের সঙ্গে তালে তালে নৃত্য, এ সমস্তই অতীব চমৎকার। থিয়েটর হইতে রাত্র ১১টার সময় হোটেলে গিয়া শয়ন করিলাম।

পর দিবস প্রাতে বাল্য ভোগ গ্রহণ করিয়া কুক্ কোং আফিসে গমন করিলাম। তথায় তাঁহারা ভর-সেলস্-গমনেচ্ছু যাত্রীগণের জন্য এক খানি চারিঘোটক যুক্ত বৃহৎ গাড়ী প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। সেই গাড়ীতে আমরা ও আর কএক জন আমেরিকান এবং ইংরাজ পুরুষ ও ইংরাজ রমণী উঠিলাম। সর্ব্বসমেত ১০ জন যাত্রী এবং এক জন ইংরাজী ভাষা জানেন এরূপ পাণ্ডা,—সকলেই এক গাড়িতে গমন করিলাম। অদ্য দিন-টা বড় ভাল নহে, মেঘাচ্ছন্ন এবং থাকিয়া থাকিয়া অত্যন্ত প্রবল বায়ু উঠিতেছে। গাড়ি চলিল এবং পাণ্ডা মহাশয় এক এক স্থান

দিয়া গাড়ি যাইবার সময় তাহার বিবরণ উত্তম ইংরাজী ভাষায় বলিতে লাগিলেন। শকট ভেন-ডোম স্তম্ভের নিকট গিয়া একটু থামিল। আমরা স্তম্ভটী দেখিতে লাগিলাম। বোনাপার্ট রুষ এবং আষ্ট্রিয়ানগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া যে ১২০০ শত তোপ পাইয়াছিলেন, সেই গুলি গলাইয়া এই ধাতুনির্ম্মিত ১৪২ ফিট উচ্চ এবং ১৩ ফিট প্রস্থ কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ইহা রুডিলাপে নামক স্থানে স্থাপিত। এই স্তম্ভের অঙ্গে বীরবর বোনাপার্টের বিবিধ যুদ্ধযাত্রার প্রতিমূর্ত্তি ধাতুদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। স্তম্ভোপরি বোনাপার্টের ব্রনজ নির্ম্মিত মূর্ত্তি আছে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এই স্তম্ভ কমুনিষ্ট বিপ্লবকারিগণ কুরবেট নামক এক জন চিত্রকরের কথায় ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল; পরে তাহা পুনর্ব্বার সংযোজিত এবং উত্তমরূপে সংস্কৃত করা হইয়াছে।

কলম ডি জুলিএট ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে ফরাশীশ দেশের স্বাধীনতাগৌরব বৃদ্ধির জন্য যাঁহারা যুদ্ধে গতজীবন হইয়াছেন, তাঁহাদিগের স্মরণার্থ এই ১৫৪ ফিট উচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। আমরা যাইতে

যাইতে এই স্তম্ভ দেখিলাম। ইহার মস্তকোপরি স্বাধীনতার মূর্ত্তি, তাহার এক হস্তে উন্নতির মসাল ও অন্য হস্তে দাসত্বের ভগ্নশৃঙ্খল। দুরন্ত কম্যুনিষ্ট বিপ্লবকারিগণ এই স্তম্ভও ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

আমরা পারিস পরিত্যাগ করিয়া St. Cloud আসিলাম। এখানে পর্ব্বতের ও বৃক্ষশ্রেণীর শোভা বড় মনোহর। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এখানকার রাজপ্রাসাদে লুই নেপোলিয়ন ও রাজ্ঞী সদাসর্ব্বদা আসিতেন, এক্ষণে সেই রাজপ্রাসাদ দেখিয়া চক্ষে জল আসিল। ইহা জর্ম্মনগণ যুদ্ধের সময় গোলা বর্ষণ দ্বারা ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদিগের সম্মুখে সেই ভগ্নরাজবাটী—পৃথিবীর কোনও বস্তু চিরস্থায়ী নহে তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ রহিয়াছে।

আমরা অবশেষে ভর্সেল্‌স্ নগরে পৌঁছিলাম। ইহা এক সময় বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং ফরাশিশ নৃপতিগণ এই স্থানে থাকিতেন। ভর্সেল্‌স্ একটী ক্ষুদ্র সহর। অনেক বড় বড় বাড়ী, দোকান, থিয়েটর প্রভৃতি আছে ; কিন্তু পথ জনতাশূন্য। আমরা ছোট

একটী হোটেলে দুই প্রহরের আহারাদি সমাপন করি-লাম। আহার ভালরূপ হইল। আহারের উত্তম বন্দবস্ত পূর্ব্বেই কুক্ কোং করিয়াছিলেন। আমরা এই বার গাড়িতে উঠিয়া একবারে ভর্সেলস্ রাজপ্রাসাদের নিকট আসিলাম। এই ভর্সেলস প্রাসাদ এক্ষণে জনকোলাহলশূন্য। বঙ্গীয় কবি মাইকেল এতদ্দর্শনে আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন—

কোথা সে রাজেন্দ্র এবে, যার ইচ্ছাবলে
বৈজয়ন্ত-সম-ধাম এমর্ত্ত নন্দনে
শোভিল ?–

পঞ্চদশ লুই এই স্থানে কত যে আমোদ প্রমোদ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। এই প্রাসাদে মাদাম পম্পাদোর এবং ডচেস্ ডিবেরিয় হাস্যকৌতুকে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ অসীম আনন্দ প্রকাশ করিয়াছি-লেন। এই প্রাসাদ দেখিবামাত্র ফরাশীশ ইতিবৃত্ত-প্রিয় পাঠকগণের অনেক কথা স্মরণ হয় এবং হৃদয় শোকে আপ্লুত হয়। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে চতুর্দ্দশ লুই-সের রাজ্যকালে এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। ইহার নির্ম্মাণ জন্য প্রত্যহ ৩৬০০০ স্থপতি এবং গৃহনির্ম্মাণ

উপকরণ বহন জন্য ৬০০০ সহস্র অশ্ব নিযুক্ত হইয়াছিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ষোড়শ লুই এই সুরম্য রাজ প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া টিলারিশ প্রাসাদে বাস করিয়াছিলেন। ইহার পর আর কোন নৃপতি ভর্সেলসে বাস করেন নাই। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রুসিয়াধিপতি ফরাশীশগণকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া এই স্থানে জর্ম্মনীর রাজা সম্রাট (Emperor) নামে খ্যাত হইয়াছিলেন এবং এই ভর্সেলস্ ফরাশীশ জাতির পক্ষ হইতে বাগ্মী জুলস্ ফেবার সজল নেত্রে প্রিন্স বিশমার্কের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন। লুই নেপোলিয়ন রাজ্ঞী কুইন ভিক্টোরিয়াকে এই রাজ প্রাসাদে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন।

আমরা উক্ত রাজপ্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকল ঘর গুলি দেখিলাম। তাহা অতি উত্তমরূপ সজ্জিত আছে। এখানকার ছবি গুলি বড় উত্তম। ফরাশীশ চিত্রকর ডেবিড ও হোরেশ ভারনেটের কএক খানি চিত্র বিশেষ দর্শনযোগ্য। ফরাশীশ প্রথম বিপ্লবের একখানি চিত্রে কামেলি ডিমলিন্স্ প্রকাশ্য স্থলে উৎসাহের সহিত বক্তৃতা করিয়া নাগরিকগণের চিত্তা-

কর্ষণ করিতেছেন। ইহার নিকট দুর্দান্ত ডান্‌টন সতেজে দণ্ডায়মান আছে। সেই বিপ্লবের ভয়ানক সময়ের কথা সকল স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইল।

রাজপ্রাসাদের উদ্যান অতি মনোরম্য। তাহার মধ্যে কতক গুলি প্রস্তরনির্ম্মিত ও ডিউক অব অর্-লিন্সের ধাতুময় মূর্ত্তি শোভিত রহিয়াছে। ফুয়ারা গুলি মনোহর কিন্তু তাহার কার্য্য এক্ষণে বন্দ আছে। এক এক দিন কিছু কালের নিমিত্ত এই ফুয়ারা ছাড়িয়া দিতে হইলে ৪০০০ চারি সহস্র টাকা ব্যয় হয়।

রাজ প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া ম্যাদাম ডি মেইন-টিনন ও ডবেশ ডি বেরির দুটী সুন্দর বাসগৃহ দেখিতে গেলাম। এই দুই বিদ্যাবতী দুশ্চরিত্রা কামিনী নৃপ-তির অনুগ্রহের পাত্রী ছিলেন। ইহার নিকটস্থ একটী ঘরে বোনাপার্টের অতি সুন্দর শকট এবং মার্সেল সুল্ট যে গাড়িতে আরোহণ করিয়া লণ্ডনের পথে ভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহা দৃষ্ট করিলাম। এই সকল দেখিয়া পুনর্ব্বার শকটারোহণে সঙ্গী ও সঙ্গিনী গণের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে করিতে প্যারিস অভি-

মুখে যাত্রা করিলাম। ভর্সেলসের পথের দুই ধারে নানাবিধ বৃক্ষ শোভিত আছে; তাহা দেখিতে অতি রমণীয়। বৃক্ষ শাখায় নানাবিধ পক্ষীর কূজনে কর্ণ পরিতৃপ্ত হইল।

সন্ধ্যাকালে ঠিক আহারের সময় পারিসের হোটেলে পৌছিলাম। ভ্রমণে আমাদিগের শরীর কিছুমাত্র ক্লান্ত হয় নাই। বলিতে কি, স্বদেশ অপেক্ষা আমরা এস্থানে শারীরিক বিশেষ সচ্ছন্দে ছিলাম। আহারাদি শীঘ্রই সমাপন করিয়া আবার "গ্রাণ্ড অপেরায়" গমন জন্য প্রস্তুত হইলাম। "গ্রাণ্ড অপেরা" আমাদিগের হোটেলের পরপারে কিন্তু সেই পথটুকু পার হওয়া বিশেষ সঙ্কট বোধ করিলাম। অনবরত সেই পথে অসংখ্য অসংখ্য গাড়ি চলিয়াছে, তাহার আর বিরাম নাই, সুতরাং তাহা পার হওয়া দুঃসাধ্য, কাযে কাযেই এক খানি গাড়িতে উঠিয়া পথটুকু পার হইতে হইল। এই "গ্রাণ্ড অপেরা" গৃহ ভূমণ্ডলের একটী আশ্চর্য্য বস্তু। স্থান ক্রয়ের মুল্যসমেত ইহা নির্ম্মাণে দুই কোটী টাকা রাজভাণ্ডার হইতে ব্যয়িত হইয়াছে। ইহা অনেক স্থল ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

যে স্থানে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই স্থানে পূর্ব্বে ৫০০ শত গৃহ ছিল। ইহার উপরের ভিত্তিতে নানা-বিধ সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি আছে। গৃহের সমুদয় মধ্য-ভাগ সুবর্ণবর্ণে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। এখানে ফরাশীশ গীতিনাট্যের অভিনয় হইয়া থাকে। আমরা অভিনয়ের কথা একটু আধটুকু বুঝিলাম মাত্র; কিন্তু সঙ্গীত শুনিয়া কর্ণ তৃপ্ত হইল। ফরাশীশগণ নিজের ভাষার বিশেষ গৌরব করে, এজন্য ইতালীয় ভাষায় গীতি নাট্য ইউরোপীয় সকল অপেরা গৃহে অভিনীত হইলেও প্যারিসে ফরাশীশ ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় অভিনয় হয় না। ফ্রেঞ্চরা মনে করে, রাসিন, মলিএর ও ভল্টে-য়ার যে ভাষায় নাটক লিখিয়া গিয়াছেন, সে ভাষা সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং তাহা অভিনয়ের বিশেষ উপযোগী। কবিবর ভিকতর হ্যুগো যে সকল আধুনিক নাটক অভিনয়ের জন্য লিখিয়া গিয়াছেন, সে গুলি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। সারাবারনার্ড এই সকল নাটকের অভিনয়ে শ্রোতৃগণের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন।

আমরা প্রাতে স্নানাহার সমাপণ করিয়া "মুসি-গ্রেবিন" নামক মোমের প্রতিমূর্ত্তি-প্রদর্শনী দেখিতে

গেলাম। ইহার প্রবেশদ্বারে দর্শনী দুই ফ্রাঙ্ক করিয়া দিতে হইল। মূর্ত্তিগুলি মোমের দ্বারা এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে যে দেখিলে ঠিক সজীব বলিয়া ভ্রম হয়। এখানে মাদী, ভিকতর হুগো, প্রিন্স বিসমার্ক, রচফোর্ট, কুইন ভিক্টোরিয়া, ভিকতর ইমানুএল, সারা বারনার্ড প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি আছে। এস্থান হইতে আমরা "পারেলাসেস" নামক বিখ্যাত গোর স্থান দেখিতে গমন করিলাম।

এই সমাধি-স্থান অতি বিস্তৃত, সমুদায় এক দিনে দেখিয়া উঠা যায় না। আমরা কেবল বিখ্যাত ব্যক্তি-গণের কতক গুলি সমাধি দর্শন করিলাম। এই স্থানে প্রবেশ করিবার সময় দেখি, কতক গুলি বালক বালিকা শুভ্রবসন পরিধান করিয়া একটী শবের শকটের সঙ্গে দুঃখে পরিম্লান মুখে আসিতেছে। আমরা শুনিলাম, শব-শকট একটী বালকের মৃতদেহ বহন করিতেছে, এজন্য বালক বালিকাগণ শোকপ্রকাশ করিতে তৎ-সঙ্গ লইয়াছে। যদিও এ অত্যন্ত শোকাবহ ঘটনা, তথাপি, ফরাশীশগণ সকল বিষয়ের শোভা বর্দ্ধনের চেষ্টা করে, সে জন্য, বালকের শবের সঙ্গে কতক গুলি

বালক বালিকাকে উক্তরূপ সাজাইয়া সমাধি স্থলে প্রেরণ করা হইয়াছে। ইহার পরেই আবার দেখি, আর একটী শবের শকট ফুলের মালার দ্বারা শোভিত হইয়া আসিতেছে। ইহার সঙ্গে অনেক ভদ্রলোক টুপী খুলিয়া বিষণ্ণ বদনে শবদেহ সমাধিস্থ করিবার জন্য আগমন করিতেছেন। আমরাও শবদেহের সম্মান জন্য টুপী খুলিলাম, তাহা দেখিয়া শবের সঙ্গের ভদ্রলোকেরা আমাদিগকে সসম্মানে অভিবাদন করিলেন। (ফরাসীশগণ স্বভাবতঃ অতি ভদ্র এবং বিনীত স্বভাব, তাহাদিগকে একটু সম্মান দেখাইলেই তাহারা অত্যন্ত প্রীত হয়।) আমি একটী বৃদ্ধা ধনাঢ্য কামিনীর সঙ্গে হোটেল গৃহে উপবেশন করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে পারিসের শোভার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তদুত্তরে কহিলাম, পারিসের ন্যায় সুন্দর স্থান ভূমণ্ডলে আর নাই। এই কথা শুনিবা-মাত্র, তিনি একেবারে আনন্দে করতালি দিয়া "ভারত বাসীরা চিরজীবী হউন" বলিয়া আমাদিগকে আশী-র্বাদ করিলেন। পোপ কবির বর্ণিত এবেলার্ড এবং ইলোইসার সমাধিস্থান এখানে রহিয়াছে। উভয়কে

পাশাপাশী একটী অতি সুন্দর প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহমধ্যে রাখা হইয়াছে। এবেলার্ড যতিধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ ও ইলোইসা সন্ন্যাসিনী হইয়া উভয়ে পারাক্লেট নামক আশ্রমে থাকিতেন। সেই আশ্রম গৃহের প্রস্তরের দ্বারা এই সমাধিগৃহ প্রস্তুত করা হইয়াছে।

জ্যোতির্ব্বেত্তা আরাগো, নাট্যগীতরচক অবার বেলিনি ও রজেনি, উপন্যাস রচক বালজাক, কবিবর বেরেঞ্জার, সঙ্গীতশাস্ত্রাধ্যাপক চপিন, পুরাতত্ত্বলেখক সুপণ্ডিত টিয়ার্স ও মিসেলেট্, ধনকুবের রথচাইল্ড বংশধর গণ, রাষ্ট্রবিপ্লবকারী লেড্রুরলিন, ফরাশীশ বৃহস্পতি অগস্ত কোমৎ, এতদ্ভিন্ন তত্ত্ববিৎ ভিকতর কুজিন, কবিচূড়ামণি মলেয়ার ওরাসিন, অঙ্কশাস্ত্রাধ্যাপক মঞ্জ, নটকুলচূড়ামণি টাল্মা, প্রত্যক্ষদর্শনবাদী সেণ্ট সাইমন, বীরবর বিশ্বাস ঘাতক মার্সেল নে, উদ্ভিজ্জশাস্ত্রবেত্তা বারন কুভের, চিত্রকর কোরট, প্রত্নতত্ত্ববিৎ চাম্পলিয়ন, এবং রাজনীতিজ্ঞ কাশিমর্ পেরিয়ার প্রভৃতির সমাধি এস্থলে ভক্তি ও প্রীতিপূর্ণহৃদয়ে সন্দর্শন করিলাম। এস্থান হইতে হোটেলে গমন করতঃ দুই প্রহরের আহারান্তে সালোঁ

নামক চিত্রশালায় গেলাম। এইখানে প্রতিবৎসর ফরাশীশ চিত্রকরের চিত্র রক্ষিত হয় এবং তাহার মধ্যে যে সকল ছবি উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে সেই সকল চিত্রের চিত্রকরকে সে জন্য পুরস্কৃত করা হয়। এ গৃহটী অতি প্রকাণ্ড এবং এখানে অনেক ভাল ভাল ছবি দেখিলাম। ইহা ভিন্ন এইস্থানে কতক গুলি প্রস্তরময় মুর্ত্তি আছে। এস্থান হইতে Jardin ac limatation গমন করিলাম। ইহা পারিসের বাহিরের একটী উদ্যান। এখানে নানাবিধ পশু ও পক্ষী আছে। এক খানি ছোট ট্রাম গাড়িতে উদ্যানের এক ভাগ হইতে অপর বিভাগে গেলাম। তথায় উষ্ট্র ও হস্তীর উপরে অনেকে কিছু কিছু খরচ দিয়া আরোহণ করিয়া বেড়াইতেছে। আমাদিগের দেশে হাতী ও উটের অভাব নাই সুতরাং তাহাতে আরোহণ করিতে কিছু মাত্র কৌতুক হইল না; কিন্তু একটী জিনিষ দেখিয়া বড় কৌতুকবোধ হইল। সে এক খানি অষ্ট্রিচ পক্ষীর গাড়ি। পাখীটিকে ঘোড়ার মত গাড়িতে লাগান হইয়াছে। আমরা দুই জন একটী বালিকা লইয়া সেই গাড়িতে উঠিলাম। এবং তাহার লাগাম ধরিবামাত্র পক্ষীটী

সজোরে গাড়ি টানিয়া কিয়দ্দূর লইয়া গেল।)/ এখান হইতে উদ্যানের অন্য ভাগে সিল ও সমুদ্র সিংহ জল মধ্যে সন্তরণ করিতেছে দেখিলাম। ইহারা ভীষণ দর্শন ও অতীব চঞ্চল। থাকিয়া থাকিয়া বিকট শব্দ করিয়া উঠে। এখান হইতে সান্ ইলিশিসে ফরাশীশ ও জর্ম্মণ যুদ্ধের "পানরমা" চিত্র দেখিবার জন্য গমন করিয়া কিছু দর্শনী প্রদান পূর্ব্বক গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। ফরাশীশগণ আপন জাতির অপমান সূচক ঘটনা কখনই দেখিতে ভাল ভাসে না। গত যুদ্ধে জর্ম্মণগণের নিকট পরাভুত হইয়া অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত আছে কিন্তু মনকে বুঝাইবার জন্য সেই যুদ্ধের এক আধটি ঘটনায়, যাহাতে একটু ফরাশীশ বীরত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই সদর্পে স্মরণ করিয়া থাকে। উপস্থিত পানরমায় Champigny যুদ্ধে যাহাতে ফরাশীশগণ জর্ম্মণ সৈন্য পরাজিত করিয়াছিল, এ তাহারই সুন্দর চিত্র। ইহা দেখিলে যথার্থই স্বচক্ষে যুদ্ধ দর্শন করিতেছি বলিয়া বোধ হয়। চিত্রপটের সম্মুখে ভগ্ন তোপ, শকট, মৃত্তিকা নির্ম্মিত দুই দলের সৈন্যের মৃতদেহ প্রভৃতি পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা গোলাকারে

রাখা হইয়াছে। দেখিবামাত্র তাহা প্রকাণ্ড যুদ্ধক্ষেত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ইহা দেখিয়া অপর স্থানে ফরাশীশ প্রথম বিপ্লবের বাষ্টিল জয়ের পানরমা দর্শনীপ্রদানপূর্ব্বক দেখিতে গেলাম। এখানি বড় চমৎকার। রণোৎসাহ পূর্ণ সৈন্য সমাগম, অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্য সমূহ চারি দিকে দৌড়িতেছে, যেন সকলই সত্য সত্যই ঘটিয়াছে, স্থানটি প্রকাণ্ড ও বিস্তৃত বলিয়া বোধ হইতেছে। কে বলিবে যে এখানি চিত্রপট, যেন সত্য ঘটনাই চোখের উপর সম্পন্ন হইতেছে। আমি চিত্র পুত্ত-লিকার ন্যায় স্পন্দহীন হইয়া ছবি খানি দেখিয়া মনে মনে চিত্রকরের অদ্ভুত ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করি-লাম। কলিকাতায় গতপ্রদর্শনীতে পাঠকগণের মধ্যে অনেকে ব্লাক্লাভা যুদ্ধের পানরমা দেখিয়াছেন কিন্তু সে খানি এদেশে লইয়া আসিলে বোধ হয় তাহা কেহ ভুলিয়াও একবার দেখেন না। আমরা যে চিত্র দেখিলাম, তাহা অতীব উৎকৃষ্ট ও বহুমূল্য। আমাদিগের দেশে এতাদৃশ বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট চিত্র কেহ কখন আনয়ন করেন নাই।

শকটারোহণে যাইবার সময় St. Genevieve পুস্তকালয় দৃষ্ট করিলাম। ইহা ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত। গৃহটী অতি সুন্দর, চারিদিকে অর্দ্ধাকৃতি মনটেন, পাশকাল, মলিএর, লাফনটেন, ভলটেয়ার, বফন, মিরাবু, রুসো, দেকার্ট প্রভৃতি ফরাশীশ গ্রন্থকারের ও বিখ্যাত ব্যক্তিগণের প্রস্তরমূর্ত্তি শোভিত রহিয়াছে। এস্থানে একলক্ষ বিশ হাজার মুদ্রিত গ্রন্থ ও ৩৫০০০ সহস্র হস্তলিখিত গ্রন্থ আছে।

(Quai Conti নামক স্থানে Institute of France নামক বিবিধ বিদ্যাচর্চ্চার সভাগৃহ দর্শন করিলাম।) ইহা সপ্তদশ শতাব্দীতে স্থাপিত। গৃহটী পুরাতন ও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি। এখানকার সদস্যগণ সকলই সুপণ্ডিত। ইউরোপের অন্যান্য সভায় যেমন কিছু টাকার ছবি, এ, ও, তা, বস্তু উপহার দিলেই সভ্য শ্রেণী মধ্যে গণ্য হইতে পারা যায়, এখানে সেরূপ নিয়ম নাই। যিনি যথার্থ পণ্ডিত, তিনিই এখানকার সভ্য। ভট্ট মোক্ষমুলার সদৃশ পণ্ডিতগণ এই সভার সভ্যশ্রেণী ভুক্ত।

হোটেলে গিয়া সন্ধ্যাকালীন আহারান্তে পুনর্ব্বার শকটারোহণে Quartier Latin নামক স্থানে Bullier নামক প্রমোদ ভুবনে গমন করিলাম। এখানে প্রবেশ করিবার ব্যয় অৰ্দ্ধমুদ্রা লাগিল। দ্বারদেশ পার হইয়া দেখি, একটি বিস্তৃত স্থলে অসংখ্য যুবক যুবতীর হাট বসিয়াছে। তাহার পার্শ্বস্থ গৃহে অনেক ব্যক্তি সুন্দরীর সঙ্গে কাফিভক্ষণে ও প্রেমোন্মত্তচিত্তে সুধাপানে প্রবৃত্ত আছে। পরস্পর শুনিলাম, যুবকগণ সকলেই বিদ্যালয়ের ছাত্র, যুবতীগণ ও Grisettes স্বেচ্ছাচারিণী ও রঙ্গরসে উন্মত্তা। বাদ্য বাজিয়া উঠিল, অমনি যুবক যুবতী হাত ধরাধরি করিয়া তালে তালে মণ্ডলাকারে ও পদোত্তলন পূর্ব্বক "কান্ কান্" নাচিতে লাগিল। কএকটী যুবতী হাসিতে হাসিতে আমাদিগের কাছে আসিয়া নৃত্য করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, কিন্তু আমরা নাচ জানি না এ কথা বলিবামাত্র তাঁহারা বড়ই দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেলেন। ঘুরিয়া ঘুরিয়া ও পা তুলিয়া অবিশ্রান্ত নাচ হইতে লাগিল। যুবক, যুবতীর হাত ধরিয়া একটু শ্রান্তি দূর করিতেছেন, আবার বাদ্য বাজিতেছে, আবার তাঁহারা সমান উৎসাহে

তালে তালে হাস্যমুখে প্রেমভরে গদ গদ হইয়া নৃত্য করিতেছেন। ফরাশীশ্‌গণের নীতিশিক্ষা, ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে। বিদ্যালয়ের যুবক ছাত্র-বৃন্দ কোথায় নীতিশিক্ষার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবে, না, অশিক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় দূষিতচরিত্রসম্পন্ন হইয়া বৈদেশিকগণের ঘৃণার পাত্র হইতেছে। দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের সঙ্গে যথেচ্ছ আমোদ প্রমোদে যুবক-গণের চরিত্র যে কত দূর কলুষিত হইতে পারে, তাহা ভারতবর্ষীয়গণের বুঝিবার শক্তি নাই। ইউরোপীয় সভ্যতায় সকল শোভা পায়! বিশেষতঃ ফরাশীশ্, সকল জাতিকেই জিতিয়াছেন। তাহাদের ধর্ম্মনীতি ক্রমেই সমাজ হইতে তিরোহিত হইতেছে। ইহাদের অধিকাংশ লোক ডুমা, বাল্‌জাক্ ও জোলার নবেল পাঠে ব্যগ্র। এ সকল গ্রন্থকারের পুস্তক পাঠে কেবল কুশিক্ষা হইয়া থাকে, সে জন্য সাধারণ ফরাশীশ্‌গণের মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞানসম্পন্ন প্রকৃত উন্নত চরিত্রের লোক বড় কম। ফরাশীশ-বৃহস্পতি অগস্ত কোমৎ-কৃত দর্শন গ্রন্থ বা তাঁহার মতাবলম্বী লিটারের Posi-tivist মতের গ্রন্থ সাধারণ ফ্রেঞ্চগণ একবারও

পড়িয়া দেখে না ; কিন্তু জর্ম্মণ ছাত্রবর্গ প্রায় সকলেই সচ্চরিত্র ও অতি উচ্চ ভাবে শিক্ষিত। তাঁহারা গম্ভীর প্রকৃতিসম্পন্ন এবং সামাজিক উন্নতির জন্য বিশেষ ব্যগ্র। তাঁহারা হিজেল ও সুপ্‌নারের গ্রন্থ পাঠে মনকে পবিত্র করিয়াছেন, কলুষিত ভাব তাঁহাদিগের চিত্ত হইতে দূরীভূত হইয়াছে। অশ্লীল গ্রন্থ ও অশ্লীল ছবি ফরাশীশ্‌গণ ক্রয় করিতে বিশেষ তৎপর। দোকানে প্রকাশ্যরূপে উলঙ্গ স্ত্রীমূর্ত্তি বিক্রীত হয়।

আমরা হোটেলে গিয়া শয়ন করিলাম। পর দিবস শুনিলাম, ভিকতর হ্যুগোর মৃত্যু হইয়াছে। এই বৃদ্ধ ব্যক্তি ফরাশীশ্‌জাতির সজীব কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন। ইনি আধুনিক কবিকুলের শিরোভূষণ, জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠ এবং দেশহিতৈষীর অগ্রগণ্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহাঁর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"পূর্ণ, হে যশস্বি, দেশ তোমার সুযশে" এবং বঙ্গ কবি যথার্থই কহিয়াছেন "অক্ষয় বৃক্ষের রূপে তব নাম রবে"। এখানে সকল লোকেই বলিতে লাগিল, ইহাঁর সমাধি ক্রিয়া অতি সমারোহের সহিত নির্ব্বাহ হইবে, এমন কি বোনাপার্ট বা বাগ্মি-শ্রেষ্ঠ গাম্বেটার সমাধি দিবসে

জন্য বড় ধুম ধাম হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহা অপেক্ষাও ভিক্তর হূগোর জন্য গবর্ণমেণ্ট বিশেষ সম্মান দেখাইবেন। আমাদিগের এক সপ্তাহ পারিসে থাকিবার কল্পনা ছিল; কিন্তু সকলেই ভিকতর হূগোর সমাধি সম্বন্ধীয় মহাসমারোহ ব্যাপার দেখিয়া যাইতে বলিলেন; এবং আমরাও সে জন্য পারিসে আর এক সপ্তাহ অবস্থিতি করিবার ইচ্ছা করিলাম। আমাদিগের গ্রাণ্ড হোটেলে এক সপ্তাহ থাকিবার কথা ছিল কিন্তু আর এক সপ্তাহ থাকিতে হইলে ব্যয় অত্যন্ত অধিক লাগিবে; বিশেষতঃ এখানে আমাদের অবস্থানবাটীতে ইংরাজী জানা ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় না, তাহাতেও বড় অসুখ বোধ হয়, এবং আলাপ পরিচয়ের যে একটী সুখ, তাহা হয় না, এই সকল বিবেচনা করিয়া এক সপ্তাহ পরেই অপর হোটেলে যাইবার গোপনে বন্দবস্ত করিলাম। এবারে হোটেল সেন্টপিটার্সবর্গে থাকিব এইরূপ স্থির হইল। এখানে অনেক ইংরাজ ও আমেরিকান ভদ্রলোক আসিয়া অবস্থিতি করিয়া থাকেন। এই হোটেলের তত্ত্বাবধারণ ভার একটী স্ত্রীলোকের উপর আছে। তিনি

মধুর ভাষিণী এবং অতি সৎস্বভাবসম্পন্না। আমি যে দিবস তাঁহার হোটেলে যাইব সে দিবসটী তাঁহাকে তৎপূর্ব্বদিবসে জানাইলাম।

পালের-এল নামক স্থানটী অতি সুদৃশ্য। আমরা বাহির হইতে এখানকার দোকান গুলি সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতে লাগিলাম। এতাদৃশ সুন্দর সাজান দোকান ভারতবর্ষের কোন স্থানে নাই কিন্তু এখানে অনেক ট্যাক্স দিতে হয় বলিয়া কোনও জিনিশের মূল্য সুলভ নহে। এমন কি একজন ইংরাজ আমাদিগকে বলিলেন যে, এই পারিসের বস্তুই লণ্ডনের দোকানে এখানকার অপেক্ষা অল্পমূল্যে পাওয়া যায়। পারিস প্রজা-তন্ত্র রাজ্যের প্রসিদ্ধ রাজধানী; এমন স্থানে যে দেশীয় বস্তু বিক্রয়ের অধিক কর দিতে হয়, ইহা অবশ্যই দুঃখের বিষয়। ফরাশীশ্ গণের মুখে যত দূর, কাজে তত দূর দেখা যায় না। এখানকার গবর্ণমেণ্টসংক্রান্ত সকল বাটীতেই স্পষ্টরূপে "স্বাধীনতা, সমানভাব, ভ্রাতৃভাব" এই তিনটী কথা লেখা আছে; কিন্তু কাজে দেখিতেছি, সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রজাতন্ত্রপক্ষ-লোকের সহিত কমুনিষ্টগণ সর্ব্বদা বিরোধ করিয়া থাকে।

কমুনিষ্টগণ গত কল্য রক্তবর্ণ পতাকা উড়াইয়া যাইতেছিল, তাহা দেখিয়া পুলিস আপত্যকারী হইলেন, তাহাতে দুই পক্ষে রক্তারক্তি খুন হইয়া গেল। শুনা যাইতেছে, ভিক্‌তর হুগোর সমাধি দিবার দিবস পুনর্ব্বার একটা গোলযোগ হইবে।

পারিশের মধ্যে মুসিক্লুনি একটী অতি প্রাচীন প্রাসাদ। ইহা রোমক সম্রাট ক্লোরস কন্‌ষ্টানটাইনের রাজবাটী ছিল এবং অন্য এক অংশ রোমক স্নানাগার ছিল। এ পর্য্যন্ত সেই রাজবাটীর ও সেই স্নানাগারের কিয়দংশ বর্ত্তমান আছে। মানবজাতি প্রথমে যে সকল প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা এই স্থানে সংরক্ষিত আছে। এই স্থানে পূর্ব্বকালের রোমক মৃন্ময় পাত্র, তাম্রফলকের লিপি, প্রাচীন কালের বিবিধ কাষ্ঠনির্ম্মিত ও ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্য, কাঁচের বস্তু ও চীনের বস্তু প্রভৃতি দেখিলাম। ইহার মধ্যে সেভারের পরসিলেনের কএকটী পুষ্পাধার অতি উৎকৃষ্ট। আমরা যে দিবস ভর্সেলস্ গমন করিয়াছিলাম, সেই দিবসে পথে সেভারের প্রসিদ্ধ পরসিলেনের বস্তুপ্রদর্শন গৃহ দেখিয়া আসিয়াছিলাম। ঐ স্থানে অতি

চমৎকার চিত্র করা পরসিলেনের পুষ্পাধার আছে। এই পুষ্পাধার ইউরোপীয় সম্রাটগণ অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমরা এক একটী বিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের পুষ্পাধার দেখিলাম। মুসিক্লুনিতে প্রবেশের জন্য কোন ব্যয় করিতে হয় না। এখানকার কর্ম্মচারিগণ অতি সজ্জন।

পারিসে গব্‌লিন টেপেষ্ট্রী নামক কার্পেটের উপর যে সকল ছবি বুনান হয়, তাহা বড় সুন্দর। ইহা বাজারে বিক্রীত হয় না; এ নিমিত্ত আমরা গবর্ণমেণ্টের কারখানায় এই বস্তু দেখিতে গমন করিয়াছিলাম। ভাল ভাল চিত্রকরের ছবি সকল কার্পেটের উপর শিল্পিগণ বুনিতেছে দেখিলাম। এ সকল ছবি গবর্ণমেণ্ট বিদেশীয় নৃপতিদিগকে উপঢৌকন দিবার নিমিত্ত প্রস্তুত করাইয়া থাকেন। এক এক খানি ঐরূপ গবলিন্ কার্পেটের ছবির মূল্য বিশ সহস্র মুদ্রারও অধিক হইয়া থাকে। ফরাশীশ্ শিল্পিগণের এই কার্য্যে আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখা যায়।

আমরা হোটেল ডি ইনভালিডশ নামক প্রাসাদে বোনাপার্টের সমাধি সন্দর্শন করিলাম। ইহার মধ্যের

গুম্বেজ গিল্‌টিকরা ও অতিসুন্দর। বোনাপার্ট সেণ্টঃ হেলেনায় বন্দীভাবে মৃত্যুকালে, নিজের মৃত দেহ ফরাশীশ্‌ লোকের মধ্যে এবং সীন নদীর তটে সমাহিত করা হয়, এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ফরাশীশ্‌ গবর্ণমেণ্ট সেই বীরবরের মৃত দেহ গ্রহণ করিয়া এই স্থানে তাহা যথোচিত সম্মানের সহিত সমাধিস্থ করিয়াছিলেন। সেই সমাধি এই গোল গুম্বজের নিম্নে আছে। ইহা অতি উৎকৃষ্টপ্রস্তরে নির্ম্মিত এবং দেখিতে বড় চমৎকার।

"মোর্গ" নামক একটী ছোট বাড়ী আছে। এই স্থানে কাঁচ দিয়া ঢাকা ঘরে, যে সকল অপরিচিত সাধারণ লোক হঠাৎ দৈবঘটনায় পথে মরিয়া যায়, তাহাদিগকে তাহাদের কোন আত্মীয়লোক গোর দিবার জন্য গ্রহণ করিবে, এই আশয়ে সজীবের ন্যায় শয়ন করাইয়া তিন দিবস রাখা হয়। আমরা এখানে চারিটী মৃত দেহ দেখিলাম। এই ভয়ানক দৃশ্যটী রাত্রে দেখিলে মৃতব্যক্তিগণের অবয়ব সমস্তরাত্র মনোমধ্যে উদিত ও অঙ্কিত হইয়া থাকে।

পারিসের জার্ডিন্ ডি প্লানটে নামক উদ্যান বিখ্যাত। এখানে নানাবিধ বিদেশীয় বৃক্ষ ও পশু পক্ষী আছে। জীবতত্ত্ববিৎ বফন এবং হম্‌বোল্‌ট্ এই উদ্যানের পশু ও বৃক্ষাদি সংগ্রহের জন্য অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। বারেন হাম্‌বোল্‌ট্ ৩০০০ সহস্র নূতন প্রকার বৃক্ষ সংগ্রহ করিয়া, তাহার বিবরণ-তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। জর্ম্মনগণ পারিস আক্রমণ করিলে নগরবাসিগণ নিরুপায় এবং ক্ষুধায় কাতর হইয়া এই স্থানের প্রায় সকল পশুপক্ষী আহার করিয়া ফেলিয়াছিল এবং বিপক্ষের গোলাবর্ষণে এই উদ্যানের যৎপরোনাস্তি ক্ষতি হইয়াছিল। সম্প্রতি এই উদ্যান পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছে এবং ইহাতে নূতন পশুপক্ষী নানা স্থান হইতে বহু ব্যয়ে আনীত হইয়া সংরক্ষিত হইয়াছে। উদ্যানের প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে কুভিয়ারের মূর্ত্তিসংযুক্ত একটী সুন্দর ফুয়ারায় জল উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। আমি এই বাগান হইতে আসিবার সময় সঙ্গী হারা হইয়া দুই পার্শ্বে কুকুরের গৃহের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। কুকুরগুলি দেওয়াল দেওয়া ঘেরা,

স্থানে বেড়াইতেছিল। এ সকল কুকুর অতি প্রকাণ্ড ও ভীষণদর্শন। আমাকে দেখিয়া তাহারা আক্রমণের চেষ্টা করিতে লাগিল; তাহা দেখিয়া আমি এই স্থান হইতে দ্রুতপদে পলায়ন করিলাম।

একটী গৃহে ষোড়শ লুই ও রাজ্ঞী মেরিএন্টনিটের সমাধি রহিয়াছে দেখিলাম। এই সমাধির উপরিভাগে হতভাগ্য লুই এবং পবিত্র চরিত্রা রাজ্ঞীর অর্দ্ধাকৃতি প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। দুরাত্মা সান্‌সন জল্লাদ গিলোটাইন যন্ত্রের দ্বারা তাঁহাদিগের মস্তক ছেদন করিয়াছিল। সেই ফরাশীশ্ প্রথম বিপ্লবের নিষ্ঠুর ঘটনা মনে করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ফরাশীশ মহাপ্রদর্শনীর সময় যে Trocadero প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইহা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ও অতি সুন্দর। গৃহের উপরে ধাতুনির্ম্মিত গিল্‌টী করা 'খ্যাতির' মনোহর মূর্ত্তি শোভিত আছে। এই গৃহের চারিদিকে বৃক্ষশোভিত উদ্যান বড় মনোরম্য। গ্রীষ্ম- কালের বেলা দুই প্রহরের সময় এস্থানে ভ্রমণ করিলে শরীর জুড়াইয়া যায় ও মন প্রফুল্ল হয়।

আমরা সেন্টপিটার্সবার্গ হোটেলে আসিয়া বিশেষ সুখ বোধ করিলাম। এখানে অনেক ইংরাজ ও আমেরিকান আসিয়া থাকেন। মেং ভি— একটী ইংরাজ, দুইটী কন্যার সঙ্গে আসিয়াছেন। আমার সঙ্গে সন্ধ্যার ভোজনের পর বিশ্রাম ঘরে মেং ভি—বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক আলাপ করিলেন। দেখিলাম, তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মে প্রগাঢ় ভক্তি আছে এবং খৃষ্টধর্ম্মে কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। ইহাঁর সঙ্গে একটী কামিনী আসিয়াছিলেন,তাঁহার সঙ্গেও আমার আলাপ হইল। ইনি বিলক্ষণ সুশিক্ষিতা। পূর্ব্বে ইহাঁর রোমান কাথলিক ধর্ম্মে বিলক্ষণ ভক্তি ছিল; এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থের অনুবাদ পাঠে বুদ্ধদেবের চরিত্রের উপর ভক্তি জন্মিয়াছে। আমি ইউরোপে থাকিয়া দেখিলাম,কেবল সাধারণকে দেখাইবার জন্যই অধিকাংশ লোক গির্জ্জায় গিয়া থাকে—বাস্তবিক অনেকেরই খৃষ্টধর্ম্মে আন্তরিক ভক্তি নাই। পারিসে খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি লোকের এমনি ভক্তি যে রবিবারে ধর্ম্ম-চর্চ্চা না করিয়া সেই দিবস দিবারাত্র নৃত্যগীত ও সুরাপানে অতিবাহিত করে। আমাকে এই স্থানে এক

জন আমোদপ্রিয় ইংরাজ চিকিৎসক বলিলেন যে, পারিসের মত লণ্ডনের লোকেরাও রবিবারে গির্জ্জার প্রতি সম্মান না দেখাইয়া আমোদপ্রমোদে অতিবাহিত করা সর্ব্বাংশে শ্রেয় বোধ করে। তিনি আরও বলিলেন গির্জ্জার সঙ্গীত ভিন্ন তাঁহাকে আর কিছুই ভাল লাগে না। এই হোটেলের সন্নিকট এবং রু অবর নামক স্থানের বাম ভাগে ইডেন নাট্যশালা। ইহার ভিতরের ও বাহিরের দৃশ্য বড়ই জাঁকাল। ঘরটী মুসলমানি ধরণে প্রস্তুত। চারিদিকে হাতীর মুখ এবং চারিদিকেই গিল্‌টী করা, দেখিবামাত্র স্থবর্ণখচিত বলিয়া বোধ হয়। এখানকার চেয়ার সকল মখমলে মোড়া এবং মখমলের পর্দ্দায় নাট্যশালার স্তম্ভনিচয় সুশোভিত। নাট্যালয়ের উপরিভাগে বারাণ্ডা, সেখানে দর্শকগণ বেড়াইয়া থাকেন। এখানকার সকল থিয়েটরের মধ্যেই কএকজন করিয়া বন্দুকধারী সৈন্য উপস্থিত থাকে। ইডেন নাট্যগৃহের দুই পার্শ্বে অনেক ফুলের গাছ টবে সাজান আছে এবং তাহার মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট টেবিলে মদ্য ও নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য বিক্রয়ার্থ স্থাপিত থাকে। মধুর ভাষিণী, সুহাসিনী, সুমুখী

ফরাশীশ ললনারা এখানে সুরা বিক্রয় করিয়া থাকে। এ স্থানে পুরুষগণ গমন করিলেই তাহারা ক্রেতৃগণকে কুহকে মুগ্ধ করিয়া অল্প মূল্যের বস্তু অধিক মূল্যে বিক্রয় করে। দুটী কামিনী আমাদিগকে ঐ বিশ্রাম-কুঞ্জে একটু বসিবার জন্য অনেক সাধ্যসাধনা করিল কিন্তু আমরা তাহাদের কথায় হাসিয়া নাট্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট আসন অধিকার করিয়া বসিয়া থাকিলাম। একটী কামিনী আসিয়া এক টুকুরা ফরাশীশ্ ভাষায় লিখিত চোতা কাগজ দিয়া গেল, তাহাতে নাট্যাভিনয়ের কথা লিখিত আছে। কিছুক্ষণ পরে ঐ কামিনী আসিয়া প্রদত্ত কাগজ খানির জন্য তাহার পারিশ্রমিক চাহিল। আমরা এদিক ওদিক চাহিয়া তাহাকে অর্দ্ধ ফ্রাঙ্ক দিলাম। ইউরোপে এইরূপ অনেক থিয়েটরে ভিক্ষা দিতে হয়।

নাট্যগৃহের আবরণ পট মদের, জুতার, কাপড়ের, খাদ্যদ্রব্যের এবং সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপনে পরিপূর্ণ। বিজ্ঞাপন দিবার এ নিয়ম বড় মন্দ নহে। অনেক লোকের এ বিজ্ঞাপন নয়নগোচর হইয়া থাকে। অভিনয় হইবার পূর্ব্বেই থিয়েটার দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ

হইল। অনেক সুবেশধারিণী কামিনী কেহ বা বেশ ভূষায়, কেহ বা সৌন্দর্য্যে, দর্শকগণের মন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনেক যুবক ক্ষুদ্র দূরবীক্ষণ দ্বারা দূর হইতে এক একটী কামিনীর রূপলাবণ্য প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইতেছেন। ফরাশীশ্‌গণের একেবারেই গাম্ভীর্য্য কাহাকে বলে, তাহার জ্ঞান নাই। আমোদ পাইলেই তাহারা উন্মত্ত হইয়া উঠে। কামিনী অনেক আসিয়াছেন, তাহার মধ্যে সুন্দরী ললনারও অভাব নাই, কিন্তু অনেক ফরাশীশ্‌ স্ত্রীলোকের যুবক-পুরুষের মত, মুখে গোঁপের রেখা দৃষ্ট হয়। কোন কোন বৃদ্ধাকে গোঁপে ও দাড়িতে কিম্ভুতকিমাকার দেখায়। এখানে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ কথা বার্ত্তা বলে না, কেবল অঙ্গভঙ্গীর দ্বারাই মনের ভাব প্রকাশ করে। ইহা দেখিতে বড় চমৎকার। রোমক-রাজ্ঞী মেসেলিনার বিষয় লইয়া অদ্যকার নাট্যক্রীড়া সম্পন্ন হইল। এরূপ জাঁক জমকের অভিনয় পৃথিবীর কোন থিয়েটরে সম্পন্ন হয় না। এক এক খানি নাটকের অভিনয় তিন মাস কাল প্রত্যহ হইয়া থাকে এবং একখানি নাটকের অভিনয়ের সাজসজ্জার

নিমিত্ত তিন লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয়িত হয়। নাট্যালয়ে নানা অলঙ্কারে বিভূষিত অশ্বত্রয় সংযোজিত রথারোহণে রোমক নৃপতি ও রাজ্ঞী, তৎসঙ্গে ২৪।২৫ জন কৃষ্ণবর্ণ ইথোপিয়াদেশীয় রমণী, বিবিধ পরিচ্ছদভূষিত বীর সেনাপতিগণ, অশ্বারোহী সৈন্য, এ সকল দেখিতে অতি চমৎকার। চিত্রপট গুলি যার পর নাই উৎকৃষ্ট। রাজবাটী, পর্ব্বত, কানন, গিরিগুহা, পার্ব্বতীয় জলপ্রপাত, পুষ্পবাটিকা প্রভৃতির চিত্রপট এমন সুন্দর যে দেখিবামাত্র সত্য বলিয়া বোধ হয়। একটী অঙ্কে একবারে সর্ব্বসমেত ৭০০ শত স্ত্রী পুরুষ অভিনয় করিবার জন্য রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইল। প্রথমে দুই দিক দিয়া নানাবেশধারী রোমক ও ইজিপ্ত দেশীয় সৈন্য আসিল, তৎপরে বিবিধ যন্ত্রবাদ্যকর, তাহার পর স্বর্গবিদ্যাধরীর ন্যায় সুরূপা ও বিবিধ বেশ ভূষণে ভূষিতা হাস্যমুখী চারি শত নর্ত্তকী, তাহাদের কেহ বীণা হস্তে, কেহ বা কৃত্রিম পুষ্প ও দ্রাক্ষালতা হস্তে, নানা যন্ত্রবাদ্যের সঙ্গে তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ করিল। রঙ্গালয়ের এই দৃশ্যটী যে কি পর্য্যন্ত অদ্ভুত তাহা একমুখে বর্ণন করিবার সাধ্য নাই।

এই নাট্য শেষ হইলে বোধ হইল, আমরা যেন একটী স্বপ্ন দেখিলাম। এই অদ্ভুত দৃশ্য চিরকাল আমাদিগের হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে।

কলিকাতায় উইলসন সাহেবের যেমন ঘোড়ার বাজী হইয়া থাকে, পারিসের হিপোড্রোমেও সেইমত ঘোড়ার নাচ হয়, তাহাও দেখিতে গিয়াছিলাম। উইলসনের সারকাস অপেক্ষা ইহা অনেক ভাল। ঘোড়াগুলি বিশেষ সুশিক্ষিত। দুটী হস্তীর তামাসা বড় আমোদজনক হইয়াছিল। তাহারা তিন চাকার গাড়িতে উঠিয়া বেড়াইল এবং টেবিলের নিকট উপবেশন করিয়া খানা খাইল। এই সকল তামাসা দেখিতে সাধারণ লোকেরই অধিক সমাগম হইয়া থাকে।

ভিক্তর হ্যুগোর সমাধি দিবার দিন ক্রমেই নিকট হইল। কবির প্রতিমূর্ত্তি অতি অল্পমূল্যে পথে পথে অসংখ্য অসংখ্য বিক্রীত হইতে লাগিল। আমরা কবির বাটীর দ্বারদেশে গিয়া এক খানি খাতায় নাম লিখিয়া দিয়া আসিলাম। এখন ফরাশীশ্গণের মুখে ভিকতর হুগো ভিন্ন আর কোন কথাই নাই। যাহারা

হূগোর গ্রন্থ কখন চক্ষেও দেখে নাই, সেই সকল সাধারণ লোকও তাঁহার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছে। ভিক্তর হূগোর কাব্য, নাটক, উপন্যাস সমস্তই গভীর-চিন্তাপ্রসূত, সাধারণ অর্দ্ধশিক্ষিত লোক তৎসমুদায়ে দন্তস্ফুট করিতেও পারে না; কিন্তু ফরাশীশগণ হুজুকে, তাই দশ জন একটী লোককে আদর করিলে সেই সঙ্গে সকলেই সেই ব্যক্তির গুণগান করে। গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষগণ স্থির করিলেন যে ভিক্তর হূগোকে সমাধি দিবার পূর্ব্বে Arc de Triomphe নামক তোরণের মধ্যে দুই দিবস বিশেষ সজ্জার সহিত রাখা হইবে। এই সম্বাদে সকল লোকই আনন্দিত হইল। তোরণটী শত শত লোকে সাজাইতে আরম্ভ করিল। এক জন ফরাশীশ্ বাগ্মী বক্তৃতার দ্বারা প্রকাশ করিলেন যে, এই স্থানে ভিক্তর হূগোকে রাখা অযুক্ত। কেন না, এই তোরণের নীচে দিয়া জর্ম্মন সৈন্য বিজয়-পতাকা উড্ডীন করতঃ পারিসে প্রবেশ করিয়াছিল। পুনরায় আর এক জন বলিলেন, জর্ম্মনগণকে এই সমারোহ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করা হইবে না। পারিসবাসী জর্ম্মনগণ আপনাদের বিরুদ্ধে ঐ সকল কথা

শুনিয়া বড়ই বিরক্ত হইলেন কিন্তু ফরাশীশ্ গবর্ণমেণ্ট, জর্ম্মনগণ যে কার্য্যে অপমান বোধ করিবেন, সে বিষয়ে সম্মত হওয়া অসঙ্গত বিবেচনা করিলেন। কাযেই জর্ম্মন্ দিগের বিরুদ্ধে যে যাহা বলিল, সে সকল বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণ মনোযোগ করিলেন না।

আমরা এক দিবস প্রাতে ৯টার সময় কুক্ কোং সঙ্গে বন্দবস্ত করিয়া ফঁটাব্লো দেখিতে যাত্রা করিলাম। উহা পারিসের ২০ ক্রোশ ব্যবধানে স্থিত। প্রথমে গাড়িতে উঠিয়া Gare de Lyon ট্রেনে ফঁটাব্লো ষ্টেসনে গমন করিলাম। ষ্টেসন হইতে নগর বড় দূর নহে। একখানি অম্‌নিবসে উঠিয়া কতক গুলি ইংরাজ ও আমেরিকান সহযাত্রীর সঙ্গে নগরে পৌছিলাম। প্রথমে একটী হোটেলে গিয়া উত্তম রূপ আহার করা গেল, তৎপরে পুরাতন রাজপ্রাসাদ দেখিতে গেলাম। আমাদিগের গাইড, রাজবাটীর সম্মুখে তাহার ইতিবৃত্ত বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা করিলেন। ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে এই রাজভবন নৃপতি প্রথম ফ্রান্সিসের অনুজ্ঞায় প্রস্তুত হয়। তিনি ইতালীয় বিখ্যাত শিল্পিগণের দ্বারা এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ

করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুরোধ ক্রমে বিখ্যাত মাইকেল এনজিলো, লিয়নার্ডো, প্রিমাটিসীও এবং জুইলিও রোমানো, এই প্রাসাদে আসিয়াছিলেন। নৃপতি চতুর্থ হেনেরি এই প্রাসাদের কোন কোন অংশ নূতন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন ইহার সংস্কার কার্য্য এবং রাজবাটীর মধ্যে একটী নাট্যালয় স্থাপন করেন। সুইডেনের রাজ্ঞী ক্রিশ্চানিয়া এই স্থান হইতে তাঁহার মন্ত্রী মনালডেস্কীর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। বোনাপার্টের জীবনের অনেক গুলি ঘটনা এই স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি এই ঘরের যে টেবিলে বসিয়া রাজ্যশাসন ভার হইতে ক্ষান্ত হইবার কাগজ স্বাক্ষর করেন, সেই স্বাক্ষর পত্র ও টেবিলটী দেখিলাম। তিনি ঐ কাগজ স্বাক্ষর সময়ে বিরক্ত হইয়া টেবিলে যে ছুরিকাঘাত করিয়াছিলেন, তাহার দাগ বর্ত্তমান আছে। (বোনাপার্ট পোপ সপ্তম পাইয়সকে এই প্রাসাদে বন্দী করিয়া রাখেন। তাঁহার অপরাধ এই যে, বোনাপার্টের স্ত্রী-বর্ত্তমানে দ্বিতীয়বার বিবাহের সম্মতি দেন নাই। পরে যখন তিনি নৃপতিকে দ্বিতীয়বার পরিণয়ের ব্যবস্থা

দিলেন, সেই সময়ে অব্যাহতি পাইলেন। বোনাপার্ট দুর্ভাগা রাজ্ঞী জোসেফাইনকে এই স্থানে চিরদিনের জন্য বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিয়া লোক সমাজে নিন্দার পাত্র হইয়াছিলেন।

রাজবাটী সংক্রান্ত গির্জ্জাটী বড় সুন্দর। ইহা করাশীশ্ চিত্রকরের দ্বারা সুন্দররূপে চিত্রিত। এই ধর্ম্মালয়ে পঞ্চদশ লুইয়ের বিবাহ হইয়াছিল এবং এই স্থানে তৃতীয় নেপোলিয়ন দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বোনাপার্টের পুস্তকালয়, তাঁহার সময় যে অবস্থায় ছিল, ঠিক সেই মত সাজান রহিয়াছে। তাঁহার স্নানাগারটী ছোট বটে; পরন্তু তাহার সমুদয় ভিত্তি উৎকৃষ্ট সাটীনের দ্বারা সজ্জিত। জোসেফাইন ও বোনাপার্টের বসিবার ঘর ও শয়নের প্রকোষ্ঠ দেখিয়া বোধ হইল,.যেন তাঁহারা অবিলম্বে সকলেই গৃহপরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিয়াছেন।

রাজবাটী সংক্রান্ত উদ্যান অতি মনোরম্য। পুষ্করণীটী অতি পুরাতন এবং জল অতি পরিষ্কার। এখানে একশত বৎসরের অধিক কালের বড় বড় কার্প মৎস্য আছে। জলের মধ্যে একটী গৃহ নির্ম্মিত আছে;

তাঁহাতে গোপনে রাজমন্ত্রিগণ নৃপতির সঙ্গে পরামর্শ করিতেন। আমরা রাজবাটী ও উদ্যান দর্শন করতঃ গাড়িতে উঠিয়া ফঁটাব্লোর বনবিভাগ প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে চলিলাম। এস্থানের পর্ব্বত, কন্দর, উৎস, ও বনরাজি প্রভৃতি সমুদায়ই নয়নানন্দজনক। এখানে ফরাশীশ্ নৃপতিগণ মৃগয়া করিতে আগমন করিতেন। বনের মধ্যে অনেক রকম নূতন নূতন নবপল্লবশোভিত বৃক্ষ দেখিলাম। এই সকল দেখিতে দেখিতে রেলওয়ে ষ্টেসনে পৌছিলাম এবং তথা হইতে সন্ধ্যার সময় পারিসে আসিলাম।

ভিক্‌তর হুগোর মৃতদেহ সমাধি দিবার পূর্ব্বে অতি সমারোহের সহিত Arc de Triomphe মধ্যে একখানি কৃষ্ণ বর্ণ সাটীনের কাপড়ে আবৃত সিংহাসনোপরি রাখা হইল। আমরা তাঁহার সেই পবিত্র মূর্ত্তি দেখিবার জন্য তীর্থযাত্রীর ন্যায় গমন করিলাম। সাঁ এলিসে হইতে লোকের এত জনতা যে, সহজে তাহার মধ্যে প্রবেশ করা কঠিন বিবেচনা হইল। পরে আমাদিগের গাইডের সাহায্যে ঠেলাঠেলি করিয়া মহাকষ্টে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বিজয়তোরণের নিকটে

আসিয়া কবিবরের দিব্যমূর্ত্তি নয়ন ভরিয়া দেখিলাম। হ্যুগো সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব কিন্তু তিনি ধনী ছিলেন না। পরে পুস্তক লিখিয়া অনেক অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি আপন গৌরব বুঝিতেন এবং মৃত্যুর পর তাঁহাকে যে করাশীশ্ জাতি বিশেষ সম্মান করিবে, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এ সুসভ্য জনপদে বিদ্যার এতদুর গৌরব যে অদ্য ফরাশীশগণ নৃপআজ্ঞায় নির্ব্বাসিত, অপমানিত, আধুনিক কবিকুলের দর্পখর্ব্বকারী ভিক্তর হুগোকে মুকুটধারী সম্রাট্ অপেক্ষাও সম্মান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কবির মৃত দেহ সকলে ভক্তি সহকারে বন্দনা করিতেছে। দেশ বিদেশের লোক অদ্য তাঁহার এ নূতন সজ্জা, সজল নেত্রে দেখিতে আসিতেছে। পথের দুই ধারের দীপাধার পর্য্যন্ত শোকসূচক চিহ্ন ধারণ করিয়াছে। সে গুলিতে কাল ক্রেপ্ মোড়া হইয়াছে।

(১লা জুন সোমবার পারিসে মহামহোৎসব উপস্থিত। ভিক্তর হ্যুগোর অদ্য সমাধি হইবে।) রজনী প্রভাত হইবামাত্র চারিদিক জনকোলাহলে পূর্ণ হইল। কবির মৃত্যুজন্য সকলেই দুঃখিত; কিন্তু দুঃখ

সত্ত্বেও আজি তাঁহাকে সম্রাট অপেক্ষাও সম্মানের সহিত সমাধি দেওয়া হইবে; এজন্য সকলের হৃদয় যারপর নাই প্রফুল্ল হইয়াছে। তাঁহাকে "পান-থিয়নে" দেবতার ন্যায় সম্মানে প্রোথিত করা হইবে, স্থির হইল। পূর্ব্বে এই পান্থিয়নে ভলটিয়ার, রুসো ও মিরাবু প্রভৃতি ফ্রান্সের ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে সমাধি দেওয়া হইয়াছিল; অদ্য আবার ভিক্তর হুগোর জন্য সেই মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে।

আমরা পূর্ব্বেই অনেক উদ্যোগে এই মহৎ ব্যাপার স্বচক্ষে উত্তমরূপ দেখিবার জন্য সাঁএলিসে হোটেল মেয়ারবারের সর্ব্বোচ্চ ঘরের সম্মুখের বারেণ্ডাস্থিত বসিবার আসন ঠিক করিয়া আসিয়াছিলাম। অদ্য যে যে স্থান দিয়া কবিবরের মৃত দেহ সমাধি দিতে লইয়া যাওয়া হইবে, সেই সেই স্থানের গৃহস্বামীর ভারি লাভ দেখা যাইতেছে। যাঁহাদের কিছু সঙ্গতি আছে, তাঁহারা এই ব্যাপার ভাল করিয়া দেখিবার জন্য এক একটী বারেণ্ডার আসন ৫০।৬০, টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়া পূর্ব্বেই অধিকার করিয়াছিলেন। আমাদিগকেও হোটেলের বারাণ্ডার আসন

ক্রয় করিতে প্রত্যেককে ১৩৲টাকা করিয়া লাগিয়াছে। পূর্ব্বেই আমরা টীকিট ক্রয় করিয়াছিলাম, নতুবা অদ্য সেই মত স্থানের জন্য আমাদের প্রত্যেককে ৩০।৪০, টাকা দিতে হইত। আমাদিগের পরিচিত একটী আমেরিকান যুবক আমাদিগের পশ্চাৎ ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া এই ব্যাপার দেখিবার নিমিত্ত হোটেল স্বামীকে অদ্য ৩০ টাকা দিলেন। আমরা স্নান করিয়া চা পান করতঃ ৯টার সময় অসংখ্য লোকের জনতার মধ্য দিয়া কষ্টশ্রেষ্ঠে হোটেল মেয়ারবারে গিয়া প্রবেশ করিলাম। ইহার মধ্যেই পথে, হোটেলে ও দোকানের গবাক্ষ দ্বারে অসংখ্য লোক উপস্থিত হইয়াছে। কে কাহাকে দেখে! পথে ঠেলাঠেলী হুড়াহুড়ির আর শেষ নাই। আমরা এই হোটেলে ১০ টার পূর্ব্বেই আহারাদি করিলাম। অদ্য সুযোগ পাইয়া হোটেল স্বামী খাদ্যদ্রবের মূল্যও বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। আমাকে এক জন ইংরাজ বলিলেন, এরূপ এক এক জন করাশীশ বড় লোকের মধ্যে মধ্যে মৃত্যু হইলে, পারিসের ব্যবসায়ীগণের জিনিসপত্র বিক্রয়ের লাভের সীমা থাকিবে না।

আমরা ও আমাদিগের হোটেলের দুটী ফরাশীশ ললনা হোটেল গৃহের একভাগে পথের দিকের ছোট বারাণ্ডা অধিকার করিয়া দাঁড়াইলাম। এস্থানটী বড় অপ্রশস্ত, ঘুরিবার ফিরিবার স্থান নাই। আবার এত উচ্চ যে নীচের দিকে তাকাইয়া দেখিতে হইলে মাথা ঘুরিয়া উঠে। এক জন ফরাশীশ ভদ্রলোক আমাদিগের নিকটস্থ অন্য এক গবাক্ষের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া নীচের দিকে তাকাইয়া বলিলেন "আমার এস্থানে দণ্ডায়মান থাকা ঘটিবে না, নীচে দেখিবা-মাত্র আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিয়াছে"। এই বলিয়া তিনি ঘরের মধ্যে গিয়া গবাক্ষদ্বারের এক চৌকিতে বসিয়া থাকিলেন। সম্মুখে সানএলিসে এবং অতঃপ-দূরে দক্ষিণ ভাগে Arc de Triomphe তোরণ; পথের দুই ধারে অসংখ্য অসংখ্য স্ত্রী ও পুরুষ নানা-বিধবেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পার্শ্বস্থ প্রমোদবন-মধ্যে, চেশ্‌নট্‌ বৃক্ষের শাখায়, পথের দু-ধারে কাষ্ঠ নির্ম্মিত মঞ্চে ও বাটীর উপর কত লোক যে রহিয়াছে তাহার গণনা হয় না। আমি কোনও কালে একস্থানে এত লোকের সমাগম দেখি নাই। বেলা ১১ টা বাজিল।

প্রভাতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, এক্ষণে যেন কবির সম্মান রক্ষার্থ সবিতা প্রসন্নমূর্ত্তি ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিকে তাঁহার উজ্জ্বল দীধিতি বিকাশ করিলেন। ১১টার সময় তোপধ্বনি হইল। নিয়ম হইল, যতক্ষণ এই মহাব্যাপার সমাধা না হইবে, ততক্ষণ অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর Hotel des Invalides হইতে ২১টী করিয়া তোপধ্বনি হইবে। পরে ব্যাণ্ড Chopins' Marche Funibre বাদ্য আরব্ধ হইল। এই সময় কবিবর হ্যূগোর মৃতদেহ তোরণের সিংহাসন হইতে তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতুপুত্র এবং মসুরলকরয় অবতরণ করাইয়া শকটস্থ বাক্সে রাখিলেন। পূর্ব্বের মৃদু মধুর বাদ্য থামিল, হঠাৎ সমর বাদ্য বাজিয়া উঠিল। প্রথমে এক দল সৈনিক বাদ্যকর "লামার সেলস্" নামক বীর-করুণ-রসাত্মক সঙ্গীত নানাবিধ যন্ত্রসহযোগে বাজাইতে বাজাইতে চলিল। সহস্র সহস্র তিন বর্ণের ফরাশীশ-প্রজাতন্ত্রের পতাকা, কাল ক্রেপের দ্বারা মণ্ডিত হইয়া শোকচিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক বিচিত্র পরিচ্ছদধারী সৈনিক পুরুষের হস্তে পত পত শব্দে উড়িতে উড়িতে চলিল। পথের দুই ধারে

এবং মধ্যে মধ্যে দলবদ্ধ হইয়া অশ্বারোহী ও পদাতিক ও তাহাদিগের দলের বাদ্যকরগণ, বালকসৈন্যদল ও বালক বাদ্যকর, ক্রমান্বয়ে একলক্ষাধিক ব্যক্তি চলিতে লাগিল। সামান্য ঘোটকে একখানি সাধারণ গাড়িতে কবির মৃতদেহ-সংরক্ষিত আধারটী টানিতে লাগিল। কতক গুলি গরিব লোক তাহার চতুঃপার্শ্ব বেষ্টন করিয়া চলিল। মৃত্যুকালে কবিবর এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার Coffin শব-বাক্স ও শকট কোনপ্রকার বস্তুর দ্বারা শোভিত করা হইবে না এবং তাঁহার মৃতদেহের সঙ্গে কতক গুলি দরিদ্র লোক যাইবে। এই সঙ্গে শোকাকুল চিত্তে কবির পুত্র জর্জ হ্যুগোও চলিয়াছেন। এই গাড়ি খানির পশ্চাতে পশ্চাতে কৃষ্ণবর্ণ কাপড়ে অতি উত্তম সজ্জিত অশ্বদ্বয়যুক্ত অন্য একখানি শকট চলিয়াছে। যে গাড়ি খানি কবির দেহ বহন করিতেছে, তাহার অগ্রে এগার খানি সজ্জিত শকট৫০০০সহস্র পুষ্পহার বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। প্রথম গাড়ি খানি ছয়টি সুসজ্জিত অশ্বে বহমান। অবশিষ্ট ১০ দশ খানি পুষ্পরথ চারিটি করিয়া ঘোড়ায় বহন করিতেছে।

এই সকল পুষ্পহার নানাদেশীয় ও বিদ্বজ্জনগণের সভা হইতে কবির সম্মানার্থ প্রেরিত হইয়াছে। এই সকল পুষ্পহার বিশাল ও অতি মূল্যবান্। এক এক গাছি মালা দেখিতে অতিসুন্দর এবং তাহার মূল্যও বড় কম নহে। বোধ হয়, এক এক গাছি মালার ২০০৲ শত টাকা পর্য্যন্ত মূল্য হইতে পারে। এই সমারোহের মধ্যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার, ব্যবহারজীবী, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, শিল্পশাস্ত্রদর্শী ও নাট্যশাস্ত্রবেত্তা অনেক মহোদয় কবিবরের মৃতদেহের সঙ্গে দলবদ্ধ হইয়া চলিয়াছেন। আজ্ তাঁহাদিগের শিরোভূষণ ও বর্ত্তমান কবিকুলের গৌরবস্থল হ্যুগো পৃথিবীর নিকট চিরকালের মত বিদায় গ্রহণ করিয়া গমন করিলেন! তাঁহার চিন্তাপ্রসূত গ্রন্থাবলী অক্ষয় কীর্ত্তিস্বরূপ বিরাজমান থাকিল বটে; কিন্তু এ ভূমণ্ডলে কে আর "লাএনি টেরিবেলের" কবিতার ন্যায় স্বর্গীয় সঙ্গীত ফরাশীশ জাতিকে শুনাইবে? মখমল ও সাটীনের কারুকার্য্যবিশিষ্ট সহস্র সহস্র আধার পুষ্পগুচ্ছশোভিত করিয়া নানাস্থানীয় ছাত্র ও পণ্ডিত তাহা বহন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। এই

সকল পুষ্পাধার অতি সুন্দর। অনেক জাতীয় লোক পুষ্পমাল্য বহন করিয়া কবির সম্মান বর্দ্ধনার্থ গমন করিতে লাগিল। আরবগণও তাঁহাকে সম্মানিত করিবার জন্য পুষ্পমালা লইয়া এই সমারোহে যোগ-দান করিল।

কমুনিস্টগণ এই মহদ্ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিল এবং তাহারা কোনপ্রকার বিরুদ্ধাচরণ করে নাই। এই ব্যাপারের মধ্যে কোন দর্শক আমোদ করিয়া একটী পিস্তল ছাড়িয়াছিল, তাহাতে কমুনিষ্টগণ যুদ্ধ করিতে আসিতেছে এই ভাবিয়া পথের দুই ধারের কোন কোন লোক পলায়নের উদ্যোগ করিল এবং কাষ্ঠমঞ্চ হইতে একটী কামিনী ভীতা হইয়া তাহার নিম্নস্থ ফুয়ারার জলাধারে ধপ্ করিয়া পড়িয়া গেল। তাহার বিপদ দেখিয়া বড় দুঃখিত হইলাম; কিন্তু চতুর্দ্দিকের লোক তাহাকে জলসিক্ত হইয়া উঠিতে দেখিয়া "হো হো" শব্দে হাসিয়া উঠিল। আমরা ৬।৭ ঘণ্টা ক্রমাগত এই মহদ্ব্যাপার দেখিয়াছিলাম। পরে পানথিয়নে কবিবরের সমাধিকর্ম্ম দেখিবার ইচ্ছা হইলেও সেখানে লোকের অত্যন্ত ভীড় হওয়ায়

যাইতে পারিলাম না। ভিক্‌তর হ্যুগোকে সমাধিস্থ করিবার পূর্ব্বে পানথিয়নে অনেক বিচক্ষণ মহোদয় কবির গুণাবলী বর্ণন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

আমরা দুই সপ্তাহ পারিসে বাস করিয়া লণ্ডনে যাত্রা করিলাম। এই দুই সপ্তাহ পারিসের আমোদ প্রমোদে যেন দুই দিবস বলিয়া বোধ হইয়াছিল। আমাদিগের দীর্ঘকাল অবস্থিতিজন্য কিছুমাত্র বিরক্তিবোধ হয় নাই। সেণ্টপিটার্সবর্গ হোটেলে অনেক ইংরাজের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল; তাহাদের মধ্যে মেংভিও এস, বড় ভাল লোক। ফল, তাঁহাদিগের সদ্‌ব্যবহার চিরদিন মনে থাকিবে। হোটেল পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় তথাকার ভৃত্যগণ সকলেই দুঃখিত হইল; তাহাতে বুঝিলাম, তাহারা আমাদিগের বিশেষ বাধ্য হইয়াছিল। ইহারা বড় বিশ্বাসী। আমরা হোটেলে ঘরের মধ্যে টেবিলের উপর মূল্যবান্ বস্তু ফেলিয়া রাখিতাম, কেহ তাহা স্পর্শও করিত না।

তৃতীয় অংশ।

লণ্ডন।

প্রথম অধ্যায়।

লণ্ডন সহর—ইংরাজ-জাতি—হাইড্‌পার্ক—বকিংহাম পালেশ ও রাজপরিবার।

"England is a Garden. Under an ash colored sky, the fields have been combed and rolled till they appear to have been finished with a pencil instead of a plough. The solidity of the structures that compose the towns speaks the industry of ages. Nothing is left as it was made. Rivers, hills, valleys, the sea itself feel the hand of a master."

R. W. EMERSON.

আমরা অমরাবতীসদৃশ পারিস নগর প্রাতে ৮টার সময় পরিত্যাগ করিয়া ক্যালেডোবার হইয়া বৈকালে

বেলা ৭ টার সময় লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। ট্রেন হইতে অবতরণ করিয়া দেখি, আমাদিগের জন্য পূর্ব্বের সংবাদ অনুসারে কুক্ কোং আফিসের একটী লোক প্রতীক্ষা করিতেছে। আমরা তাহাকে পাইয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম। সে ব্যক্তি আমার আত্মীয়ের সঙ্গে রেলওয়ে আফিসের সংলগ্ন Custom House ঘরে আমাদিগের বাক্স সকল পরীক্ষা জন্য লইয়া গেল। ইতালী ও ফ্রান্স্ অপেক্ষা এখানে জিনিষ পত্র পরীক্ষা করিবার বড় ধরাধরি। বাক্স গুলি খুলিয়া জিনিষ পত্র সকল লণ্ড ভণ্ড করিয়া ফেলিল, পরে কর্ম্মচারিগণ বাক্স গুলি ছাড়িয়া দিল। পরে আমাদিগের সঙ্গী এক খানি ক্যাব্ গাড়ি করিয়া আমাদিগকে লইয়া চলিল। রেনল্ডের নবেলে বালককালে লণ্ডনের বর্ণনা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম; অদ্য সেই মহানগর লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছিলাম। লণ্ডনের সঙ্গে আমাদিগের বিশেষ সম্পর্ক আছে; কাযেই ইউরোপের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা লণ্ডনে আসিয়া আমাদিগের খালি সহর দেখা নহে—এখানকার লোকের আন্তরিক ভাব, সামাজিক অবস্থা, রাজ-

নৈতিক আন্দোলন, বিদ্যা ও বুদ্ধি প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিষয় গুলি ভাল করিয়া দেখিবার ইচ্ছা হইল। লণ্ডনের ক্যাব্‌গাড়ি মন্দ নহে। ইহা আমাদিগের দেশের সাধারণ পাল্কি গাড়ি অপেক্ষা অনেক ভাল। এখানে ঠিকা গাড়ির মধ্যে ক্যাব্‌গাড়ির সংখ্যাই অধিক। দুই চাকার 'হ্যানসম' গাড়িও আছে, ইহাতে দুই ব্যক্তি সচ্ছন্দে যাইতে পারে। গাড়িতে উঠিয়া রাস্তার দুই ধারে লোক দেখিতে দেখিতে অল্প সময়ের মধ্যেই St. George's Street, Pimlico নামক স্থানের দুই ধারের প্রাসাদশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এটী লণ্ডনের মধ্যস্থলে স্থিত এবং এই স্থানে বহুতর সম্ভ্রান্ত লোক বাস করিয়া থাকেন। এখানে সাধারণ লোকের গতিবিধি অল্প; তজ্জন্য এস্থানটী জনকোলাহলশূন্য। রাস্তা গুলি প্রশস্ত এবং তাহার দুই ধারে একই রকমের উচ্চ সৌধশ্রেণী শোভমান। নম্বর দেওয়া প্রত্যেক গৃহে থামওয়ালা এক একটী করিয়া প্রবেশ দ্বার আছে। আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র্য গৃহের দ্বারে পৌছিলেই গাড়ির শব্দ শুনিবামাত্র বাটীর গৃহিণী আসিয়া আমাদিগকে লইয়া গেলেন এবং

একটী শয়নের ঘর ও একটী বসিবার ঘর দেখাইয়া দিলেন। আমরা যেমন ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তেমনিই একটি ভদ্রপরিবারের সঙ্গে একত্রে বাস করিতে পাইলাম। বাটীর কর্ত্রী, তাঁহার স্বামী, এবং কএকটী সুশীল পুত্র, এই কএকটি বাটীর একাংশে বাস করেন; ইহা ভিন্ন আর একটি উকিল ও বম্বে প্রদেশ হইতে আগত আমাদিগের মত ছুটি ভ্রমণকারী ভদ্রলোকও এখানে বাস করিতেছেন। আমরা বম্বের মেং কে মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ করিয়া বড় সুখী হইলাম। ইনি বড় স্বদেশহিতৈষী ও উৎসাহী। ইনি প্রকাশ্য ভাবে আত্মীয়স্বজনদিগকে জ্ঞাত করিয়া ইউরোপ দেখিতে আসিয়াছেন, বাটীতে ফিরিয়া গেলে কেহ ইহাঁকে সমাজচ্যুত করিবে না। (বম্বের লোক আমাদিগের বাঙ্গালার লোক অপেক্ষা অনেকাংশে কুসংস্কারবিহীন হইয়াছে।) বাঙ্গালীরা কেবল জাতি মারিতে ও দলাদলী করিতে বিশেষ দক্ষ। ইহারা কিসে দেশের হিত হয় তাহা একবারও ভাবিয়া দেখে না। বাটীতে থাকিয়া মদ্য মাংস খাইবে, কুক্রিয়ার এক শেষ করিবে, তথাপি বাঙ্গালীসমাজ তাহাতে

একটি কথাও বলিবে না ; কিন্তু যদি কেহ বিদ্যা-শিক্ষার জন্য অথবা মানসিক-উন্নতি-সাধন জন্য ইউরোপে যায়, তবে আর আমাদিগের দেশের লোক তাহাকে কোনও প্রকারে সমাজমধ্যে গ্রহণ করিবে না। ইহা অনল্পক্ষোভের বিষয় নহে। ইহাতে দেশের যে কত অমঙ্গল হইতেছে, তাহা আর লিখিয়া কি জানাইব। আমরা যে সুপণ্ডিত বিহারীলাল বাবু, রমেশ বাবু, আনন্দমোহন বাবু, সুরেন্দ্র বাবু প্রভৃতিকে সমাজ হইতে বাহির করিয়া দিতেছি, ইহাতে কি আমাদিগের একটা বিশেষ ক্ষতি হইতেছে না ? আক্ষেপ করিয়া আর কি করিব, উহাতে বঙ্গদেশের উন্নতির পথে কণ্টক প্রদান করা হইতেছে এবং তাহাই কৃতবিদ্যগণ স্বচক্ষে দেখিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, ইহা সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে।

আমরা কয়েক দিবস সহর দেখিতে বহির্গত হইয়াছিলাম। পারিশ অপেক্ষা লণ্ডন আয়তনে বৃহৎ কিন্তু নগরিশোভায় পারিস দেখিতে এত উৎকৃষ্ট যে, তাহার সঙ্গে লণ্ডনের তুলনাই হয় না। এখানে বৃহৎ

বৃহৎ সৌধশ্রেণী আছে, কিন্তু সেগুলি সমুদয় কয়লার ধূমে একবারে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে। পার্লিয়ামেণ্ট গৃহ ও ওয়েষ্টমিনিষ্টার আবি প্রভৃতি অতি সুন্দররূপে নির্ম্মিত কিন্তু কয়লার ধূমে তাহার বাহ্যশোভা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখানে বড় বড় হোটেলের অভাব নাই। গ্রাণ্ড হোটেল, আলেকজান্দ্রা, চারিংক্রশ প্রভৃতি হোটেলের বাটী অতি বৃহৎ এবং দেখিতেও সুন্দর। বিশেষতঃ Hotel Metropole নামক যে একটী নূতন হোটেল খুলিয়াছে, সেটী পারিশের গ্রাণ্ড হোটেলের মত উৎকৃষ্ট। এক এক পল্লীতে সেই স্থানের লোকের বেড়াইবার জন্য এক একটী করিয়া পার্ক উদ্যান আছে, সে গুলি সুন্দর সুন্দর বৃক্ষে পরিশোভিত এবং তাহার মধ্যে উপবেশনের আসন গুলিও উৎকৃষ্ট। নগরের জনতা ও অট্টালিকাশ্রেণী পরিত্যাগ করিয়া এই সকল বাগানে আসিয়া বসিলে ও বেড়াইলে মন বড়ই প্রফুল্ল হয়। দুই প্রহরের সময় লিডিন হল ষ্ট্রীট, পিকাডিলি, ফ্লিট্‌ষ্ট্রীট, ষ্ট্রাণ্ড প্রভৃতি পথে জনতা ও গাড়ি ঘোড়ার গতায়াত দেখিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। পথের দুই ধারের ফুটপাথে যে

কত অসংখ্য লোক সজোরে পদক্ষেপ করিয়া আপন আপন কর্ম্মে গমন করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই এবং দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কেহ কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছে না, সকলেই হুশ্ হুশ্ করিয়া যাইতেছে। একটী লোকেরও মুখে আলস্যভাব দেখা যায় না, সকলেই আপন আপন কাযে চলিয়াছে। পথে যে কত গাড়ি যাইতেছে তাহার আর সংখ্যা নাই। ইহা ভিন্ন লোকে অমনিবস্, ট্রাম, সুড়ঙ্গরেলে ও অন্য রেলওয়ে গাড়ীতে গমনাগমন করিতেছে। এই সহরে যে কত লোক মধুমক্ষিকার মত আছে, তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। অসংখ্য অট্টালিকা, লাগালাগি জমাট হইয়া আছে। কে কোথায় থাকে, কেহই তাহার সন্ধান রাখে না। এমন কি, এক ঘরের লোক অপর ঘরের লোককে চিনে না।

লণ্ডনের লোক খোশ্ গল্পে কি বাজে কথায় সময় কাটায় না। কাযের কথায় ও কাযের উদ্যোগেই তাঁহাদের সময়ক্ষেপ হয়। ইংরাজগণ কিসে টাকা হইবে, কিসে ব্যবসা চলিবে, সেই চিন্তাতেই ব্যতিব্যস্ত। বোনাপার্ট ইহাদিগকে "দোকানদারের জাতি"

বলিয়াছিলেন, তাহা বড় মন্দ বলেন নাই ; কেন না ইহারা খুব ব্যবসা জানে। পথের দু-ধারে কত যে ভাল ভাল দোকান আছে, তাহার আর সংখ্যা হয় না। কাহার দোকানে রাশি রাশি কাপড়, কাহার দোকানে ছাতা, কাপড়ের পরিচ্ছদে লাগাইবার কৃত্রিম ফুল, জুতা, ঝাড়, লণ্ঠন প্রভৃতি কত যে রহিয়াছে, তাহা দেখিলে জ্ঞান-হারা হইতে হয়। কভেণ্ট গার্ডেনে এই গ্রীষ্মকালে ফুলকপি, বাঁধাকপি, আলু, নানাবিধ শাক, বিট, গাজর, শালগম, কাল আঙ্গুর, ষ্ট্রবেরি, প্রভৃতি ফল ও উদ্ভিজ্জ রাশি রাশি সাজান রহিয়াছে। নানাপ্রকার পুষ্পগুচ্ছ ও পুষ্পমালা এবং নানাবিধ ফুল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, তাহার সন্দর্শনে নয়ন তৃপ্ত হয় এবং সুগন্ধে মন মোহিত হয়। এই সকল ফুল দেশদেশান্তর হইতে বিক্রয়জন্য আসিয়া থাকে। বিলিংশ্-গেটে নানাবিধ মৎস্য, কর্কটী, বড় বড় রক্ত-বর্ণ চিঙ্গড়ী মৎস্য বরফের উপর সাজান রহিয়াছে। আমরা মৎস্যপ্রিয় বাঙ্গালী, নানাবিধ মাছ দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। কসাইয়ের দোকান মাংস-পূর্ণ ; যাহার যত আবশ্যক সে ততই পাইতে পারে।

এখানে কোন জিনিষ ক্রয় করিতে হইলে দামের জন্ত বকাবকি করিতে হয় না। সকল বস্তুরই নির্দ্দিষ্ট মূল্য জিনিষের গায়ে টিকিটে লেখা থাকে, তাহাই দেখিয়া মূল্য দিয়া বস্তু ক্রয় কর; তাহার কম বা বেশী কাহাকে দিতে হইবে না। ইহাতে ক্রেতা বিক্রেতা সকলেরই সুবিধা আছে। আমাদিগের চীনেবাজারের মত একটা জিনিসের দাম ঠিক করিতে আধ ঘণ্টা লাগে না। কোন দোকানে গিয়া যদি কোন জিনিষ পছন্দ হয়, তবে খরিদ কর, নতুবা কোন বস্তু ক্রয় না করিয়া ফিরিয়া আসিলেও দোকান্দার কোন কথা বলিবে না। দোকান্দারগণ সকলেই গ্রাহকগণের বিশেষ খাতির করিয়া থাকে।

বড় লোকেও ব্যবসা করিতে লজ্জাবোধ করেন না। আমাদিগের দেশে কোন এক কালে কোন লোকের পূর্ব্বপুরুষ রাজা ছিলেন, সেই সূত্রে তিনি আর অহঙ্কারে মাটীতে পা দেন না। ঘরে খাবার নাই, তথাপি সগর্ব্বে পেচকের ন্যায় গম্ভীর ভাবে বাটীতে বসিয়া থাকেন, নিজের ভরণ পোষণ যাহাতে ভালরূপ চলে, তাহার দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করেন

না। এইরূপ মহামূর্খতার জন্যই আমাদিগের দেশের ভদ্রলোক সকল অনর্থক কষ্ট পায়। এ দেশের অর্থাৎ লণ্ডনের লোকের মনোভাব সেরূপ নহে। ডিউক অব আর্গাইলের এক পুত্র চার ব্যবসা করিয়া থাকেন। তাঁহার এক ভ্রাতা কুইনের জামাতা এবং তাঁহার পিতা এক জন প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ ও বড় লোক। লর্ডহার্ট ফোর্ডের ভগিনীপতি Count Gleichen ইনি স্বহস্তে প্রস্তরমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন। অনেক Baronet বড় লোক চিত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। তাঁহারা স্বহস্ত অঙ্কিত চিত্র বিক্রয় করিয়া থাকেন।

ইংরাজ জাতির মধ্যবিত্ত লোকেরা যে সকলেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হয় তাহা নহে। সাধারণতঃ চলিত গোছের বিদ্যা শিক্ষা করিয়া অধিকাংশ লোক রেলওয়ে, ইঞ্জিনিয়ারিং, পোষ্ট আফিস, সওদাগরের ক্লার্ক প্রভৃতি কর্ম্মে নিয়োজিত হয়। এই সকল লোক বড় একটা সেক্ষপীয়র, মিল্‌টন, কার্লাইল, ডারউইনের গ্রন্থ পাঠ করে না। তাহাদিগের ব্রাডন, আউডা, জেমস্, প্রভৃতির নবেল এবং সংবাদ পত্র

পড়িবার ঝোঁক্ বেশী। যাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষা পাইয়া থাকেন, এবং যাঁহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি-ধারী, সেই সকল লোকই সাহিত্য ও বিজ্ঞান উত্তম-রূপে পাঠ করেন। ইহা ভিন্ন গ্রীক্, লাটিন এবং আধুনিক অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষা ভালরূপ শিক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী উৎকৃষ্ট মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকায় ভাল ভাল সৎপ্রবন্ধ লিখিয়া বিদ্যার পরিচয় প্রদান করেন। শ্বেতদ্বীপে আজ্‌কাল উৎকৃষ্ট জীবিত গ্রন্থ-কারের অভাব নাই। কবির মধ্যে টেনিসন, সুইনবরণ, ইতিবৃত্ত রচকের মধ্যে ফ্রাউড, ফ্রিমেন, উপন্যাসকর্ত্তার মধ্যে উইল্‌কি কলিনস্, বিজ্ঞানশাস্ত্রবেত্তার মধ্যে হক্‌সিলি, টিণ্ডল, স্পেনসার, রোমানিস প্রভৃতি দেশের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন। ইংলণ্ডে মাসিক ও ত্রৈমা-সিক কতকগুলি যে উৎকৃষ্ট পত্র প্রকাশিত হয়, তাদৃশ সৎপ্রবন্ধপূর্ণ পত্র ইউরোপের অন্যকোন স্থানে প্রকা-শিত হয় না। বিজ্ঞান, ভাষা, শিল্প প্রভৃতির উন্নতি জন্য অনেক সভা আছে। তাহার সদস্যগণ সকলেই বিচক্ষণ ও সুপণ্ডিত।

পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরাও বিশেষরূপে শিক্ষিতা হইয়া থাকে। ভদ্রমহিলাগণ ইংরাজী, ফরাশীশ্ ও ইতালীয় ভাষা, তদ্ভিন্ন অনেকেই শিল্প ও বিজ্ঞান উত্তমরূপে শিক্ষা করে। অনেক স্ত্রীলোক উত্তম উত্তম গ্রন্থপ্রণয়ন করিয়া থাকেন।

(ইতরশ্রেণীর লোকের অক্ষর পরিচয় আছে এবং তাহারা সামন্য সংবাদপত্রও পড়ে; কিন্তু তাহাদের ন্যায় নীচ ও ভয়ানক প্রকৃতির লোক মনুষ্যশ্রেণীর মধ্যে নাই।) ইহাদিগকে দ্বিপদ পশু বলিলেও বলা যায়; ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা তাহারা আদৌ জানে না। সেভনডাএলসে ইহাদিগের স্ত্রীপুরুষগণকে আমরা সন্ধ্যাকালে দেখিয়া আসিয়াছি। তাহারা মদ্যপান করিয়া কলহ করে এবং চীৎকার করত পথিকগণের ভয় উৎপাদন করে। এখানে পথিকগণের নির্ব্বিঘ্নে ভ্রমণ করিবার সাধ্য নাই। হঠাৎ এই শ্রেণীর দুষ্ট বালক, বালিকা, স্ত্রী বা পুরুষ আসিয়া পথিকদিগের মূল্যবান বস্তু অপহরণ করিয়া লয়। পুলিশ তাহাদিগকে শাসন করিতে পারে না। এই সকল মনুষ্যের আকার অতি ভয়ানক।(মনুষ্যের যে এতাদৃশ কুৎসিত ভয়ঙ্কর

চেহারা হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিলাম না। সেভন ডাএল্সের ভিন্ন লণ্ডনের যেখানে অধিক লোকের সমাগম, সেই খানেই চোরের উৎপাত আছে। ঘড়ি, চেইন, ও টাকা পয়সা লইয়া পথে পদ-ব্রজে ভ্রমণ করে কাহার সাধ্য? গাঁইটকাটাগণ চোখের নিনিষে ভদ্রলোকের নিকট হইতে বহুমূল্য বস্তু অপহরণ করিয়া পলায়ন করে। পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে এতাদৃশ ইতরশ্রেণীর লোকের উৎপাত আছে কি-না সন্দেহ। এই সকল লোক ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি অসভ্যতা প্রকাশ করে। কখন 'ব্লাকি' বলে কখন বা তাহাদের সেই বানর অপেক্ষা কুৎসিত মুখ বিকৃত করিয়া দেখায়। এরূপ মনুষ্যনামধারী পশু আর কুত্রাপি দেখা যায় না। পাদ্রিগণ বহুল অর্থ ব্যয়িত করিয়া নানাভাষায় ঝুড়ি ঝুড়ি বাইবেল ও যীশুর প্রেমভক্তির কথার পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়া দেশ বিদেশে গমন পূর্ব্বক বিতরণ করিয়া থাকেন এবং মৌখিক অনেক উপদেশও দিয়া বেড়াইয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের ঘরের দ্বারে অসংখ্য ইতর শ্রেণীর স্বদেশীয় লোক ধর্ম্মজ্ঞান বিহীন হইয়া মনুষ্য নামের

কলঙ্ক রটনা করিতেছে ইহা তাঁহারা একবারও দেখিতে পান না; অথবা তাহারা দেখিয়াও দেখেন না। বিদেশীয় ধর্ম্মযাজকগণ ভারতবর্ষীয়দিগকে আর কি ধর্ম্ম ও কি নীতি শিখাইবেন? আমাদিগের আর্য্যধর্ম্মগ্রন্থে নীতি, ঈশ্বরোপাসনা, পরোপকার, গুরুজনে ভক্তি, দাম্পত্যস্নেহ, ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি অনেক সদ্বিষয়ের উপদেশ আছে। সেরূপ উপদেশ পৃথিবীর কোনও ধর্ম্মগ্রন্থে বা নীতিশাস্ত্রে আছে কি-না সন্দেহ। এ কথা কেবল আমরা কেন, পক্ষপাতশূন্য আর্য্যশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। আমাদিগের দেশের ইতর লোকেরা শিষ্ট ও ধর্ম্মভীরু কিন্তু ইংলণ্ডের ছোট লোক সকল মনুষ্য কি পশু তাহা বুঝা সুকঠিন। ইংলণ্ডের ছোট লোকের কথা বঙ্গীয় পাঠকগণকে আমরা আর কত জানাইব!

ভারতবর্ষের অনেক সাহেব এদেশীয় দিগকে পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট বিবেচনা করেন। এদেশীয় লোকের প্রতি অনেক নীলকর, চা-কর ও সাধারণ রাজকর্ম্মচারি-গণ অত্যাচার করিয়া থাকে। বিনা অপরাধে অনেক

দেশীয় লোক সাহেবের জুতা লাথি খাইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকে। এ বড় অত্যাচারের কথা!

পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময় ইংরাজের সহিত ভারতবাসিগণের সদ্ভাব ছিল কিন্তু এক্ষণে সাধারণ ইংরাজ—যাঁহারা ব্যবসা বা সাধারণরাজকর্ম্মে আইসে তাঁহারা কিসে টাকা জমা করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইবেন সেই চিন্তাতেই মগ্ন থাকেন—এদেশের লোকের উপর বড় একটা স্নেহ মমতা করেন না। যাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর ভাল ইংরাজ এখানে আইসেন, তাঁহারা যথোচিত গুণসম্পন্ন এবং তাঁহারাই এদেশীয় লোকের যাহাতে উন্নতি হয় তাহার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখ এই যে, আজ কাল অনেক ইতর শ্রেণীর সাহেবের উৎপাতে ভারতবাসিগণ বিশেষ মনঃকষ্টে কালযাপন করিতেছেন। ইংলণ্ডের ইংরাজ ভদ্রলোক অত্যন্ত উদারস্বভাব। আমি অনেক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া এবং তাঁহাদের নিকট অনেক প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ প্রীত ও বাধিত হইয়াছি। ভদ্র ইংরাজ মহিলাদিগকেও শত মুখে প্রশংসা করিতে হয়। আমরা এখানে অনেক-

গুলি ভদ্রকামিনীর সঙ্গে আলাপ করিয়া যার-পর নাই সুখী হইয়াছি। ইহাঁদিগের মধ্যে রূপবতী, গুণবতী ও বিদ্যাবতী অনেক আছেন। ইংরাজ জাতি স্বভাবতঃই কিছু গম্ভীরপ্রকৃতি এবং নিজের প্রশংসাগানে নিজেই অনুরক্ত। যে বোনাপার্টের বীরত্বে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল, কম্পান্বিত হইয়াছিল, ইংরাজসেনাপতিগণ তাঁহার সামান্যরূপ প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহারা মারলবরো, নেল্‌সন্‌, ডিউক অব ওয়েলিংটনের বীরত্বকাহিনা দশমুখে ব্যক্ত করিয়া থাকেন। ইংরাজগণের প্রকাশিত কোন গ্রন্থে জাতি-গৌরব নির্ব্বাচন আবশ্যক হইলে, সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহারা সকল বিষয়েই ইংরাজ জাতিকে উচ্চ আসন প্রদান করেন। এটী জন বুলের একটী দোষ বলিতে হইবে।

লণ্ডনে হাইড পার্ক, বাটরেসিয়া পার্ক, রিজেণ্ট পার্ক, প্রভৃতি সাধারণের বেড়াইবার উদ্যান আছে। ইহার মধ্যে হাইডপার্কটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বাটরেসিয়া পার্কে অনেক ভদ্রলোক ও মহিলাগণ বেড়াইতে গিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে অতি সুন্দর সুন্দর পুষ্পোদ্যান, নানাবিধ বৃক্ষশ্রেণী এবং জলাশয় সকল কুমুদকহ্লার-

শোভিত, তাহাতে আবার হংসমালা ক্রীড়া করিতেছে, দেখিলে চিত্ত প্রফুল্ল হয়। এখানে বৈকালে ৮টা বাজিলেই এক জন প্রহরী আসিয়া চীৎকার করিয়া সকল ব্যক্তিকে উদ্যান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বলে, এবং সেই সময় সকল ব্যক্তিই উদ্যান পরিত্যাগ করেন। তাহার পর পার্কের দ্বার বন্ধ হয়। রিজেন্ট পার্কে সাধারণ লোক এবং পাদ্রিগণ বেড়াইতে গিয়া থাকেন। হাইডপার্ক বড়লোকের বেড়াইবার স্থান। এখানে ক্যাব গাড়ির প্রবেশ অধিকার নাই। কেবল বড় লেকেরাই এখানে ভাল ভাল গাড়িতে বায়ুসেবন জন্য আসিয়া থাকেন। এখানে পদব্রজে বেড়াইবার ফুটপাথ এবং ঘোটকারোহণে বেড়াইবার পরিষ্কার পথও আছে। বৈকালে এ স্থানে শোভার সীমা থাকে না। দলে দলে সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যুবক যুবতীগণ পদব্রজে ও গাড়িতে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া থাকেন। শত শত সুবেশধারিণী হংসগ্রীবা কামিনী আপনাদের রূপ মাধুরী দেখাইবার জন্য সগর্ব্বে একাকিনী যুবক মধুকরের মনোহরণমানসে গোলাপপ্রসূনসদৃশ প্রফুল্ল

আনন, দ্রুমরাজির অন্তরাল হইতে এক এক বার দেখাইয়া আবার তাহা নিবিড়-নিকুঞ্জ-মধ্যে গোপন করেন। যুবকগণ কামিনীর তীব্রকটাক্ষনিক্ষেপে চঞ্চলচিত্ত হইয়া যেন হরিণীর অনুসরণে নিবিড় পাদপ শ্রেণীর মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ান। অনেকে লৌহ আসনে উপবেশন করিয়া নানাবিধ পুষ্পশোভা সন্দর্শন করেন। এখানে পুষ্পশোভা বড়ই মনোহর। এই জুন মাসে থোকা থোকা রডোডেনড্রম পুষ্প ফুটিয়া যে উদ্যানের কি পর্য্যন্ত শোভা বিস্তার করিয়াছে তাহা এক মুখে বর্ণন করা যায় না। রবিবারে দুই প্রহরের সময় এখানে বড় বড় লোকেরা স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা সঙ্গে নানাবিধ সুন্দর পোষাক পরিয়া বেড়াইয়া থাকেন। সে দৃশ্যটি দেখিলেই বড় আমোদ বোধ হয়।

সেণ্টজেমস্ পার্কের নিকট বকিংহাম রাজপ্রাসাদ। ইহা পরিচ্ছন্ন ও বৃহৎ। মহারাণী ভিক্টোরিয়া লণ্ডনের এই স্থানে বাস করেন। তিনি প্রকাশ্যরূপে কদাচিৎ শকটারোহণে গমন করিয়া থাকেন। আমাদিগের ভাবী নৃপতি প্রিন্‌স্ অব ওয়েলস্ এবং

প্রিন্‌সেস্‌ সর্ব্বদাই নগরমধ্যে শকটারোহণে গমনাগমন করিয়া থাকেন। রাজকুমার অতি প্রশান্তমূর্ত্তি। তাঁহাকে সর্ব্বসাধারণেই প্রাণের সহিত ভাল বাসে। প্রিন্‌সেস্‌ রূপে গুণে বিখ্যাতা। প্রজাবর্গ মহারাজ্ঞীকে ও ইহঁাদিগকে যার পর নাই ভক্তি করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আমোদ—জুলজিকেল গার্ডেন—Invention প্রদর্শনী—ও মাদাম টুসোঁ।।

লণ্ডনের বাহিরের দৃশ্য যদিও পারিসের মত মনোহর নহে, তথাপি এখানে পারিসের মত আমোদের স্থানের অভাব নাই। দিনে সূর্য্যোদয় এবং রাত্রে চাঁদের আলো এ গ্রীষ্মকালেও যে সর্ব্বদা হয়, তাহা নহে। প্রায়ই মেঘাচ্ছন্ন ও টপ্ টপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িয়া থাকে। প্রকৃতির ম্লান মুখ দেখিলে বড়ই বিরক্তিবোধ হয়; কিন্তু লণ্ডনবাসীরা সে অসুখ নিবারণার্থ দিবসের ও রাত্রের জন্য নানাপ্রকার আমোদের স্থানে নাট্য, গীত, চিত্রালয় ও শিল্পপ্রদর্শনী প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়া রাখিয়াছেন। এই সকল আমোদের স্থানের মধ্যে প্রথমতঃ আমরা যে যে থিয়েটরে গমন করিয়াছি, তাহার সংক্ষেপ বর্ণনা করিতেছি। লণ্ডনে সর্ব্বসমেত ৩৫ টী থিয়েটর আছে। তাহার ২।৩টী ভিন্ন আর সকল গুলিতে প্রত্যহ

অভিনয় হইয়া থাকে। এক খানি নাটকের ২।৩ মাস ধরিয়া প্রত্যহ (কেবল রবিবার বাদে) অভিনয় হয়, কোন কোন নাট্যশালায় আবার সপ্তাহে ২।৩ দিবস, একবার দিবসে ও একবার রাত্রে দুইবার করিয়া অভিনয় হইয়া থাকে। প্রত্যেক থিয়েটার সন্ধ্যার সময় লোকাকীর্ণ ও আসন সকল প্রায়ই দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ হয়। নাট্যশালার দ্বারে জনতায় টিকিট ক্রয় করা অসুবিধা হয় বলিয়া Kieth, Prowse & Co, প্রভৃতি টিকিট বিক্রয়ের আফিস খুলিয়াছেন; এই সকল স্থানে পূর্ব্বে টিকিট ক্রয় করিলে প্রসিদ্ধ থিয়েটরের আসন পাইবার অসুবিধা ঘটে না কিন্তু থিয়েটরের গৃহে টিকিট ক্রয় অপেক্ষা এই আফিস সমূহে কিছু অধিক মূল্য কমিসন স্বরূপ লাগে। এই আফিস গুলিতে প্রত্যেক থিয়েটরের সঙ্গে টেলিফোন যন্ত্র সংলগ্ন আছে।

Princes' Theatre গমন করিলাম। এই স্থানে মিসেস্ ল্যাংট্রীর অভিনয় দেখিলাম। আজ্ এখানে Peril নামক নাটকের অভিনয় হইল। Mrs Langtry এই নাট্যে Lady Ormond প্রধান নায়ি-

কার অভিনয়ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ইনি ইংলণ্ডের বিখ্যাত সুন্দরী। বড় লোকেরা ইহঁার সঙ্গে আলাপ করিতে উমেদারী করিয়া থাকেন। কেবল অভিনয়ের জন্য নহে, তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্যও লোকে টাকা খরচ করিয়া এই থিয়েটরে আসিয়া থাকে।

এখানকার থিয়েটরে অনেক লোক হয়। লণ্ডনের ইতর লোকের ত কথাই নাই, তাহারা নাট্য বা সঙ্গীতে আমোদ করে না, জিন মদ্যপানে অবকাশকাল পশুবৎচীৎকারে ও কলহে অতিবাহিত করে। সাধারণ বা মধ্যশ্রেণীর লোকেও টাকা খরচ করিয়া নাটক অভিনয় দেখিতে যায় না, কেবল লণ্ডনের বড় লোকেরা, পল্লীগ্রামবাসিগণ এবং বিদেশীয় ভদ্র লোকেরা এই থিয়েটরে গমন করে। বিলাতের থিয়েটর গৃহ সমুহ প্রায়একই ধরণের। গৃহের মধ্যভাগ সোণালী গিল্‌টি করা এবং প্রথমশ্রেণীর আসন গুলি মখমল মোড়া। দুই তিনটী থিয়েটর ছাড়া, সকল স্থানেই প্রোগ্রাম স্ত্রীলোকেরা প্রতিদর্শকের সমীপে আসিয়া বিক্রয় করে। এটা বড়ই মন্দ নিয়ম। থিয়েটর সকল গ্যাসের আলোকে সুশোভিত কিন্তু যেই অভিনয় আরম্ভ

হয়, অমনি রঙ্গশালাভিন্ন, গৃহের অপর বিভাগের অধি কাংশ আলোকনিচয় নির্ব্বাপিত করিয়া দেওয়া হয়। পুনর্ব্বার এক একটী অঙ্কের শেষে বিশ্রামসময়ে আবার দশ মিনিট কাল সমুদয় আলো জ্বলে, পরে আবার নাট্যারম্ভ কালে অধিকাংশ দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া দেওয়া হয়। এ নিয়মটীও ভাল লাগিল না। অন্ধ-কারে দর্শকশ্রেণীর মধ্যে বসিয়া থাকা বড়ই বিরক্তিজনক।

Royal Lyceum Theatre এই স্থানে নটকুল শিরোমণি হেনরি আরভিং অভিনয় করিয়া থাকেন। ইনি আধুনিক কালের গারিক। বড় বড় লর্ড ও রাজমন্ত্রী গ্লাড্‌ষ্টোন ইহঁাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া একত্রে বসিয়া ভোজন করেন। আমার বড় ইচ্ছা ছিল, ইহঁাকে সেক্ষপীয়রের কোন নাটকের অভিনয় করিতে দেখিব, কিন্তু এসময় তিনি গোলড্‌স্মিথের Vicar of Wakefield উপন্যাসের অন্তর্গত Olivia নামক করুণরসপূর্ণ নাটকের অভিনয়ে Dr. Primrose চরিত্র অভিনয় করিতে-ছেন। আমরা তাঁহার অভিনয়ে বিশেষনৈপুণ্যপ্রকাশ

দেখিলাম। এতাদৃশ সুন্দর অভিনয় ইংলণ্ডে অন্য কোন থিয়েটরে হয় না।) নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ সকলেই আপন আপন অভিনয়ক্রিয়া উত্তমরূপে সম্পাদন করিলেন। (এলন টেরির Oliva নায়িকার অভিনয় দর্শনে আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম এবং তাঁহার নিঃসহায় দুঃখের অবস্থায় আমাদিগকে অশ্রুপাত করিতে হইয়াছিল। এখানকার ঐক্যতানিক বাদ্য বড়ই উৎকৃষ্ট।)

Drury lane।—ইহা একটী অতিপূর্ব্বের থিয়েটর; এখানকার সাজ ঘরের দ্বারে মিসেস্ সিডনস্ কেম্বল এবং কিনস্ এই কয়েক ব্যক্তির সুন্দর অর্দ্ধাকৃতি প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। এই স্থানে সমাজের হিতসাধন জন্য True Story নামক একখানি সত্যঘটনার নাটক অভিনীত হইতে দেখিলাম। বড় লোকেরা সাধারণ লোককে ঘৃণার সহিত দেখেন—স্বপ্নেও তাহাদের হিত-কামনা করেন না—হিত দূরে থাকুক—অধিকন্তু তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকেন,—এই রূপ বিষয়ের একটী অতীব দুঃখসূচক ঘটনা নাটকাকারে বর্ণিত হইয়াছে। তাদৃশ অভিনয় ব্যাপার দর্শনে

যার পর নাই প্রীত হইলাম। নটেরা আপন আপন অভিনয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিল। চিত্রপট গুলি বড়ই চমৎকার। অভিনয়ের মধ্যে, এক অঙ্কে, জর্ম্মনগণকর্ত্তৃক পারিসের মধ্যে গোলাবর্ষণ হইতেছে, দেখিয়া আমাদিগের সত্যই যেন গত ফরাশীশ এবং জর্ম্মনগণের যুদ্ধব্যাপার চলিতেছে, এইরূপ বোধ হইল। দুম দুম করিয়া তোপের শব্দ হইতে লাগিল, প্রজ্বলিত অগ্নি শিখা দেখা যাইতে লাগিল, ও ধূমে রঙ্গস্থল পূর্ণ হইল। শীতকালের রজনীতে পারিসের দুর্গের বাহিরে বরফ পড়িতেছে, এ দৃশ্যটিও সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল।

Opera Comique এখানে Bad Boys নামক নাটকের অভিনয় দেখিলাম। অভিনয় কার্য্য হাস্য-রসপ্রধান হইয়াছিল। এখানকার অভিনেত্রীগণ সকলেই সুন্দরী।

St. Jame's Theatre আমরা এস্থানে Mr. and Mrs. কেণ্ডলের অভিনয় দেখিলাম। Mrs. Kendal বেশ সুন্দরী এবং ইনি অতি উত্তম অভিনয় করিয়া থাকেন।

Royal Italian Opera, Covent garden—২০শে জুনে আমরা Verdi's Opera La Traviata গীতি নাট্য সন্দর্শন ও সুমধুর সঙ্গীত শুনিতে গমন করিলাম। মাদাম এডেলেনা পাটির নাম ইউরোপে বিখ্যাত। ইনি সঙ্গীত ব্যবসার দ্বারা অতুল ঐশ্বর্য্য করিয়াছেন। নাট্যালয়ে পাটীকে বিংশতি বর্ষীয়া নবকামিনার ন্যায় দেখায়; কিন্তু ইহাঁর বয়স এক্ষণে ৪২ বৎসর। পাটির রূপলাবণ্যের কথা যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা সত্য। কণ্ঠস্বর কোকিল কুজন অপেক্ষা সুমধুর। আমরা তাঁহার গান শুনিয়া একেবারে মোহিত হইলাম। টিকিটের মূল্য ১০ দশ টাকা যাহা দিয়াছিলাম, তাহা সার্থক বোধ হইল। দর্শকগণ নাট্যশেষ হইলে পাটিকে প্রায় ২০০ শত টাকা মূল্যের পুষ্পগুচ্ছ উপহার দিলেন।

এগ্রিকলচর হল্ নামক স্থানে ভাল ভাল ঘোটকের মেলা হইয়াছিল। আমার আত্মীয় ঘোটক ভাল বাসেন, এজন্য তাঁহার অনুরোধক্রমে আমাকে তথায় যাইতে হইয়াছিল। সেস্থলে প্রবেশ করিয়া দেখি, চারিদিকেই ঘোড়া। কোন্ দিক দিয়া যাইব, তাহার

কিছু ঠিক করিতে পারিলাম না, পরে মহাকষ্টে প্রাণ বাঁচাইয়া ঘোড়ার পদের নিকট দিয়া উপরের কাষ্ঠ মঞ্চে গিয়া উঠিলাম। প্রায় সকল স্থানের টিকিট বিক্রীত হইয়া গিয়াছিল; কএকখানি মাত্র 2s. 6d আসনের-টিকিট ছিল, তাহাই ক্রয় করিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে গিয়া বসিলাম; কিন্তু এখান হইতে চারিদিক দেখিবার বিশেষ কিছু সুবিধা বোধ হইল না। উপবেশনের কিয়ৎক্ষণ পরে একটী লোক আসিয়া আমাদিগের পরিচয় লিখিয়া লইয়া গেল। তখন আমরা তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না, পরে সেই ব্যক্তি ফিরিয়া আসিয়া সাদরে আমাদিগকে এই স্থান হইতে উঠাইয়া লইয়া গিয়া, যেস্থানে ভাল উচ্চমূল্যের প্রথম শ্রেণীর আসন আছে, সেই স্থানে বসিতে বলিল। সে ব্যক্তি কহিল যে, "এই স্থানের অধ্যক্ষগণ আপনাদিগকে ভারতবর্ষীয় সম্ভ্রান্ত লোক জানিয়া বিনামূল্যে প্রথম শ্রেণীর আসনে বসিতে দিলেন।" আমরাও সেই সদ্ব্যবহারে অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। পাঠকগণ দেখুন, ভারতবর্ষে কোন সাহেব লোকের আমোদের স্থানে টাকা খরচ করিয়া

গেলেও শ্বেতপুরুষগণের পশ্চাদ্ভাগে নীরবে জড় সড় হইয়া বসিয়া থাকিতে হয় কিন্তু এখানে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে বিনা ব্যয়ে ও সসম্মানে উচ্চ শ্রেণীর আসনে উপবেশন করিতে পাইলাম। আমরা লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত ইংরাজগণের সদ্ব্যহারে যার পর নাই প্রীত হইয়াছি।

এখানে প্রিন্স ও প্রিন্সেস্ ওয়েল্সেস পুত্র কন্যা সমভিব্যাহারে আগমন করিবেন, সেজন্য কিছু অতি-রিক্ত ধুমধাম হইয়াছে। তাঁহারা আগমন করিলে সকল লোকে টুপি খুলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। প্রিন্স ও পিন্সেস্ সাধারণ পোষাক পরিধান করিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা এতাদৃশ সাধারণ পরিচ্ছদ পরিয়াছিলেন যে আমরা লোকের ভিড়ের মধ্য হইতে রাজকুমার ও রাজকুমারীকে প্রথমে চিনিয়া লইতে পারি নাই। আমাদিগের দেশের কোন রাজপুত্র হইলে, তাঁহার অঙ্গ মণিমাণিক্যে খচিত থাকিত এবং তাঁহার আগমন সময়ে তুরী ভেরী বাজিয়া উঠিত। কিন্তু এই সুসভ্য দেশে বাজে আড়ম্বর ও মিথ্যা গোল-যোগ নাই। প্রিন্স্ ও প্রিন্সেস্ এবং তাঁহাদিগের

পুত্র কন্যাগণ তথায় কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতি করিয়া চলিয়া গেলেন।

এখানকার আমোদের মধ্যে ঘোড়ার দৌড়াদৌড়ী এবং বিক্রয় জন্য কতকগুলি গাড়ি প্রদর্শন করা হইল মাত্র। ইহাভিন্ন অন্য কোন বর্ণনযোগ্য বিশেষ প্রকার আমোদ হয় নাই।

এই স্থানে আর এক দিন আমরা Military Tournament নামে যুদ্ধসজ্জা দেখিতে আসিয়াছিলাম। এখানে আসিলে আমাদিগকে দেখিবামাত্র অধ্যক্ষ মহাশয় বিনামূল্যে প্রথমশ্রেণীর আসন প্রদান করিয়াছিলেন। সুশিক্ষিত সৈনিকগণ অশ্বারোহণে যে প্রকারে যুদ্ধ করিতে হয় তাহা দেখাইল। দুর্গ অধিকারের কৌশল ও বিপক্ষসৈন্যের গতি অবরোধ প্রভৃতি অনেক প্রকার সমর-কৌশল দেখাইল।

Royal Aquarium ইহা একটী আমোদের স্থান। এ স্থান দুই প্রহর বেলায় খোলা হয় এবং রাত্র ১১॥ টার সময় বন্ধ হয়। গৃহটী বিস্তীর্ণ কিন্তু সুদৃশ্য আছে। আমরা কএক দিবস এখানে দিবসে ও রাত্রে আসিয়াছিলাম। ঘরের মধ্যে কাঁচের আধারে স্থিত

জলে নানাবিধ সাধারণ মৎস্য সংরক্ষিত আছে। পার্শ্বের একটী ঘরে সন্তরণ করিবার জন্য ক্ষুদ্র জলাশয় রহিয়াছে। এখানকার অনেক দোকানে বিবিধ দ্রব্য বিক্রয় হইয়াথাকে। একটা সুসজ্জিত রঙ্গশালা আছে; তাহাতে সঙ্গীত ও নৃত্য প্রভৃতি আমোদ হইয়া থাকে। এস্থানে অনেক ইতর লোক ও চোর আসিয়া থাকে, এজন্য পকেটে টাকা কড়ি সাবধানে রাখিতে হয়।

রিজেণ্ট পার্কের পশু শালা—দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রথমে নানাবিধ পক্ষীর ঘর। ইংলণ্ডে অনেক প্রকার গায়ক পক্ষী আছে। এক প্রকার ঝুটওয়ালা নূতন-গিনীর কপোত আছে তাহা বড় সুন্দর। সিংহের গৃহে অনেকগুলি সবলকায় সিংহ আছে। নূপশু প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু এখানে তাহা দেখিলাম। ইহা এক প্রকার হরিণশ্রেণীর পশু। জলাশয়ে কৃষ্ণবর্ণ লম্বা গলাযুক্ত বৃহৎ বৃহৎ সোয়ান হংস জলমধ্যে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। সুন্দর পক্ষযুক্ত স্বর্গীয় পক্ষী (Bird of Paradise) অতি মনোহর। ইহাদের মুখ হইতে গলা পর্য্যন্ত ঠিক্ কাকের মতা। এই

স্থানে অনেক প্রকার পশু পক্ষী অতি যত্নের সহিত রাখা হইয়াছে। বালকদিগের এই পশুশালা দেখিতে বিশেষ কৌতুক হইয়া থাকে।

International Invention Exhibition;—মৎস্যের প্রদর্শনীর পরে রাজকুমার প্রিন্‌স্ অব্ ওয়েলস্ দেশীয় শিল্প ও সঙ্গীতসম্বন্ধীয় নানাবিধ যন্ত্রের প্রদর্শনী করিবার প্রস্তাব করেন এবং সেই অভিপ্রায় অনুসারে গবর্ণমেণ্ট এই নূতন প্রদর্শনী খুলিয়াছেন। ইহা আমাদিগের ১৮৮৩ সালের কলিকাতার প্রদর্শনী অপেক্ষা অনেক ভাল। এখানে দুই ঘণ্টা কাল নির্দোষ আমোদে কাটান যাইতে পারে। আমরা এখানে কএক দিবস গমন করিয়া বিশেষরূপে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম। এক দিবস, এই প্রদর্শনীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই পথে শুনিলাম যে, প্রদর্শনী গৃহে আগুন লাগিয়াছে। আমরা ক্যাব হইতে অবতরণ করিয়া শশব্যস্তে প্রদর্শনী গৃহে গিয়া দেখি যে, সত্যই অগ্নি লাগিয়াছে এবং প্রিন্স অব ওয়েলস্ স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। শত শত পুলিসের লোক অগ্নিনির্ব্বাপনের চেষ্টা করিতেছে এবং

শীঘ্রই 'দোম্‌কল' জল-যন্ত্রের দ্বারা অনবরত বারি-সিঞ্চনে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। এই ঘটনায় প্রদর্শনীর যৎসামান্য ক্ষতি হইয়াছিল, অধিক ক্ষতি হয় নাই। প্রদর্শনীর একটী ঘরে একটী কৃত্রিম জলপ্রপাত আছে তাহা অতি সুন্দর। উপরিভাগ নানাবিধ কুসুমে সুশোভিত এবং নানাবর্ণ কাচের আভায় প্রপতিত জলের বর্ণ অতিচমৎকার দেখাইতেছে। ইহার নানাপ্রকোষ্ঠে নানাপ্রকার জিনিস আছে। তোপ, বন্দুক, জাহাজ-বিনষ্টকারী টর্‌পিডো, নানাবিধ কাপড়, ফটোগ্রাফ, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি ইংলণ্ডের কারুকরগণের প্রস্তুত করা অনেক বস্তু রহিয়াছে। লণ্ডনের বস্তু ছাড়া বিদেশীয় বস্তুও অনেক আসিয়াছে। পরমা সুন্দরী কামিনীগণ লণ্ডনের অনেক বড় বড় দোকানের কোন কোন জিনিসের নমুনা লইয়া বসিয়া আছেন এবং সুমিষ্টবচনে দর্শকগণকে আহ্বান করিয়া ভাল ভাল জিনিস গুলি সহাস্য বদনে দেখাইতেছেন। সেই সহাস্যবদনের প্রিয়সম্ভাষণে অনেক ভদ্র লোকের সেই সেই জিনিস ক্রয় করিবার ইচ্ছা হইতেছে;

কিপ্রকারে জিনিস বিক্রয় করিতে হয়, ইংরাজদোকান-দারগণই তাহা বিশেষরূপ জানে।

এখানে আমেরিকানগণ কলের দ্বারা ওয়াচ-ঘড়ি, কাপড় তৈয়ারির সূত্র, কাচের সূত্র ও চুরুট প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছে। রত্নবিক্রেতার দোকানে যে সকল রত্নালঙ্কার বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, তাহা যার পর নাই উত্তম। রত্নের দ্বারা নির্ম্মিত ভ্রমর, প্রজাপতি, পুষ্প প্রভৃতি সীমন্তিনীগণের রত্নালঙ্কার গুলি ঠিক যেন স্বাভাবিক। বিশেষতঃ সুবর্ণাভরণ ও রৌপ্যাভরণ গুলি বিশেষ কারুকার্য্যবিশিষ্ট। একটী ঘরে অষ্ট্রীয়া হইতে আনীত পরসিলেনের উপর হস্ত দ্বারা চিত্রকরা পুষ্পাধার ও টেবিলের শোভাবর্দ্ধক মনোহর বস্তুনিচয় রহিয়াছে। আজ্‌কাল ইউরোপই কারুকার্য্য বিষয়ে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয়; সুতরাং উহাদের তুলনায় জিনিস প্রস্তুত করিতে যাওয়া আমাদিগের বিড়ম্বনা মাত্র। এখানে আসিয়া ভারতবাসিগণ অনেক রকম শিল্পকার্য্য শিখিয়া যাইয়া স্বদেশের উপকার করিতে পারেন, কিন্তু সে বিষয়ে কাহারও যত্ন দেখা যায় না। এক ঘরে রুসিয়ার দ্রব্য আছে। আমরা যাইয়া দেখি,

দুই জন রুস কয়েক রকম জরির কাপড় ও পোষাক লইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাদের এক জন ইংরাজী বলিতে পারেন। ইহাঁরা উভয়েই ভদ্রলোক এবং অতীব বিনীতস্বভাব। আমাদিগকে ইহাঁরা যত্নপূর্ব্বক জরির কাপড় গুলি দেখাইলেন। দেখিলাম তাহাতে শিল্পকার্য্যের অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। এই ঘরের অন্য এক স্থানে রুসিয়ার ভল্লুকের চর্ম্ম, ও আরমাইনের লোমের পরিচ্ছদ প্রভৃতি দেখিলাম।

সন্ধ্যার সময় আলোক জ্বলিলে এই প্রদর্শনীর বড় শোভা হয়। চারিদিকে বৈদ্যুতিক আলোকে দিবা বলিয়া ভ্রম হইয়া উঠে। এই সময়ে এখানে স্ত্রীপুরুষের অত্যন্ত ভিড় হইয়া থাকে। সকল থিয়েটর এবং অন্যান্য আমোদের স্থান খোলা আছে, তথাপি এই প্রদর্শনীতে কোথা হইতে ও কিপ্রকারে এত লোকের সমাগম হয় তাহা ভাবিতে গেলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। প্রদর্শনীর উদ্যানটী আমোদের একটী বিশেষ স্থল। আমরা একদিন দেখিলাম, এই উদ্যানে প্রায় ৮।১০ হাজার লোকের সমাগম হই-

'য়াছে। জর্ম্মন সম্রাটের খাসের ব্যাণ্ড বাজিতেছে, ফুয়ারা গুলি ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, বৈজ্ঞানিক কৌশলে, উচ্চ প্রাসাদের উপর হইতে রঙ্গিন কাচ আলোকের নিকট রাখায়, ফুয়ারার উত্থিত জলে ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিবিধ বর্ণ দৃষ্ট হইতেছে। জলাধারস্থ ধাতুময় কুমুদ সত্য বলিয়া ভ্রম হইতেছে এবং তাহার ফুলে বৈদ্যুতিক আলোক জ্বলিতেছে। বাগানের চারিদিকের বৃক্ষশাখায় বৈদ্যুতিক আলোক, সবুজ তৃণের মধ্যে নানাবর্ণের বৈদ্যুতিক আলোক, এ সকল দেখিয়া চক্ষে ধাঁধা লাগিয়া উঠিল। এই বিচিত্র শোভা দেখিয়া বোধ হইল, যেন আরব্য-উপন্যাসের আলাদিনের উদ্যানে আসিয়াছি। উদ্যানের এক ভাগে, নূতন নূতন ও সুন্দর সুন্দর গোলাপ ফুল ফুটিয়াছে। গোলাপের গাছগুলি একটী কাচের ঘরে বদ্ধ আছে। উদ্যান মধ্যে থোকা থোকা ও অতি মনোহর রডোডেন্‌ড্রমের ফুলের শোভা দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলাম।

বাগানের বাদ্যাগার পার হইয়া একটী প্রকাণ্ড প্রাসাদে প্রবেশ করিলাম। ইহার নীচের ঘরে হোটেলের কর্ম্মচারিগণ নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া

দর্শকগণকে আহ্বান করিতেছে। যাঁহার ইচ্ছা হই-তেছে—তিনি উচিত মুল্য দিয়া আহার করিতেছেন। (উপরের একটী ক্ষুদ্রস্থানে কতকগুলি ভারতবর্ষীয় যন্ত্র রক্ষিত আছে। অনেক দর্শক ঢাক, ঢোল, ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র দেখিয়া ভারতবাসী সুসভ্য সঙ্গীত বিদ্যা জানে না মনে করিতেছেন কিন্তু তাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রানুযায়ী বীণাবাদন শুনিলে হিন্দুগণ সঙ্গীতশাস্ত্রে কি পর্য্যন্ত ব্যুৎপন্ন তাহা বুঝিতে পারিতেন।) এই সকল ঘরের সহিতসংলগ্ন একটী প্রকাণ্ড প্রাসাদে আসিলাম। ইহার নাম "আলবার্ট হল", ইহার মধ্যস্থল অতি বিস্তীর্ণ, রোমের ছোট খাট "কলোসিয়ম" বলিলেও বলাযায়। উপরে চিত্রশালা, তথায় অনেক ভাল ভাল ছবি আছে। এখানে দুই সহস্র লোকের বসিবার আসন আছে। এখানে সঙ্গীত হইয়া থাকে; কলের বাদ্যযন্ত্র গুলি অতি প্রকাণ্ড। এস্থানের সঙ্গীত শালায় এক সহস্র গায়ক ও বাদ্যকর উপবেশন করিতে পারে।

(মাদাম টুসোর মোমের প্রতিমূর্ত্তিপ্রদর্শন গৃহ লণ্ডনের একটী বিখ্যাত দৃশ্য। মাদাম টুসো

ফরাশীশ স্ত্রীলোক। ইনি তাঁহার খুল্লতাতের নিকট মোমের মুর্ত্তি প্রস্তুত করা শিক্ষা করিয়া ষোড়শ লুই নৃপতির ভগিনা মাদাম এলিজেবেথকে মুর্ত্তিগঠন বিদ্যা শিখান। প্রথম ফরাশীশ-বিপ্লবের সময় মাদাম টুসো ফ্রান্স্‌ পরিত্যাগ করিয়া লণ্ডনে আসিয়া মোমের প্রতিমূর্ত্তিপ্রদর্শন গৃহ খুলিয়াছি-লেন। ইহাতে কএক বৎসর মধ্যে তাঁহার অনেক টাকা উপার্জ্জন হয়। এক্ষণে তাঁহার পুত্রপৌত্রাদি এই ব্যবসায় দ্বারা অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন।

প্রথম ঘরে নৃপতি জন, পঞ্চম হেনরি, এডবার্ড, রাজ্ঞী এলিজেবেথ, কার্ডিনেল উল্‌জি প্রভৃতি যেন সজীবের ন্যায় রহিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের প্রতি-মুর্ত্তির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সঙ্কুচিত হইলাম। ইংরাজী আদি কবি জিওফ্রি চ-সরের পবিত্র মূর্ত্তি দেখিলে ভক্তির উদয় হয়। দ্বিতীয় ঘরে ভিক্তর ইমানুএল, বাগ্মী গাম্বেটা, লর্ড ব্রোহাম, সেক্ষপীয়র, আরবি পাশা, ব্রাইট, আব্রাহেম্-লিনকন প্রভৃতির মুর্ত্তি শোভা পাইতেছে। ইহার মধ্যে ভলটেয়ারের মুর্ত্তি মাদাম টুসোঁ স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এ

মূর্ত্তি গুলি সমুদায় অতি আশ্চর্য্যরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। দেখিলে, জীবিতমনুষ্য বলিয়া ভ্রম হয়। এক স্থানে মাদাম সেণ্ট আমারেন্স নামক একটী পরম রূপবতী কামিনী শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল সজীবের ন্যায় ধুক্ ধুক্ করিয়া নড়িতেছে। ইনি প্রথম ফরাশীশ বিপ্লবের সময় দুর্দ্দান্ত রব্‌সপিয়রের কোপে পতিত হইয়া গিলোটাইন যন্ত্রের ছুরিকায় প্রাণপরিত্যাগ করেন। এই সকল প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে ভারতবর্ষীয় বিখ্যাত কয়েক ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি আছে। মহারাজ গোয়ালিয়র, কাশ্মীরের (মৃত) নৃপতি, ভুপালের বেগম এই স্থানে রহিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে ভারতহিতৈষী লর্ড রিপণ উপবেশন করিয়া আছেন। আংলো ইণ্ডিয়ানগণ! দেখ, ইংলণ্ডেও লর্ড রিপণের কেমন্ সম্মান। একটি ঘরে বোনাপার্ট সেণ্টহেলেনায় বন্দী হইয়া যে শয্যায় শয়ন করিতেন, তথায় যে বালিস মাথায় দিয়া মৃত হন, যে রাজবেশ পরিধান করিয়া তিনি সম্রাটরূপে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন সে সমুদয় এবং তাঁহার রাজ্ঞী জোসেফাইনের পরিচ্ছদ প্রভৃতি সকল বস্তু অনেক মূল্যে সংগৃহীত হইয়া রক্ষিত আছে। সিঁড়ি দিয়া

নামিয়া নীচের একটি ঘরে যাইতে হয়, তথায় দিনের বেলায়ও আলোক জ্বলিয়া থাকে। এই স্থান অতি ভয়ানক ! ভাবিলে শরীর কাঁপিয়া উঠে। এখানে বিখ্যাত নরহন্তৃগণ যেন জীবিতের ন্যায় রহিয়াছে। ফরাশীশ বিপ্লব সময়ের বিখ্যাত নরশোণিতলোলুপ মারা, জলের টবে, সারলেট করদের অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিতেছে। তাহার শার্দ্দূলতুল্যভীষণ মুখাকৃতি দেখিলে ভয় হয়। নির্দ্দয় রোবস্‌পিয়রের যেরূপ মনোভাব—তাহার মূর্ত্তিও ঠিক সেইরূপ। এই ঘরে, সেই ভয়ানক ফরাশীশ প্রথম বিপ্লবসময়ের গিলোটাইন্ যন্ত্রে জল্লাদ সানসন ছুরিকার দ্বারা ষোড়শ লুই.রাজ্ঞী মেরিএন্টনেট, মাদাম এলিজেবেথ,ডিউক অব অরলিন্‌স্,রোব্‌স পিয়র প্রভৃতি ২২০০০ সহস্র লোকের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিল—সেই ছুরিকা খানি রহিয়াছে। সেই জিনিসটা দেখিয়া শরীর শিহরিয়া উঠিল। প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল,সেই ভয়ানক সময়ের নানাকথা স্মৃতিপথে উদিত হইল। শেষে বিরক্ত হইয়া সে ঘর পরিত্যাগ করি।

তৃতীয় অধ্যায়।

ওয়েষ্টমিনিষ্টার আবি—টাউয়ার—চিত্রশালিকা—
ব্রিটীশ মিউসিয়ম—হর্স গার্ড—সেণ্টপল
গির্জা—ইজিপ্‌সিয়ান হল।

South Kensington Museum.

ওয়েষ্টমিনিষ্টার আবি অতি পবিত্র স্থান। আমরা তীর্থযাত্রীর ন্যায় এখানে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ব কালের মহাত্মাগণের সমাধি ও প্রস্তরমূর্ত্তিসমূহ সন্দর্শনে অতীব প্রীত হইলাম। মিল্‌টন, সেক্ষপীয়র, গ্রে, স্পেনসার, চশার, গোলড্‌স্‌মিথ প্রভৃতি কবিগণের প্রস্তরমূর্ত্তিসমূহ দেখিতে অত্যন্ত মনোহর। সম্প্রতি এস্থানে মহাত্মা ডারবিনের সমাধি দেওয়া হইয়াছে।

টাউয়ার—এটি লণ্ডনের একটি প্রাচীন দুর্গ, পরিখার দ্বারা চতুর্দ্দিক্ বেষ্টিত। "ডিনেমাইট" দ্বারা কোন দুর্বৃত্ত ইহা ধ্বংস করিবার চেষ্টা করাতে সম্প্রতি এস্থানে দর্শকগণ কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি

ব্যতিরেকে প্রবেশ করিতে পারেন না। আমরা লিখিত অনুমতি পাইয়া এস্থলে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইলাম। এক জন বৃদ্ধ কর্ম্মচারী পোনের শত শতাব্দির সেকেলে লালবর্ণের ঢিলে পোষাক পরিধান করিয়া আসিয়া আমাদিগকে দুর্গমধ্যে লইয়া গেল। স্থানটী প্রকাণ্ড, পুরাতন, প্রস্তরনির্ম্মিত, কালিমাখা। দেখিতে কিছুমাত্র শোভা বিশিষ্ট নহে। এই স্থানে পূর্ব্বকালের নানাবিধ বন্দুক, তোপ, লৌহবর্ম্ম ও তরবারি আছে। টাউয়ারে যে সকল লোম হর্ষণ ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা ভাবিতে গেলে হৃৎকম্প হয়। রাজ্ঞী অ্যান বলীন, রাজ্ঞী ক্যাথারিন হাউয়ার্ড, লেডী রচ্‌ফোর্ড, স্যর টামসমূর, বিশপক্রানমার, লেডি জেনগ্রে, আরেল অব্‌ এসেক্স প্রভৃতি এই স্থানে বন্দী ছিলেন এবং এই স্থানেই তাঁহাদিগের মস্তকচ্ছেদন করা হয়। কারাগারটি প্রস্তরনির্ম্মিত, ইহাএকটী ভয়ানক অন্ধকার গৃহ—দেখিয়া আমাদিগের রক্ত শীতল হইয়া গেল। সার্‌ওয়ালটর র‍্যালি যে ঘরে বন্দী ছিলেন, তাহাও দেখিলাম। এই ভয়ানক বন্দীশালায় থাকিয়া তিনি পৃথিবীর ইতিবৃত্ত রচনা করেন।

আমরা যাইয়া দেখিলাম, এখানকার রত্নগৃহ বন্ধ। একজন ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগত সম্ভ্রান্ত মিলিটারী কর্ম্মচারী পেন্‌সন পাইয়া রত্নগৃহের তত্ত্বাবধানের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া স্বহস্তে রত্নগৃহের দ্বার খুলিয়া দিলেন। বহু মূল্য রত্ন, রত্ন-ভূষিত রাজমুকুট ও সুবর্ণের রাজদণ্ড প্রভৃতি সযত্নে রক্ষিত আছে। দ্বিতীয় চার্লস নৃপতি যে মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন তাহাও দেখিলাম। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া যে মুকুট মস্তকে দিয়া রাজ্যাভিষিক্তা হইয়াছিলেন, তাহাও রক্তবর্ণ মখমল দ্বারা প্রস্তুত করা এবং বহুমূল্য রত্নের দ্বারা ভূষিত। ইহার মূল্য প্রায় চতুর্দ্দশ লক্ষ টাকা। এই স্থানে পূর্ব্বে কোহিনুর হীরক রক্ষিত ছিল; এক্ষণে তাহা মহারাজ্ঞীর নিকটে আছে।

ন্যাসানেল্ গালারি ও রয়েল্ একাডেমিমি—এই দুই স্থানে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট চিত্র সংরক্ষিত আছে। সম্প্রতি ন্যাসানেল্ গালারিতে ডিউক্ অব্ মারল্-বরোর নিকট হইতে লণ্ডনবাসিগণ একখানি মেরি ও খৃষ্টের রাফেলের চিত্রিত মূর্ত্তি ক্রয় করিয়া উপহার

দিয়াছেন। এই ছবিখানির মূল্য আট লক্ষ টাকা। এই টাকা সাধারণে চাঁদা করিয়া দিয়াছে।) উপরের লিখিত দুই স্থান ভিন্ন বণ্ড্ষ্ট্রীটে গষ্টেভ ডোরের কয়েকখানি ছবির প্রদর্শন গৃহ আছে। আমরা সেই ছবি গুলি দেখিয়া যার পর নাই সুখী হইয়াছি। মৃত ফরাশীস চিত্রকর ডোরের চিত্রবিদ্যায় বিশেষ ক্ষমতা ছিল। ডোর গালেরির নিকট, লং নামক একজন ইংরাজ চিত্রকরের কয়েকখানি চিত্র আছে। এগুলিও অতি পরিষ্কার এবং সুন্দররূপে চিত্রিত। ইহার মধ্যে Michal and Merab স্ত্রীমুর্ত্তি আছে তাহা বড় চমৎকার। ইংরাজ চিত্রকরগণ যদিও চিত্রবিদ্যায় আধুনিক ইতালীয় বা ফরাশীসগণের সমকক্ষ নহেন, তথাপি, তাঁহারা উৎকৃষ্ট চিত্র চিত্রিত করিতে সক্ষম। লাণ্ডসিয়রের পশু পক্ষীর চিত্র যার পর নাই উৎকৃষ্ট। আমরা সে গুলি দেখিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি।

ব্রিটিস্ মিউসিয়ম—এই গৃহটী থাকাতে ইংরাজজাতির বিদ্যা, বুদ্ধি, জাতীয়গৌরব প্রকাশ পাইতেছে। পৃথিবীর মধ্যে এতাদৃশ উত্তম স্থান আর নাই। বিদ্বান্ ব্যক্তি এই স্থানে প্রত্যহ আসিয়া বিবিধ গ্রন্থ

অধ্যয়ন ও প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান দ্বারা চিরজীবন মহা সুখে অতিবাহিত করিতে পারেন। আমরা এই স্থানে প্রবেশ করিবামাত্র এক জন কর্ম্মচারী বিনীতভাবে বলিলেন যে, "ডিনামাইট" অগ্ন্যুৎপাদক পদার্থের দ্বারা কতকগুলি দুষ্ট বিদেশীয় লোক এই গৃহ ধ্বংস করিবার কল্পনা করিয়াছিল, এজন্য সাধারণকে আপাততঃ সকল ঘরে যাইতে দেওয়া হয় না এবং অধিকাংশ ঘর বন্ধ রাখা হইয়াছে; কিন্তু এ স্থানের অধ্যক্ষ মহাশয় বোধ হয় আপনাদিগকে সকল প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিবেন। এই বলিয়া তিনি আমাদিগের পরিচয়যুক্ত কার্ড অধ্যক্ষ মহাশয়কে দেখাইয়া এক জন বিচক্ষণ কর্ম্মচারীকে আমাদিগের সঙ্গে দিলেন। পুস্তকালয়টী অতি বিশাল। এক স্থানে এত পুস্তক, পৃথিবীর আর কোন পুস্তকালয়ে নাই। মধ্যের গৃহটী গোলাকৃতি এবং তাহার উপরিভাগ কাচ দ্বারা আবৃত। পুস্তক রাখিবার আলমারি গুলি ধাতুনির্ম্মিত ও অত্যন্ত উচ্চ। তন্মধ্যে, থাকে থাকে অসংখ্য পুস্তক সাজান রহিয়াছে। এই প্রকোষ্ঠে অনেক কর্ম্মচারী কার্য্য করিতেছেন অথচ কিছুমাত্র

গোলমাল নাই। একটী কাষ্ঠাধারে লুথার, জন নক্স, নিউটন, মাইকেল এন্‌জিলো, রুবেন্‌শ, রেমব্রেণ্ট, এরিওষ্টো, রাসিন, ভলটেয়ার, নেল্‌সন প্রভৃতি বিখ্যাত ধীশক্তি সম্পন্ন মহাত্মাগণের হস্তলিখিত পত্র সংরক্ষিত আছে। হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ এস্থানে বিস্তর সংগৃহীত আছে। রাজা রামমোহন রায় এই স্থানে ডাক্তার রসেন্‌কে ঋগ্বেদের নকল লইতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। রসেন্‌ যে সময়ে ঋগ্বেদের নকল লন, সে সময়ে বঙ্গদেশে বেদের সংহিতাভাগ কেহই আলোচনা করিতেন না। ইউরোপীয় সংস্কৃত শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ বেদ ও তৎসম্বন্ধীয় গ্রন্থ সভাষ্য মুদ্রিত ও প্রচারিত করাতেই আজ্‌কাল বঙ্গদেশের লোক সকল বেদ দেখিতে পাইতেছেন। আমাদিগের পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ এমনি উদারস্বভাব যে, যে সকল জর্ম্মাণ পণ্ডিতগণ বেদ আলোচনা করিতেছেন, বেদ অনুবাদ করিতেছেন এবং তাহা জনসমাজে প্রচার করিতেছেন, সেই সকল মহাত্মাগণের প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করিতে লজ্জা বোধ করেন না। এখানে গ্রীক, রোমক, আসেরীয় ও

ইজিপ্তের নানাবিধ প্রস্তরনির্ম্মিত পুরাতন বস্তু আছে। এখানে অমরাবতীর বৌদ্ধ-স্তূপের নষ্টাবশেষ দেখিলাম। একটী ঘরে পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্য পদার্থের মধ্যে এক আশ্চর্য্য পদার্থ,—যাহা হালিকার নেশসের রাজ্ঞী আর্টমিশিয়ার অনুজ্ঞায় তাঁহার স্বামী মোসলমের সমাধির জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল,—সেই মসোলিয়ম গৃহটী সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া লইয়া এই স্থানে রাখা হইয়াছে। রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার মৃত্যু হইলে তাঁহাকে যে আধারে রাখা হয়, সেই আধারটীও দেখিলাম। এতদ্ভিন্ন কত দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন স্বর্ণ—রৌপ্য-তাম্র-মুদ্রা, কত প্রাচীন কালের মূর্ত্তি, বিবিধ উৎকৃষ্ট পুরাকালের চিত্র, ধাতুনির্ম্মিত বহুমূল্য অলঙ্কার, মনুষ্যের প্রাথমিক অবস্থার ব্যবহার্য্য বস্তু দেখিলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখানকার কর্ম্মচারী—যিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন,—তিনি আমাদিগকে তত্রস্থ প্রত্যেক উৎকৃষ্ট প্রাচীন বস্তুর বিবরণ সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এখানকার কর্ম্মচারিগণ অত্যন্ত ভদ্র লোক। আমরা বিদেশীয় বলিয়া তাঁহারা আমাদিগকে অতি আদরের সহিত প্রত্যেক ঘরে লইয়া গিয়া তত্রস্থ সমুদায় বস্তু

তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ব্রিটিস্ মিউসিয়ম অতি বৃহৎ এবং এখানে দেখিবার যোগ্য অনেক বস্তু আছে।

হর্সগার্ড—এখানকার কর্ম্মচারী একজন কর্ণেলের সঙ্গে আমাদের আলাপ হইয়াছিল। ইনি বড় ভদ্রলোক। ইহঁার অনুরোধে আমরা এক দিন হর্স-গার্ডে গিয়াছিলাম। এই বাটীর দ্বারের দুইদিকে দুই অশ্বারোহী সৈন্য অশ্বের উপর থাকিয়া দ্বার রক্ষা করিতেছে। হর্সগার্ডের সৈন্য ও অফিসারগণ সকলেই বলিষ্ঠ এবং সুপুরুষ। আমরা সেই পরি-চিত কর্ণেলের সঙ্গে হর্সগার্ডের সন্নিকটস্থ একটী অস্ত্রশস্ত্রের গৃহ দেখিতে গেলাম। এই গৃহে অনেক প্রকার তোপ, বন্দুক, বর্ম্ম, অসি ও গোলাগুলি আছে। এখানে হিন্দুকুলসূর্য্য কুমারসিংহের বর্ম্ম দেখিলাম। তিনি বৃদ্ধ বয়সে এই লৌহ বর্ম্ম পরিধান করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বীরবর নেলসনের টুপি, পোষাক, কেশ, এই স্থানে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

সেণ্টপল্ গির্জ্জা—লণ্ডনে যতগুলি গির্জ্জা আছে, তাহার মধ্যে এইটীই সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃশ্য ও মনোহর।

ইহার মধ্যের ঘরে ৫০০০ সহস্র লোক সচ্ছন্দে উপাসনা করিতে পারে। এমন সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট উচ্চ গৃহটী কয়লার ধুমে একবারে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখানে চিত্রকর জসুয়া, রেনল্ডস্, বীরবর চার্লস্ নেপিয়র্, পণ্ডিতবর জন্সন্, বিসপ্ হিবার্, লর্ড কর্ণওয়ালিস্, সংস্কৃতভাষায় সুপণ্ডিত স্যর্ উইলিয়ম্ জোন্স, লর্ড-নেল্সন্, স্যর্ জন্ মুর্ প্রভৃতির প্রস্তর-মূর্ত্তি দেখিলাম। (এই গির্জ্জায় মহাসমারোহে ডিউক অব্ ওয়েলিংটনকে সমাধি দেওয়া হইয়াছিল।) আমরা গির্জ্জার উপরে উঠিয়া লণ্ডন সহর দেখিলাম। এস্থান হইতে দেখিলে সহরের গৃহগুলি একটী জমাটবাঁধা স্থান বলিয়া বোধ হয়। একটী গৃহের ছাদের উপর দিয়া সহরের অনেক বাটীতে যাওয়া যায়। গির্জ্জার গোলাকার গুম্বজের ভিত্তির এক স্থানে কথা কহিলে সেই ভিতের অন্য স্থানের লোক ভিত্তির উপর কর্ণ সংলগ্ন করিলে তাহা স্পষ্ট শুনিতে পায়। ইহার নাম "Whispering gallery."

ইজিপ্‌সিয়ান্‌ হল।

মাস্কেইলন্‌ এণ্ড্‌ কুকের ঐন্দ্রজালিক তামাসা।—একদিবস আহারান্তে সহরে এখানে সেখানে বেড়াইয়া ও কয়েক জন ভদ্র লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া আসিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তথাপি ভাবিলাম বাসায় বিশ্রাম করা হইবে না, একটী আমোদের স্থানে বসিয়া সময় কাটাইতে হইবে। আমাদের দেশে শরীর ক্লান্ত হইলে একটা বড় চেয়ারে বসিয়া অথবা তাকিয়ায় ঠেশ দিয়া হাত পা ছাড়িয়া দিয়া আদ্‌ ঘুমন্ত অবস্থায় বিশ্রাম-সুখ ভোগ করিতাম, কিন্তু এ সহরে আসিয়া যতই পরিশ্রম করিয়া বেড়াই,—ততই যেন শরীরে স্ফূর্ত্তি হয়,—একটুও অলসভাবে অনর্থক বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না। এ সাহেবের দেশে আসিয়া আমাদেরও যেন সাহেবী মেজাজ হইয়া উঠিল। আমরা একআদটুক্‌ বিশ্রাম সুখ অনুভব করিব অথচ আমোদে সময় কাটাইব, ইহা ভাবিয়া মাস্কইলন্‌ এণ্ড কুকের তামাসা দেখিতে বেলা ৩টার সময় অম্‌নিবসে উঠিয়া “ইজিপ্সিয়ান্‌ হল” অভিমুখে গমন করিলাম। অম্‌নিবস্‌ খানি রাস্তার

এক পার্শ্বে থামিল এবং শকটচালক আমাদিগকে সাবধানে অবতরণ করাইয়া দিল। পথের অপর ধারে "ইজিপ্সিয়ান্ হল্।" এ পিকাডিলির রাস্তা, এখানে গাড়ি ঘোড়ার বড় ভিড়, কাযেই রাস্তা পার হওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। আমরা ইঙ্গিত করিবামাত্র একজন পুলিস-অফিসার আসিয়া আমাদিগের হাতধরিয়া পথ পার করিয়া দিল। লণ্ডনেএ বন্দোবস্ত বড় ভাল। এক-জন পুলিস-অফিসার ভদ্রলোককে রাস্তা পার করিয়া দিবার সময় সমুদয় গাড়ি ঘোড়া থামিয়া যায়। "ইজিপ্সিয়ান্ হল্" মিসরদেশের নক্সায় নির্ম্মিত। এ হর্ম্ম্য অতি সুদৃশ্য, কিন্তু বৃহৎ নহে। ইহার মধ্যে একটী চিত্রালয় স্থাপিত আছে, তাহা দর্শন-যোগ্য। একটা ছোট ঘরে মাস্কইলিন্ কুকের তামাসা হইয়া থাকে; তাহা দেখিলাম। তামাসাটী আমোদ-জনক বটে। বৈদ্যুতিক তারের দ্বারা শূন্যে বাজনা বাজিতে লাগিল, ঘর অন্ধকার হইল, রঙ্গশালায় একটী শব-কঙ্কাল আসিয়া তালে তালে নাচিতে লাগিল,—দেখিয়া আমার চক্ষুঃস্থির;—ছোট ছোট বালক বালিকা এদৃশ্য দেখিলে অবশ্যই ভয়ে জড়সড় হয়। দুই জন

ভারতবর্ষীয় পুরুষ ও একজন ভারতবর্ষীয়া কামিনী সাজিয়া নানারকম ভোজবাজী দেখাইল। এখানে কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত ঐরূপ বাজী দেখিয়া আমোদ করিলাম।

South Kensington Museum.—এটী দেখিবার উপযুক্ত স্থান। এখানে নানাস্থানের পূর্ব্বকালের ও আধুনিক সময়ের শিল্পবস্তু সকল সুন্দর প্রণালীতে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। লুভরে ও রোমে যে সকল সুন্দর প্রস্তরমূর্ত্তি আছে, তাহার আদর্শে কতকগুলি খড়ীর প্রতিমূর্ত্তি একটী ঘরে সজ্জিত আছে। ট্রাজান স্তম্ভের প্রকাণ্ড খড়ীর নকল-স্তম্ভ রাখা হইয়াছে। মাইকেল এন্‌জিলোর খৃষ্টের ও মেরীর চিত্র এবং তাঁহার নির্ম্মিত যে প্রস্তরের ডেভিডের মূর্ত্তি আছে—তাহার আদর্শে প্রস্তুত খড়ীর মূর্ত্তি দেখিলাম। এক ঘরে জাপান দেশীয়, এক ঘরে চীনদেশীয় নানাপ্রকার বস্তু ও বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। একটা লম্বা ঘরে ভারতবর্ষের শাল, মকমলের কাপড়, কিন্‌খাপের কাপড় প্রভৃতি সাজান আছে। এই স্থানে দেখিবার যোগ্য অনেক বহুমূল্য বস্তু অতি যত্নের সহিত রাখা হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

—o—

কিউ উদ্যান—ক্রিষ্টাল প্যালেশ—আলেক্‌জান্দ্রা প্যালেশ—রিচমণ্ড্‌ পার্ক—হ্যামটন্‌ কোর্ট—জলবিহার।

কিউ উদ্যান—লণ্ডনের বাহিরে স্থাপিত। তথায় রেলের গাড়িতে উঠিয়া গমন করিলাম। বাগান, তাহাতে নানারকম গাছ এবং বিবিধ প্রকার ফুল ফুটিয়া আছে, এরূপ দৃশ্য আমার নয়ন ভরিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়। ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে নানাপ্রকার গাছ এবং ফুল দেখিলাম। এমন শোভাবিশিষ্ট গাছ ও ফুল ভারতবর্ষের কোনও স্থানে নাই। এ গ্রীষ্ম-কালে, পল্লীগ্রামে, মাঠের শোভা বড়ই চমৎকার। সবুজ দুর্ব্বাদল মখমলের শয্যার ন্যায় দেখাইতেছে। তৃণের মধ্যে নানাবিধ শাদা, লাল, হরিদ্রা রঙ্গের ডেজি, পপি, কাউশ্লিপের ফুল ফুটিয়াছে, তাহা দেখিলে চক্ষু বড়ই পরিতৃপ্ত হয়।

কিউ উদ্যান অতি প্রকাণ্ড, অনেক স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। একটী কাচের ঘরে প্রবেশ করিলাম,

তাহার মধ্যে বড় গরম। এই স্থানে আফ্রিকার খর্জুর, তাল, কলা প্রভৃতি আছে। অন্য এক ঘরের জলাশয়ে পদ্ম, ভিক্টোরিয়া পদ্ম, কুমুদ এবং অন্য কয়েক রকম বিদেশীয় জলজ ফুল-গাছ আছে। অন্য ভাগে যে কত রকম নূতন নূতন গোলাপ ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, এবং তাহার শোভা যে কি? তাহা আর কি বর্ণন করিব। তন্মধ্যে জেভিয়ার ওলিবো নামক গোলাপের ফুল প্রায় কৃষ্ণবর্ণ। অনেক প্রকার কারেন্‌ও কাঁটার গাছ দেখিলাম। বড় বড় টবের উপর ফুসিয়ার গাছে সুন্দর সুন্দর ফুল ধরিয়াছে। হাইড্রাঞ্জিয়ার থোকা থোকা ফুলের কি মনোহর দৃশ্য! এইরূপ অনেক পুষ্প, অনেক বৃক্ষ, তৃণ, লতা, গুল্ম দেখিয়া নয়ন মন বড়ই পরিতৃপ্ত হইল। উদ্যান মধ্যে একটী জলাশয়ে কতকগুলি প্রস্তরের মধ্যে একটী ফুয়ারা উঠিতেছে, তাহা দেখিতে বড় সুন্দর। বাগানটীর সমুদায় অংশ পর্য্যটন করিয়া দেখিতে আমাদিগের অনেক সময় লাগিল।

ক্রিস্টাল্ পালেশ—ইহা লণ্ডনের বাহিরে সিডিন্‌হামে আছে। আমরা কয়েক দিবস এখানে গিয়া-

ছিলাম। ঘরটা অতিপ্রকাণ্ড এবং কাচ দিয়া ঢাকা। ইহার মধ্যে, দেখিবার অনেক জিনিস আছে। কোন স্থানে ফুয়ারায় জল উত্থিত হইতেছে, এবং নানাবিধ ফুলের গাছ টবে সাজান আছে। কোন স্থানে চারিদিকে মাটীর ও খড়ীর বড় বড় মূর্ত্তি, অনেক জিনিসের দোকান, নানাবিধ পশুপক্ষীর মৃতশরীর জীবিতের ন্যায় রক্ষিত আছে, দেখিতে পাইলাম। একটা ঘর ইজিপ্তদেশের প্রণালীতে নির্ম্মিত হইয়াছে, গৃহমধ্যে প্রকাণ্ড মিসরদেশীয় দেবমূর্ত্তিসমূহ শোভা পাইতেছে। এখানকার "অলহম্‌ব্রা কোর্ট" গৃহ দেখিয়া আমার ভারতবর্ষের বাদ্‌সাই ধরণের রাজবাটী মনে পড়িল। মুসলমান নৃপতিগণ স্পেনের গ্রাণেডা নগরে এইরূপ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অলহম্‌ব্রার এই সকল প্রাসাদ বড়ই নয়নানন্দদায়ক। গৃহপ্রাঙ্গণস্থ ফুয়ারার জলাধার শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত, তাহা সিংহসমূহ বহন করিয়া রহিয়াছে, সেই সকল সিংহের মুখাভ্যন্তর হইতে স্ফটিক্‌বিনিন্দিত জলধারা নির্গত হইতেছে। এই সুরম্য হর্ম্ম্যের ভিত্তি নানাবর্ণের চিত্রে পরিশোভিত। আমরা এখানে

একটু বিশ্রাম করিয়া ঘর গুলি নয়ন ভরিয়া দেখিলাম। এই প্রাসাদ দেখিয়া আমার দিল্লীর দেওয়ান খাস, ও দেওয়ান আম (সুরম্য হর্ম্ম্য) মনে পড়িল। মুসলমান নৃপতিগণ ভারতবর্ষেই হউক আর ইউরোপেই হউক, আপনার বিলাসভবনগুলিকে অনেক ব্যয়ে নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। এই প্রাসাদে অনেক লোকের সমা-গম হয় এবং ব্যবসায়ীরা এখানে জিনিস বিক্রয় করিয়া বিশেষ লাভবান্ হয়। কয়েক খানি দোকানে হস্তিদন্তের কারুকার্য্যবিশিষ্ট বিবিধপ্রকার সুদৃশ্য বস্তু দেখিলাম। সে সকল বস্তু অতিসুন্দররূপে ইংরাজ শিল্পিগণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। এখানে অনেক ভাল ভাল ছবি সাজান আছে। যদিও তাহা কোন বিখ্যাত চিত্রকরের চিত্রিত নহে, তথাপি তাহা দেখি-বার যোগ্য। একটা ঘরে পম্পিয়াইর ধ্বংসের ও ভিসুভিয়শ পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাতের 'পানরমা' দৃশ্য আছে, তাহা বড় সুন্দর।

আমরা এই খানে Handel Festival উপলক্ষে এককালে ৪০০০ চারি সহস্র গায়কের সঙ্গীত শুনিলাম। এত লোকের ঐকতানিক সঙ্গীত বিশেষ প্রাণস্প-

যায়। আমরা অন্য একদিবস রাত্রে এই স্থানে বাজি পোড়ান দেখিতে আসিয়াছিলাম।

আলেকজান্দ্রা পালেস্—এও একটী লণ্ডনের বাহিরে আমোদের স্থান। এখানেও ক্রিষ্টাল প্যালেসের মত অনেক দোকান আছে। চিত্রশালায় সুন্দর সুন্দর চিত্র ভিত্তিশোভিত করিয়া রহিয়াছে। ঘরের বাহিরে একস্থানে লাপ্‌ল্যাণ্ড বাসী স্ত্রী-পুরুষ, বালক, বালিকা বসিয়া আছে, দেখিলাম। ইহাদের নিকট তদ্দেশীয় কাষ্ঠের গাড়ি ও একটী বৃহৎ রেইনডিয়ার হরিণ রহিয়াছে।

আমরা ওয়াটারলু ষ্টেসন হইতে রিচ্‌মণ্ড ষ্টেসন গিয়া হ্যাম্‌টন্ কোর্ট গমন করা স্থির করিলাম। রিচ্‌মণ্ড একটী পল্লীগ্রাম কিন্তু তথায় বড় বড় বাটীর এবং সারি সারি সাজান নানাবিধ দোকানের অভাব নাই। ইহার পর টুইকিন্‌হাম নামক আর একটী গ্রাম। এই খানে কবিবর পোপ বাস করিতেন এবং লুই ফিলিপ নৃপতি এই স্থানে অনেক দিবস বাস করিয়াছিলেন। এই সকল পল্লীগ্রাম দেখিতে বড় মনোহর। গৃহের নিকট ফুলের বাগান এবং তাহা বিবিধ প্রকার বৃক্ষে

শোভিত। রিচ্‌মণ্ড পার্কে আসিয়া আমাদের মন বড় প্রফুল্ল হইয়াছিল। এমন নৈসর্গিক শোভা-বিশিষ্ট স্থান আর কখন দেখি নাই। চারিদিকে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ, পর্ব্বত, কন্দর, জলাশয় রহিয়াছে। আমা-দিগের শকটের নিকট শত শত মৃগ আসিয়া দাঁড়া-ইল। তাহাদিগকে দেখিয়া শকুন্তলা-নাটকের ঋষির আশ্রমের কথা মনে পড়িল। এই সকল জন্তু কেহই মৃগয়া করিতে আসিয়া বধ করে না। তাহারা বনের শোভা বৃদ্ধি করিবার জন্যই রহিয়াছে।

হাম্‌টন্ কোর্টের উদ্যান ও প্রাসাদ অতি মনো রম্য। এই বাটীতে কার্ডিনেল্‌উল্‌জি বাস করি তেন। আমরা লৌহনির্ম্মিত সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিলাম। এই স্থান হইতে বুসি পার্কের দুইধারে চেস্‌-নট্ বৃক্ষের শোভা দেখিতে বড়ই মনোহর। এক স্থানে জলাশয়ের মধ্যে একটী বৃহৎ ফুয়ারা, তাহাতে দিয়া-নার প্রস্তরমূর্ত্তি শোভিত; এখানেও অনেক মৃগ বেড়া-ইতেছে, ইহারাও মনুষ্যের পদশব্দে কিছুমাত্র ভীত হয় না। হাম্‌টন্ কোর্টের উদ্যান, আমাদিগের চিত্ত বিশেষ রূপে আকর্ষণ করিল। পুষ্পোদ্যানে, ভিতের

গায়ে, গোলাপের লতা সংলগ্ন আছে। তাহাতে কত রকম সুগন্ধযুক্ত মনোহর ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহা বর্ণন করা যায় না। সারি সারি কমলা লেবুর বৃক্ষ আছে, তাহার মধ্যে অনেক গাছ তৃতীয় উইলিয়ম নৃপতির সম-সাময়িক।

হাম্‌টন্ কোর্টের দ্রাক্ষালতার গৃহ বিখ্যাত। একটী কাচের ঘরে একটী দ্রাক্ষা-লতা কৃষ্ণবর্ণ ফলে সুশোভিত রহিয়াছে। ইহা ১১০ ফিট লম্বা এবং আমরা দেখিলাম, তাহাতে এক সহস্রের অধিক থোকা থোকা আঙ্গুর ধরিয়াছে। এই ফল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্য প্রেরিত হইয়া থাকে। দ্রাক্ষা-লতাটীর বয়ঃক্রম ১১৭ বৎসর হইবে। হাম্‌টন্ কোর্ট প্রাসাদ অতি প্রকাণ্ড এবং সেকেলে ধরণের। এই প্রাসাদের অভ্যন্তরে অনেক ভাল ভাল চিত্র আছে। এখানে বড় একটী সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে—কতক গুলি পতিপুত্রবিহীনা নিঃসহায়া ভদ্র মহিলাকে বিনা ব্যয়ে অবস্থিতি করিতে দেওয়া হয়।

আমাদিগের দুইটী প্রতিবাসী ইংরাজ মহিলার সঙ্গে বেশ আলাপ হইয়াছিল। তাঁহারা অল্প

বংশোদ্ভবা এবং সুশিক্ষিতা। এই দুর্ব্বল পক্ষার আমোদ-অনুরক্তা এবং শিল্প ও সঙ্গীতশাস্ত্রে নিপুণের তাঁহারা এক দিন বলিলেন, পরশ্ব শনিবারে টেমসে জলকেলির বড় ধুম হইবে, এই উপলক্ষে তাঁহারা আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন; আমরাও তাঁহাদের নিমন্ত্রণ সানন্দচিত্তে গ্রহণ করিলাম। সেই শনিবারে দুই প্রহর বেলার পর কিংস্টন্ ষ্টেসনে পঁহুছিলাম। তথায় তাঁহারা দুই সহোদরা এবং আর একটী ভদ্রযুবক আসিয়াছিলেন। আমাদিগের সঙ্গেও একটী ইংরাজ বন্ধু ছিলেন। আমরা সকলে একত্রে টেমস্ নদের তটে যাইয়া একখানি সুন্দর পরিষ্কার নৌকা ভাড়া করিয়া, তাহাতে আরোহণ করিলাম। আমরা নৌকা বাহিয়া চলিলাম। আজি জলকেলির বড় আমোদ। শত শত নৌকায় অসংখ্য অসংখ্য নর নারী আনন্দে মগ্ন হইয়া হাসিতে হাসিতে গান করিতে করিতে চলিয়াছে। যেন আজ ব্রজনারীগণ জলবিহার করিতেছেন, নব নাগর গোপতনয়েরও অভাব নাই। সীমন্তিনীর পাদযুগপ্রান্তে নাগররাজ ঘাড়ে গরুড়পক্ষীর ন্যায় বসিয়া আছেন; কেহ বা

।।য়িকার মানভঞ্জন উদ্দেশে তরী হইতে ৴রণ পূর্ব্বক টেমস্ তটের মনোহর ওইষ্টিরিয়া বা হনিসক্‌ল লতাকুঞ্জের আসনে উপবেশন করিয়া সীমন্তিনীর কমলসদৃশ আননের চিবুক ধরিয়া কত মধুরবাক্যে কর্ণ তৃপ্ত করিতেছেন। নদীর জলে যেন যুবক যুবতীর হাট বসিয়াছে। যে দিকে দেখি, সেই দিকেই শোভার সীমা নাই। যেন আজ সরোবরে শত শত শতদল কমল ফুটিয়া রহিয়াছে। কামিনীর হাস্য-ময় আস্য বড়ই শোভার স্থল!

আমরা তটের নিকট তরী লাগাইয়া কিছু জলযোগ করিলাম। ইউরোপীয় স্ত্রী পুরুষ কোন কালে কোন স্থানে আহার না করিয়া উপবাস করিয়া থাকে না। তাহাদের আহারের বন্দোবস্ত আগে, পরে অন্য কায। ইউরোপীয় নরনারী আমাদিগের ন্যায় নহে। আমাদিগের কোন স্থানে যাইতে হইলে উপবাসী থাকিয়া মৃতপ্রায় হইয়া বাটী ফিরিয়া আসিতে হয়।

টেমস্-তটে গ্রামের শোভা বড় সুন্দর। চেস্‌নট্ ও হথরণ এলম্ প্রভৃতি বৃক্ষের কি মনোহর শোভা!

তাহাতে আবার থ্রশ, লার্ক, রবিন, বুলবুল পক্ষীর সুমধুর সঙ্গীতে কর্ণ যুগল পরিতৃপ্ত হয়। নগরের কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া এই সকল পল্লীগ্রামে ২।১ দিবস থাকিতে মনে বড় সুখ হইয়া থাকে। কয়েক স্থান প্রস্তর দিয়া বাঁধান থাকাতে প্রস্তরগ্রথিত সেই সকল স্থানের উপর দিয়া টেমস্ নদের জল ঝর ঝর করিয়া স্রোতমধ্যে গিয়া সবেগে পতিত হইতেছে। এই জল-প্রপাত-শব্দ কর্ণে মধুর লাগিল। গ্রাম, তৃণ,গুল্ম, লতা, জল, সকলই যেন আনন্দে হাসিতেছে। আজি যেন প্রকৃতি দেবী কোন উৎসবের নিমিত্ত সাজসজ্জা করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। আমরা অতি প্রফুল্লচিত্তে তরী বাহিয়া নানাপ্রকার হাস্যকৌতুক করিতে করিতে হাম্টন কোর্ট পার হইয়া অনেক দূর গিয়াছিলাম। এইরূপে জলকেলি সমাপন করিয়া রাত্রে কিংশটন রেলওয়ে হইয়া লণ্ডনে পঁহুছিলাম।

কিছুকাল লণ্ডনে বাস করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বড় কষ্ট হইল। লণ্ডনে অনেকের সহিত আমাদিগের পরিচয় এবং কএকজনের সহিত বিশেষ বন্ধুতা হইয়াছিল। আমবশাদার পাশ

তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া লণ্ডন পরি-ত্যাগ করিলাম। বিপুল তরঙ্গপূর্ণ "চ্যানেল" পার হইয়া ফরাশীশ্ রাজ্যে পঁহুছিলাম। আমরা অমরা-বতী-সদৃশ পারিশ ভুলিতে পারি নাই। মনে করিয়া-ছিলাম, ব্রসেলস্ পার হইয়া পারিশ যাইব কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই; একবারে বরাবর পারিশ পঁহুছিলাম।

চতুর্থ অংশ।

ইতালী।

টিউরিন।

FAIR ITALY!

"Thou art the garden of the world, the home
Of all art yields, and nature can decree,
Even in thy desert, what is like to thee?
Thy very weeds are beautiful, thy waste
More rich than other climes' fertility;
Thy wreck a glory, and thy ruin graced
With an immaculate charm which
cannot be defac'd."

Byron, Ch. H. IV. 26.

পারিশ হইতে টিউরিনে আসিলাম। টিউরিনের মধ্যস্থলের রেলওয়ে ষ্টেসনটী অতি সুন্দর ও বৃহৎ। ষ্টেসনের বিশ্রাম ঘরের ভিত্তিতে সুন্দর চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। তাহা বহুব্যয়ে ইতালীর বিখ্যাত আধুনিক চিত্রকরের দ্বারা চিত্রিত হইয়া দর্শকগণের নয়নানন্দ প্রদান করিতেছে। টিউরিনের ইতালীয় নাম

টোরিনো; ইহা ১৮৫৯ হইতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইতালীর রাজধানী ছিল এবং রাজা এই স্থানে বাস করিতেন।

আমরা ষ্টেসনে আসিয়া দেখি, একটী লোকও ইংরাজী কথা বুঝে না সুতরাং কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া একবারে বহির্ভাগে আসিয়া একখানি সুন্দর হোটেল অম্‌নিবস্‌ গাড়িতে উঠিয়া শকট চালককে নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে ইঙ্গিত করিলাম। পথের চারিধারে ফুলের বাগান ও সুরম্য অট্টালিকা। বাগানে থোকা থোকা গোলাপ ফুলের ন্যায় শাদা, লাল ও হরিদ্রা রঙ্গের বড় বড় করবীর পুষ্প ফুটিয়া সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে। ইতালীতে করবীর পুষ্প আদৃত। তাহা আমাদের দেশের করবীর অপেক্ষা সুন্দর, বৃহৎ এবং সুগন্ধ। ভারতবর্ষে হরিদ্রা রঙ্গের করবীর কখন দেখি নাই; এদেশে তাহা দেখিলাম। এই পুষ্প অতি মনোহর ও সুবর্ণবর্ণ। এ গ্রীষ্মকাল, একজন্য অন্যান্য ফুল গাছ এ সময় পুষ্প প্রসব করে না, কেবল কারনেসনের ফুল অনেক ফুটিয়া রহিয়াছে। ইতালীর লোকেরা কারনেসন ফুলের গুচ্ছ বক্ষঃস্থলে

ধারণ করিয়া থাকে। ইউরোপের লোক মাত্রেই পুষ্প-প্রিয়, পুষ্প ভিন্ন তাহাদের গৃহ, বা পরিচ্ছদ, কিছুই শোভা প্রদান করে না।

টিউরিনের রাস্তার দুই ধারে অট্টালিকার শোভা অতি সুন্দর। পুরাতন সহর পরিবর্ত্তিত করিয়া এ নূতন সহর নির্ম্মিত হইয়াছে। এ নগর যদিও বৃহৎ নহে কিন্তু দেখিতে বড় সুন্দর। নানাবিধ দোকান, পুষ্প উদ্যান ও মনোহর গগন-স্পর্শকারী অট্টালিকা মালা দেখিতে দেখিতে হোটেল 'ট্রাম্বেটা' নামক একটী বিখ্যাত প্রাসাদে আসিলাম। (এখন বেলা ২টা হইয়াছে; রৌদ্র অতি প্রখর, এমন কি, বঙ্গদেশের চৈত্রমাস বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।) হোটেলের অধ্যক্ষ ইংরাজী বলিতে পারেন এবং তিনি অতি ভদ্র লোক। তিনি আমাদিগকে অতীব আদরের সহিত সম্ভাষণ করিলেন। হোটেলের ঘরগুলি অতি পরিষ্কার ও সুসজ্জিত। একটী দেওয়ালে একখানি স্ত্রীমূর্ত্তি চিত্রিত রহিয়াছে। অধ্যক্ষ মহাশয় কহিলেন, এটী চিত্রিত করাইতে তাঁহার ৭৫০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে।

টিউরিনের পিয়াজোকাষ্টলো নামক স্থান নগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই খানে উত্তম উত্তম দোকান, ধনাঢ্য লোকের প্রাসাদ এবং রাজবাটী আছে। পালেজোরিএল অর্থাৎ রাজপ্রাসাদ ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। যদিও ইহা বৃহৎ কিন্তু ইহার বাহ্-দৃশ্য তত মনোহর নহে। প্রাসাদের তোরণ-সম্মুখে দুই পার্শ্বে দুইটী স্তম্ভ আছে; তাহার উপরিভাগে একদিকে পিত্তল নির্ম্মিত কাষ্টর ও একদিকে পোলক্‌স্ মূর্ত্তি রহিয়াছে। গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবা-মাত্র কতকগুলি অতি উত্তম প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম। তাহার মধ্যে প্রথম ডিউক ভিক্টর আমাডিউসের মূর্ত্তিটী বড় সুদৃশ্য। তাহা পিত্তলের এবং ঘোটকটী প্রস্তর দ্বারা গঠিত। আমরা রাজবাটীতে অবাধে প্রবেশ করিলাম। একজন প্রবীণভৃত্য আমাদিগকে সাদরে সঙ্গে লইয়া সকল প্রকোষ্ঠ দেখাইল। বাটীর বহির্ভাগ দেখিতে যদিও তত সুন্দর নহে, কিন্তু ঘরের মধ্যভাগ রাজবাটীর মত অতি উত্তমরূপে সজ্জিত রহিয়াছে এমন কি ভারতবর্ষে কোন কালে কোন রাজপ্রাসাদ এরূপ সজ্জিত হয় নাই বলিলেও অন্যায় বলা হয় না।

ঘরগুলি আগাগোড়া অতি উৎকৃষ্ট হরিদ্রা ও লাল রঙ্গের স্যাটিনে মোড়া, তাহার মধ্যে নানাবিধ প্রস্তর মূর্ত্তি ও তৈলরঙ্গের চিত্রিত বিবিধ প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। ছবিগুলি বহুমূল্য এবং আধুনিক ইতালীয় চিত্রকর দ্বারা চিত্রিত। ভোজনের ঘর বৃহৎ এবং অতিসুন্দর। নৃপতি হম্‌বর্ট মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া বাস করেন। রাণীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম। তিনি অতি গুণবতী এবং সুন্দরী। রাজকুমারের প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম, তাহাও সুন্দরচিত্রিত। তাঁহার বয়স ১৪ বৎসর, ইহা মুখশ্রীতে প্রকাশ পাইতেছে। রাজবাটী দেখা শেষ হইলে আমরা রাজভৃত্যকে কিছু পারিতোষিক দিলাম। সে তাহা গ্রহণ করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করিল। (ভারতবর্ষের রাজা রাজাড়ার বাটীর চাকর সকল যেরূপ ভদ্র লোকের সঙ্গে অভদ্রতাচরণ করে, এখানকার ভৃত্যেরা সেরূপ নহে। ইহারা অতি শিষ্টস্বভাব এবং বিনয়ী।)

রাজবাটী দেখার পর "আরমেরিয়া রিএল" অর্থাৎ রাজবাটীর অস্ত্রশালা দেখিতে গমন করিলাম। ইহা রাজবাটীর সন্নিকটস্থ। আমরা অস্ত্রশালা দেখিয়া

আনন্দিত হইলাম। তাহার মধ্যে ঘোটকের উপরে বর্ম্ম পরিধান করা অনেক যোদ্ধার প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে, সে সকল সজীব বলিয়া বোধ হইল। ঘোটকগুলি মৃতঘোটকের চর্ম্মে প্রস্তুত। লৌহবর্ম্মগুলি বড় ভারি, তাহা পরিধান করিয়া যুদ্ধ করা পূর্ব্বকালে যে বড় সহজ ব্যাপার ছিল, এমত বোধ হয় না। আমরা বাঙ্গালী, ঐরূপ একটা বর্ম্ম পরিধান করিবামাত্রই আমরা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি;—দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করা পরের কথা। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট মারেঙ্গার যুদ্ধে যে তরবারি ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা দেখিলাম। বেণিভেনুটো সিলিনি দ্বারা নির্ম্মিত একখানি সুন্দর ঢাল দেখিলাম। তাহাতে জুগরথার বিরুদ্ধে মেরিয়সের যুদ্ধসজ্জার বিষয় সুন্দর রূপে চিত্রিত রহিয়াছে। এস্থানে ভারতবর্ষের অনেক অস্ত্র শস্ত্র দেখিলাম। তাহার মধ্যে টিপু সুলতানের একখানি তরবারি আছে। এই বাটীর নীচের গৃহে একটী পুস্তকালয় আছে। এখানে লিয়নার্ড ডি ভিন্‌সির কয়েকখানি সুন্দর চিত্র রহিয়াছে। একটী স্ত্রী-লোক একটী ছোট ঘরের মধ্য হইতে বাহির হইয়া

আসিয়া আমাদিগকে একখানি বোনাপার্টের হস্তের যষ্টি দেখাইল। তাহা যে বিশেষ মূল্যবান্—তাহা নহে, কিন্তু মহাবীর বোনাপার্টের ব্যবহার করা বস্তু বলিয়া সকলে ইহা আদরের সহিত দেখিয়া থাকে। আমরা ছড়ি গাছটী দেখিয়া স্ত্রীলোকটীকে অর্দ্ধ ফ্রাঙ্ক পারি-তোষিক দিলাম।

একস্থানে একটী ক্ষুদ্রপর্ব্বতের মত সাজান প্রস্তর-স্তূপ আছে। তাহার উপরে কয়েকটী শ্বেতপ্রস্তরের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। ইহার চারিদিকে গমনাগমনের পথ রহিয়াছে। এই স্থানটী দেখিয়া আমার বড়ই মনো-রম্য বলিয়া বোধ হইল। স্বভাবের সহিত কারুকার্য্যের সংমিশ্রণ অতীব মনোহর। ইতালীর ভাস্করগণ এ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী। পর্ব্বতটী স্বাভাবিক পর্ব্ব-তের ন্যায় গঠিত, তাহার উপরে প্রস্তরের মূর্ত্তিগুলি সজীবের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে।

পালেজো মাডামা—১৩০০ খৃষ্টাব্দের একটী বৃহৎ প্রাসাদ, ইহা নগরের মধ্যস্থলে স্থাপিত। প্রাচীন অট্টা-লিকার মধ্যে এইটী মাত্র দেখিলাম।

টিউরিনের চিত্রশালা দেখিবার বিশেষ যোগ্য। এখানে গ্রীসের ও ইজিপ্টের অনেক অনেক প্রাচীন বস্তু আছে। এক স্থানে মিসরের নৃপতিগণের প্রস্তরময় মূর্ত্তি, একস্থলে মিনর্ভা, জুপিটর, অরফুস, হারকুলিস প্রভৃতির বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর মূর্ত্তি সকল দেখিলাম। মিসর দেশীয় প্রাচীন মূর্ত্তিসমূহ সুন্দর নহে, পরন্তু তাহা ভীষণদর্শন। এতৎসংক্রান্ত চিত্রালয়ে ৫০০ শতের অধিক চিত্র রহিয়াছে। সেগুলি যদিও সর্ব্বোৎকৃষ্ট নহে, তথাপি তাহার মধ্যে গিডো, রুবেন্‌স, ভান ডাইক কৃত কয়েকখানি উত্তম চিত্র আছে। এই চিত্রগুলি এস্থানে সম্প্রতি রক্ষিত হইয়াছে।

টিউরিনের অভিনব প্রস্তরমূর্ত্তির মধ্যে, কৌণ্ট কাবুরের মূর্ত্তিটী বড় সুন্দর। ইহা ফ্লরেন্স নগরবাসী ডুপ্রে নামক ভাস্করের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে টিউরিনে সংরক্ষিত হইয়াছে। এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য ইতালীর গবর্ণমেণ্টকে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে। কৌণ্ট কাবুরের মূর্ত্তি ভিন্ন নৃপতি চার্লস্ আলবার্টের একটী সুন্দর পিত্তলের মূর্ত্তি দেখিলাম। লা কনসোলেটা নামক গির্জ্জায়

একখানি মাডোনার অতি উত্তম প্রতিমূর্ত্তি আছে। এই ধর্ম্মমন্দিরটী ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। এখানে রাজ্ঞী মেরিয়া থেরেসা ও মেরি এডোলডের প্রস্তর মূর্ত্তি রহিয়াছে।

পর্ব্বতের উপরে ইতালীয় নৃপতিগণের সমাধি-মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। এই পর্ব্বতের উপরে উঠিবার জন্য সম্প্রতি নূতন রকমের রেলের রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। রেলের গাড়ির সঙ্গে কল থাকে না। ষ্টেসন ঘরের মধ্যে কল চলিতেছে, তাহাতেই গাড়িগুলি তারের দড়া পাকান রাস্তার উপর দিয়া মহাশব্দে চলিয়া থাকে। অতি অল্প সময়ের-মধ্যেই অতি উচ্চ পর্ব্বতের চূড়াস্থ ষ্টেসনে আসিয়া গাড়ি থামিল এবং আমরা অবতরণ করিলাম। এখানে একটা স্থানে একটী প্রকাণ্ড দূরবীক্ষণ রাখা হইয়াছে। আমরা টিকিট ক্রয় করিয়া এই যন্ত্র দ্বারা আল্প স পর্ব্ব-তের শোভা দেখিলাম। টিউরিন নগর এখান হইতে অতি মনোহর দেখাইতে লাগিল। পো-নদী একটী শ্বেত সূত্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। আমরা পদব্রজে পর্ব্বতের মস্তকোপরি সুপার্গা দেখিতে

উঠিলাম। গৃহটী দেখিতে বড় উত্তম। ইহার মধ্যে নৃপতি রাজকুমার ও রাজ্ঞীগণের সুন্দর প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি এবং সমাধি রহিয়াছে।

নগর মধ্যে ভিক্‌তর ইমানিউএল নৃপতির স্মরণ জন্য একটী অতি বৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতেছে, তাহা বোধ হয় আর বৎসরদ্বয়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ হইবে। এই প্রাসাদ একটী পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ। ইহার চূড়া অনেক দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয়।

মিলান।

টিউরিন হইতে বেলা ৯ টার সময় রেলের গাড়িতে মিলান নগর যাত্রা করিলাম। দ্রুতগামী মেলট্রেনে অনেক যাত্রী হয়। স্ত্রী পুরুষ সকলেই এক গাড়িতে উঠিয়া থাকে। ইতালীর স্ত্রীলোকেরা বড় সুশ্রী এবং ভদ্র; কিন্তু স্ত্রী পুরুষ কেহই ইংরাজী কথা প্রায় বুঝে না। গ্রাম ও গোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া গাড়ি সবেগে ছুটিতে লাগিল। চারিদিকে মাঠের মধ্যে আঙ্গুরের ক্ষেত্র, তাহাতে থোকা থোকা আঙ্গুর ধরিয়াছে। এখানে আঙ্গুরের চাসই প্রধান। তাহাতে

সুরা প্রস্তুত হয় বলিয়া অনেক লাভ হয়। এখানে সচরাচর দুই প্রকার মদ্য ব্যবহৃত হয়—মারসালা ও আষ্টী। এদেশে ইহার মূল্য বড় সুলভ। ইতালীর বালকেরা জলের পরিবর্ত্তে এই মদ্য ব্যবহার করে। তাহার মাদকতা শক্তি নাই বলিলেও হয়। বাঙ্গালী বাবুদিগের এই মদ্যে কিছুই হয় না। তাঁহাদের "ব্রাণ্ডি পাণি" না হইলে আমোদ হয় না, কিন্তু ইতালী দেশের লোকেরা মাতাল হইতে হয়, এমন তীব্র সুরা কখনই পান করে না।)) আঙ্গুরের ক্ষেত্র মধ্যে বড় বড় তুতের বৃক্ষ রহিয়াছে। তাহা উত্তমরূপে কাটিয়া দেওয়াতে নব নব পল্লব বাহির হইয়াছে দেখিলাম। উহার পত্রগুলি পলু পোকার আহারের জন্য গৃহীত হয় এবং উহার ফলও অতি মধুর। বঙ্গদেশের তুতের ফলের ন্যায় অম্ল নহে।.) পর্ব্বতমালা বেষ্টিত ও বিবিধবৃক্ষে পরিপূর্ণ প্রান্তরভূমি দেখিতে দেখিতে বেলা ১ টার সময় মিলান নগরে পঁহুছিলাম। এখানকার ষ্টেসন ঘর বৃহৎ এবং সুদৃশ্য। ঘরের ভিতরের ভিত্তিতে অত্যুৎকৃষ্ট চিত্র এবং

তাহার প্রাঙ্গণ বিবিধ প্রস্তরমূর্ত্তির দ্বারা সুসজ্জিত রহিয়াছে।

আমরা ষ্টেসন হইতে "হোটেল ডি ইউরোপে" গমন করিলাম। হোটেল গৃহটী অতি পরিষ্কার। ইহার একদিগের দেওয়ালে ভিনিসের থিয়েটারে অভিনয়ের প্রতিকৃতি চিত্রিত আছে তাহা দেখিতে বড় সুন্দর। 'চিত্র খানির জন্য গৃহস্বামীর অনেক ব্যয় হইয়াছে' আমরা এইরূপ প্রশংসা করাতে, তিনি আমাদিগকে ইহার একটী ফটগ্রাফ উপহার দিলেন।

আমরা একজন সঙ্গী লইয়া মিলানের বিখ্যাত কাথিড্রেল গির্জ্জা দেখিতে গেলাম। ইহা শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত প্রকাণ্ড এবং সহস্র সহস্র মূর্ত্তিতে পরিশোভিত। মূর্ত্তি, চূড়াসমূহ এবং বাহিরের কারুকার্য্য যে কি পর্য্যন্ত সুন্দর, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। ভারতবর্ষেরত কথাই নাই, পৃথিবীর মধ্যে যে তাদৃশ সুন্দর মনুষ্য-নির্ম্মিত বস্তু আছে, তাহা আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে জ্ঞাত ছিলাম না। গ্রন্থ পড়িয়া মিলানের ধর্ম্ম মন্দিরের বর্ণ্য-বিষয় কিছুই বুঝা যায় না; চক্ষে দেখিলেই তাহার সৌন্দর্য্য হৃদয়ে প্রবেশ করে। ১৩৯১

খৃষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়, পরে কিছুকাল বন্ধ থাকে। অনন্তর ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে বোনাপার্ট ইহা নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। যদিও ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হইয়াছে সত্য; তথাপি এ পর্য্যন্ত গৃহের আভ্যন্তরিক চিত্রকার্য্য সমাধা হয় নাই। আজিও তাহার চিত্রকার্য্য চলিতেছে। সম্পূর্ণরূপে শেষ করিতে বোধ হয় ৫০।৬০ বৎসর লাগিবে। ইহার নির্ম্মাণের জন্য কোটি কোটি অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে। তাজমহল বা দিল্লীর মোগল-প্রাসাদ-সমূহ ইহার কাছে বালকের ক্রীড়ার খেলানার ন্যায় বোধ হয়। গির্জ্জার মধ্যে ৫২টা বৃহৎ স্তম্ভ আছে, তাহার এক একটা প্রস্থে ১২ ফুট হইবে এবং তাহার উপরে তদুপযুক্ত বৃহৎ প্রস্তরমূর্ত্তি রহিয়াছে। অনেক বিখ্যাত ধার্ম্মিক ধর্ম্মযাজকগণের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মনোহর মূর্ত্তি, কুমারী মেরী ও যীশুর কৌমার মূর্ত্তি প্রভৃতি সমস্তই অতীব উৎকৃষ্ট। প্রবেশ করিয়া চারিদিকে প্রতিমূর্ত্তি, কাচের উপর নানাবিধ চিত্র, নানা বর্ণের প্রস্তর-শোভিত ভিত্তি এবং ইতালীয় ভাস্করগণের আশ্চর্য্য কারুকার্য্য দেখিতে দেখিতে চক্ষে ধাঁদা লাগিয়া গেল। কোন্

বস্তু দেখিয়া যে কি বলিব—কিরূপেই বা প্রশংসা করিব-তাহা স্থির হইল না। বাক্‌শক্তি রহিত হইল, অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম। অধিক আর কি বলিব, এক মাস কাল ক্রমাগত দেখিলে পর মিলান কাথিড্রেল বর্ণন করা যায় কি-না সন্দেহ।

মিলান নগর ১১৬২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ফ্রেড্রিক বারবরোসা কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয়, কেবল কয়েকটী গির্জ্জা মাত্র অবশিষ্ট থাকে। ১১৬৭ খৃষ্টাব্দে ইহা পুনর্ব্বার সুন্দররূপে নির্ম্মিত হয়। তাহার জন্য প্রভূত অর্থ ব্রেসিয়া, বারগামো, মাঞ্চুয়া ভেরোনার রাজ-ভাণ্ডার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। লিয়নার্ড ডিভিন্‌সি এবং তাঁহার ছাত্রবর্গ বিবিধ চিত্র ও প্রস্তরমূর্ত্তির দ্বারা এ নগরের মনোহর শোভা বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। এখনও এখানে চিত্রবিদ্যার বিশেষ উন্নতি আছে। আধুনিক চিত্রসমূহ রাজবাটী ও চিত্রশালিকা দেখিলে মোহিত হইতে হয়, কিন্তু আজ কালিকার চিত্রগুলি পূর্ব্বকালের চিত্র হইতে অনেক নিকৃষ্ট। এ সকল ফরাশীশ চিত্রকরের অনুকরণে চিত্রিত।

মিলানে আসিয়া সকল লোকেই যীশুখৃষ্টের শেষ ভোজের চিত্র খানি দেখিয়া থাকে, আমরাও সেজন্য তাহা দেখিতে গেলাম। একটা পুরাতন অপরিষ্কার বাটীতে প্রবেশ করিয়া দেখি, এক ব্যক্তি একটী ঘরের দ্বারের নিকট বসিয়া রহিয়াছে। তাহাকে আমরা প্রত্যেকে এক এক ফ্রাঙ্ক দিয়া মধ্যে যাইতে অনুমতি পাইলাম। মনে করিয়াছিলাম, না জানি কি অদ্ভুত চিত্রই দেখিব, কিন্তু ঘরে ঢুকিয়াই হতাশ হইলাম। সম্মুখে দেখি, পুরাতন ভিত্তি, তাহার উপরে খৃষ্টের শেষভোজের চিত্রখানি চিত্রিত, তাহা প্রায় সৌন্দর্য্যহীন হইয়া উঠিয়াছে।) ইহার আসল অপেক্ষা নকল গুলি যাহা দেখিলাম, তাহা অতি উত্তম। লিয়নার্ড ডিভিন্সি বিখ্যাত চিত্রকর ছিলেন। তাঁহার শেষ ভোজের চিত্র উৎকৃষ্ট বটে; কিন্তু ভিতের উপর ভাল চিত্র অনেক দিন কি প্রকারে থাকিতে পারে? কাযেই কালক্রমে মলিন হইয়া যাইতেছে।

বৈকালে আমরা রাজবাটী দেখিতে গমন করিলাম। এ রাজপ্রাসাদও অতি উত্তম ও সুসজ্জিত।

প্রত্যেক ঘর এক এক প্রকার প্রণালীতে সাজান রহিয়াছে।

গেলারিয়া ভিক্টোরিও ইমানুএল নামক প্রাসাদ-শ্রেণী নগরের উৎকৃষ্ট অংশ। ইহা ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে মেনগণি নামক ইতালীয় ভাস্কর দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল। তিনি ইহা সমাধা করিবার অত্যল্পকালপূর্ব্বে দৈবাৎ এই বাটীর উপর হইতে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। সন্ধ্যার সময় এই স্থান ২০০০ সহস্র গ্যাসের আলোকমালায় শোভিত করা হয়। (এখানে কাবুর মাকেয়ভেলি, মার্কপোলো, রাফেল, গালিলিও, ডান্টী, মাইকেল এনজিলো, কলম্বস প্রভৃতি ব্যক্তিগণের ২৪টী প্রস্তরমূর্ত্তি আছে।) সে গুলি দেখিতে অতি উত্তম।

পিয়াজো স্কালায় লিয়নার্ড ডিভিন্সির প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। পৃথিবীর বিখ্যাত থিয়েটার স্কালা নামক অভিনয় গৃহ দেখিলাম। এক্ষণে গ্রীষ্ম জন্য অভিনয়-ক্রীড়া বন্ধ আছে। ইহা প্রকাণ্ড এবং সুদৃশ্য। রাত্রিতে বৈদ্যুতিক আলোকমালায় এ স্থান দিবা বলিয়া ভ্রম হয়। প্রবেশ দ্বারের মধ্যে একদিকে বেলিনি ও একদিকে ভারডির প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

ইহাঁরা উভয়েই ইতালীর বিখ্যাত কবি ও সঙ্গীতাচার্য্য। এই থিয়েটর গৃহের নিকট পালেজো ডেল মেরিনো নামক গৃহ আছে, তাহাতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে মিউনিসিপেল আফিস স্থাপিত হইয়াছে।

আমরা ফেডিল নামক যে জেস্থইট গির্জ্জা দেখিতে গমন করিলাম—ইহা ১৫৬৯খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। গির্জ্জার বেদী বড় উচ্চ এবং সুন্দর। তাহা পেলিগিরিনি নামক ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধারণে প্রস্তুত হইয়াছিল। এই গির্জ্জার সংলগ্ন আরচিড পুস্তকালয়। তথায় মিলানের ইতিবৃত্ত-সংক্রান্ত অনেক হস্তলিখিত কাগজ পত্র আছে। এখান হইতে গমন করিবার সময়, পথের ধারে একটী বাটী দেখিলাম, তথায় বিখ্যাত ইতালীয় গ্রন্থকার মানজনি বাস করিতেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কাবেলিয়ার পলডিপেজলি নামক একজন দেশহিতৈষী ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁহার বৃহৎ এবং মনোহর সুসজ্জিত প্রাসাদ মিলান নগরের লোককে দান করিয়া গিয়াছেন। ইহার নাম "মুসিওপলডি পেজোলি"। আমাদিগের দেশের বড় মানুষেরা নাম কিনিবার জন্য বা গবর্ণমেন্টের নিকট খেতাব পাইবার

জন্য মহা ডুন্দুভিধ্বনি করিয়া অর্থদান করিয়া থাকেন। উদ্দেশ্য,লোকের উপকার নহে,কেবল নিজের উপকার। এ সকল দেশের বড় লোকেরা সেরূপ নীচাশয় নহেন। তাঁহারা রাজপুরুষগণের প্রিয়পাত্র হইবার জন্য দান করেন না। প্রকৃত দেশের লোকের উপকারের জন্যই দান করিয়া থাকেন, তাহার নিমিত্ত এমন কি নিজের ঘর দ্বার পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিয়া থাকেন। এরূপ দৃষ্টান্ত এক্ষণে আমাদিগের দেশে পাওয়া দুর্ঘট। ইহাতে কেবল যে আমাদিগের দোষ, তাহা নহে, রাজপুরুষ গণও আমাদিগকে ঐরূপ করিয়া তুলিতেছেন বলিয়াই আমরা ঐরূপ হইতেছি। মনের কিছু-মাত্র সাহস নাই যে আমরা স্বাধীন ভাবে কোন একটা কার্য্য করিয়া উঠিতে পারি। ইহাও বলিতে পারি যে, প্রভূত অর্থদান করা আমাদিগের দেশের ধনাঢ্য লোকের ক্ষমতা নাই। ইউরোপীয় ধনাঢ্য গণ কুবেরতুল্য ধনশালী। তাঁহাদের ধনভাণ্ডার অক্ষয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা সহজে এক খান ৭।৮ লক্ষ টাকা মূল্যের রাফেলের ছবি ক্রয় করিয়া স্বদেশীয় চিত্রশালায় উপহার দিতে পারেন।

পলডিপেজলি একজন এই শ্রেণীর লোক। তাঁহার প্রাসাদে অনেক অমূল্য নিধি ছিল, সে সমস্ত সমেত তিনি নাগরিকগণকে দান করিয়াছেন। প্রথম গৃহ "সালা ডোরেটায়" দুই তিন শত বৎসরের সোণা রূপার নির্ম্মিত ও রত্নখচিত দ্রব্য-সমূহ,—ইহার মূল্য অসংখ্য মুদ্রা। যুদ্ধের নানাবিধ বহুমূল্য বর্ম্ম, এবং অনেকগুলি প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা গৃহগুলি সুসজ্জিত রহিয়াছে। আমরা এ স্থান দেখিয়া ব্রেরানামক যে দুইটী মিউসিয়ম আছে, তাহা দেখিতে গমন করিলাম।

এই প্রাসাদে ২ লক্ষ ৫০,০০০ সহস্র প্রাচীন মুদ্রা ও অনেক মনোহর প্রতিমূর্ত্তি সংরক্ষিত আছে। বাটীর প্রবেশ দ্বার পার হইয়াই কানোবার দ্বারা নির্ম্মিত বোনাপার্টের পিত্তলপ্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম। এটী বড় সুন্দর এবং কানোবার আশ্চর্য্যকীর্ত্তি। আমরা বোনাপার্টের এরূপ সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি আর দেখি নাই। চিত্রশালার উপরের ঘরের মধ্যে অনেক উত্তম উত্তম চিত্র দেখিলাম, তাহার মধ্যে রাফেলের বিখ্যাত "স্পোসেলিজিও" নামক চিত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাতে চিত্রবিদ্যার আশ্চর্য্য নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। কুমারী

মেরিকে ইহাতে দেখিলে স্বর্গীয় দেবী বলিয়া বোধ হয়। এই চিত্র রাফেল ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে চিত্রিত করিয়াছিলেন। রুবেন্‌সের দ্বারা চিত্রিত খৃষ্টের শেষ ভোজের ছবিখানিও ভাল। ইহার রং করা বড় চমৎকার।

মুসিও আর্চলজিকো অর্থাৎ প্রাচীন কালের বস্তু সংগ্রহের গৃহ।—এখানে গ্রীক ও রোমক প্রাচীন প্রাসাদের অনেক ভগ্নাবশেষ রক্ষিত আছে। মিসরের কতকগুলি প্রস্তরমূর্ত্তিও দেখিলাম। এ সকল বস্তু বিশেষ সুনিয়মে রক্ষিত হয় নাই, এজন্য দর্শকের বিশেষ তৃপ্তিবোধ হয় না। "বিবলিয়থিকাএমব্রসিয়ানা" দেখিতে গমন করিয়াছিলাম। এখানে অনেক পুস্তক এবং অনেকগুলি ছবি আছে। পুস্তকালয়ে টাসো, পেতরার্ক, গালিলিও প্রভৃতি গ্রন্থকারের হস্তাক্ষর দেখিলাম। আমরা বৈকালে শকটারোহণে গমন করিয়া মিলান নগরের চারি দিকে বেড়াইলাম। নগরটী সুদৃশ্য এবং বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। সৈন্য-সমবেত জন্য বোনাপার্ট "পিয়াজো ডি আরমি" নামক স্থান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা অতি পরিষ্কার এবং

প্রশস্ত। ইহার চারি দিক অনেক প্রকাণ্ড প্রাসাদে ও বৃক্ষসমূহে পরিশোভিত আছে। রোমকতোরণের আদর্শে একটী সুন্দর শ্বেতপ্রস্তর বিনির্ম্মিত তোরণ বোনাপার্ট ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন এবং তাহা ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ফ্রান্সিসের রাজ্যকালে সম্পূর্ণ হয়। ইহার নাম "আরকোডেল সেম্পিয়ণ"। ইহাতে বোনাপার্টের কীর্ত্তিকলাপ প্রস্তরে নির্ম্মিত আছে এবং সর্ব্বোপরি বীরবর সম্রাটের মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে।

মিলানের নূতন সমাধি-স্থানটী বড় মনোরম্য। এখানে অনেক ধনাঢ্য লোকের সমাধি আছে, সে গুলিতে শ্বেতপ্রস্তরের নানাবিধ উত্তম উত্তম প্রস্তরমূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। একটী সমাধির উপরে একটী বালকের ও বালিকার ফটগ্রাফ ছবি অতি যত্নের সহিত কাচের আধারমধ্যে সংরক্ষিত আছে। ইহারা ভাই ও ভগিনী, একজনের পর এক জনের অল্পকাল মধ্যে মৃত্যু হওয়ায় একস্থানে সমাধি হইয়াছে। এটী দেখিয়া আমার হৃদয় শোকে বিলোড়িত হইল। একণে ইতালীর গবর্ণমেণ্ট শবদাহ প্রথা প্রচলিত করাতে

এই স্থানেই শবদাহন হইয়া থাকে। শবের ভস্ম একটী পাত্রে লইয়া ভিতের মধ্যে প্রোথিত করা হয় এবং সেই খানে মৃত ব্যক্তির নাম ধাম লেখা থাকে। আমরা এখানকার অত্যুচ্চ প্রাসাদ হইতে আল্পস্ পর্ব্বতের শোভা দেখিতে পাইলাম।

ভেনিশ (VENEZIA.)

৯টা রাত্রে মিলান পরিত্যাগ করিয়া রেল গাড়িতে প্রাতে ৬টার সময় ভেনিশ পঁহুছিলাম। ভেনিশ পৃথিবীর মধ্যে একটী নূতন রকমের সহর, ইহা জলের মধ্য হইতে উঠিয়াছে। এই নগর অতি প্রাচীন। পূর্ব্বকালে ইহা প্রজাতন্ত্র রাজ্য ছিল। শাসনকর্ত্তৃগণের মধ্যে ডজ দিগের নাম প্রসিদ্ধ। ৬৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম ডজ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বাণিজ্য বিষয়ে ভেনিশ অদ্বিতীয় ছিল; সেই জন্য ইহার দিন দিন শ্রীসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে ফরাশীশগণ ভেনিশ জয় করেন এবং এই সময় হইতেই ভেনিশের সৌভাগ্য-সূর্য্য ক্রমে অস্তমিত হইতে লাগিল। এক্ষণে ভেনিশ ইতালীয় রাজার অধীন। ইহার পূর্ব্বগৌরব যদিও হ্রাস হইয়াছে, তথাপি এস্থান যে

কি পর্য্যন্ত মনোরম্য তাহা বর্ণনাতীত। নানাদেশীয় সহস্র সহস্র বিদ্বান্ ও ধনাঢ্যব্যক্তিগণ ইহার শোভা দেখিতে বর্ষে বর্ষে আগমন করিয়া থাকেন। চিত্রকরগণ ভেনিশের শোভা চিত্র দ্বারা অঙ্কিত করিয়া আপনার জীবন সার্থক মনে করেন। কবিগণও ভেনিশের সৌন্দর্য্য বর্ণন করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। শতবৎসর পূর্ব্বে কবিকেশরী গেটী ভেনিশের বিষয় স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়া গিয়াছেন। কবিবর বাইরণ কবিতার দ্বারা ভেনিশের যে সকল বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মোহিত হইতে হয় এবং রস্কিনের ভেনিশ-বর্ণন পাঠে কে না সুখী হইয়াছে?

১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে ভেনিশে ধার্ম্মিকবর লয়লা স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচার করেন, ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে এই খানেই গালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন এবং এই খানেই টিসিয়েন, টিন্টরেটো, ভিটোরিয়া, কানভা, পেতরার্ক, টাসো প্রভৃতি চিত্রকর, ভাস্কর ও কবিনিচয় বাস করিয়া গিয়াছেন।

আমরা রেলের ষ্টেসন হইতে গ্রাণ্ড কানেলের রেলের ধারে আসিলাম। তথায় যাত্রীগণের জন্য

গণ্ডোলা নামক সুন্দর নৌকা সমূহ রহিয়াছে দেখিলাম! আমরা দুই জন মাঝির এক খানি গণ্ডোলা লইয়া "হোটেল ভিক্টোরিয়ায়" গমন করিলাম। হোটেলে নৌকা পঁহুছিলে, এক জন মাঝি, দ্বারে আঘাত করিবামাত্র দুইজন ভৃত্য উপস্থিত হইল। তাহারা হঠাৎ দ্বারদেশে আমাদিগের ন্যায় বৈদেশিক দেখিয়াই এককালে অবাক্ হইল। আমরা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলে হোটেল-রক্ষক সাদরে আমাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং অবস্থিতি করিবার সকল প্রকার সুবিধা করিয়া দিলেন।

ভেনিশে গাড়ি ঘোড়া কিছুই নাই, কেবল জলে বেড়াইবার নিমিত্ত গণ্ডোলা নামক নৌকা আছে। ইহা ভিন্ন, বার্জ ও ছোট ছোট লঞ্চ ষ্টীমারে আরোহীরা স্থানে স্থানে গমনাগমন করিতে পারেন। গণ্ডোলা দেখিতে সুন্দর এবং অতি দ্রুতগমন করিতে পারে। তাহাতে আরোহিগণের গমনাগমনের বিশেষ আমোদ বোধ হয়। সকল গণ্ডোলাই একরূপ সাজে সজ্জিত। ১৫০০ খৃষ্টাব্দে হইতে গবর্ণমেন্টের অনুজ্ঞাক্রমে সকল গণ্ডোলাতে কাল রঙ্গের কাপড় মোড়া হইয়া থাকে,

কেবল বিদেশীয় রাজদূতগণের নৌকা গুলি, ভিন্ন রকমের। গণ্ডোলিয়ার অর্থাৎ মাঝিগণ সকলেই বিশ্বাসযোগ্য এবং নম্রপ্রকৃতির মনুষ্য। তাহারা আরোহিগণকে ভেনিশে দেখিবার যোগ্য সকল স্থানেই লইয়া গিয়া থাকে।

সমুদয় ভেনিশনগর স্থলপথে দেখিতে হইলে পদব্রজে সকল স্থানে গমন করা যায়। চারি শত সেতু দ্বারা নগরের সকল পল্লী সংযুক্ত করা হইয়াছে তাহাতে গমনাগমনের কোনই অসুবিধা নাই, তবে কিনা বিদেশী ভ্রমণকারিগণ জলপথেই তরি আরোহণে নগর দর্শন করিতে বিশেষ আমোদ বোধ করিয়া থাকেন। আমাদিগের হোটেলে স্নানের বিশেষ সুবিধা না থাকায়, সন্নিকটস্থ স্নানাগারে গমন করিলাম। সেখানে স্নান করিবার নিমিত্ত অনেক ভদ্রলোক আসিয়া থাকেন। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একটী একটী পৃথক স্নানাগার আছে। স্নান করিবার ব্যয় ৩ ফ্রাঙ্ক দিতে হইল।

স্নানাহার সমাপন করিয়া হোটেলরক্ষককে আমাদিগকে সকল স্থান দেখাইবার জন্য একজন ইংরাজীজ্ঞ

সঙ্গী নিযুক্ত করিয়া দিতে বলিলাম; তদ্দণ্ডেই তিনি একটী সঙ্গী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এ ব্যক্তি ইংরাজী ভাষা ভাল জানে এবং বড় ভাল লোক বলিয় বোধ হইল। হোটেল হইতে পদব্রজে সেণ্টমার্ক দেখিতে চলিলাম। পথের দুই ধারেই দোকান আছে এবং অনেক লোক গমনাগমন করিতেছে দেখিলাম। অনেক দুঃখিনী অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোককে স্কন্ধে জলভার বহন করিতে দেখিলাম। এখানকার স্ত্রী-পুরুষ সকলেই প্রায় সুশ্রী। ভেনিশবাসিগণের মধ্যে অনেক লোক দরিদ্র এবং তাহারা অত্যন্ত মলিন অবস্থায় থাকে। এখানকার সাধারণ লোকের গৃহ বড় পরিষ্কার পরিচ্ছিন্ন নহে। চারিদিকে জলের জন্য সাধারণের ঘর প্রায় অত্যন্ত অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধ-ময় হইয়া থাকে। এখানে মক্ষিকা ও মশক অত্যন্ত। রাত্রে মশারি না টাঙ্গাইয়া নিদ্রা যাইতে পারা যায় না। পিয়াজাসান মার্কো ইউরোপের মধ্যে একটী দর্শন যোগ্য স্থান। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যোদয়ের পার হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত এখানে বিস্তর লোকের সমাগম হয়। এই স্থান কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে বাঁধান এবং বৃহৎ বৃহৎ

অট্টালিকায় শোভিত। তিন দিকে অট্টালিকাশ্রেণী এবং বেড়াইবার জন্য স্তম্ভমালা শোভিত বারাণ্ডা। তাহার সম্মুখে এবং জলের ধারে ডজের বৃহৎ প্রাসাদ, ইহা দেখিতে অত্যন্ত মনোহর।

ভেনিশের মধ্যে পিয়াজাসানমার্কো পদব্রজে ভ্রমণ করিবার প্রধান স্থান। ইহার প্রাঙ্গণ অতি প্রশস্ত, তিন ধারে দোকান এবং গ্রাণ্ড কানেলের দিকে ডজের প্রাসাদ ও গির্জ্জা প্রভৃতি আছে। আমরা প্রাঙ্গণে আসিয়া ভুট্টার বীজ হাতে করিয়া দাঁড়াইলাম, শত শত পারাবত উড়িয়া আসিয়া হাতের উপর বসিয়া ঐ বীজ খাইতে লাগিল। আমাদিগের দেশে সচরাচর যেরূপ কপোত দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহারাও সেই রূপ। কথিত আছে, ১৩০০ খৃষ্টাব্দে ডানডোলো কানডিয়া জয় করিবার সময় কপোত দ্বারা পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এজন্য তিনি কপোতসমূহ ভেনিশের পিয়াজাতে থাকিতে দিয়াছিলেন। সেই সময় অবধি অনেক কপোত দৃষ্টিগোচর হয়। এখানকার দোকান গুলিতে অতি উত্তম উত্তম দ্রব্য বিক্রীত হইয়া থাকে। ফটগ্রাফের দোকানে অনেক ফটগ্রাফ দেখিলাম।

এখানে ভেনিশের উত্তম উত্তম ফটগ্রাফ আছে। তন্মধ্য হইতে আমরা কএক খানি ক্রয় করিলাম। এক প্রকার কপোতের পাখা দেখিলাম, তাহা দেখিলেই বোধ হয় একটী সজীব কপোত পক্ষবিস্তার করিয়া বসিয়া আছে। (কারারা প্রস্তরের নানাবিধ বস্তু বিক্রীত হইতেছে। সে সকল অতি সুলভমূল্যেই ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।) একটী দোকানে ভেনিশের কাচের ও আবলুস কাষ্ঠের অনেক প্রকার বস্তু সাজান আছে। আমরা এই দোকানের সম্মুখে যাইবামাত্র দোকানের কর্ত্তা আসিয়া সাদরে সম্ভাষণ করিয়া আর একটী দোকানের উপরের ঘরে লইয়া গেলেন। এই ব্যক্তি ইংরাজীতে সকল কথাই বলিতে পারেন। আমরা ভেনিশের কাচের অনেক প্রশংসা করাতে দোকানের কর্ত্তা আমাদিগকে তাঁহার প্রধান কারখানায়, যেখানে সর্ব্বপ্রকার কাচের বস্তু প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেইখানে যাইতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন এবং আমরাও তাঁহার অনুরোধক্রমে সেই স্থানে গমন করিলাম। তথায় যাইয়া দেখি, অনেক লোক টেবিলের উপর অগ্নি রাখিয়া কাচের নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর বস্তু

প্রস্তুত করিতেছে। এক স্থানে কতকগুলি স্ত্রীলোক নানারঙ্গের কাচের সূত্র প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা কাপড়ের ন্যায় গলাবন্দ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছে। এক-স্থানে শিল্পিগণ প্রস্তরের উপর কাচ বসাইয়া তাহাতে নানাপ্রকার ফুল এবং প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিতেছে। ইহার নাম "মোজাইক" কায। এই কাযের অনেক গালিলিও, রাফেল, কুমারী মেরী, যীশুপ্রভৃতির বহুমূল্য বৃহৎ বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম। সে গুলি সুদৃশ্য ও ইতালী ভিন্ন অন্য কোন দেশে এমন কায হয় না। এতদ্ব্যতীত কাচের দ্বারা যে সকল ঝাড়, লণ্ঠন, পুষ্পাধার প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে, তাহা অতি চমৎকার। আমরা দুই একটা মাত্র তদ্রূপ সুন্দর বস্তু অস্‌লার কোম্পানীর কলিকাতার দোকানে দেখিতে পাই কিন্তু এখানে তাহা শত শত চক্ষের উপর প্রস্তুত হইতেছে। কাচের বস্তু ভিন্ন আবলুষ কাষ্ঠের উপর নানাবর্ণের ও গিল্‌টি করা অনেক টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ভেনিশে নানাপ্রকার রত্নালঙ্কার ও উৎকৃষ্ট সাটীন প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইতালীর দোকানদারগণ এক

কথায় কোন বস্তুর মূল্যনিষ্পত্তি করে না। কলিকাতার দেশীয় দোকানদারগণের মত অনেক কষাকষি করিলে উচিত ও সুলভমূল্যে একটী বস্তু ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। অনেক দোকানে নিরূপিতমূল্যে বস্তু বিক্রীত হয়, এরূপ বিজ্ঞাপন লেখা আছে বটে, কিন্তু সেখানেও লিখিতমূল্য-অপেক্ষা অল্পমূল্যে বস্তু পাওয়া যাইতে পারে।

আকেডেমিয়া ডেল্ বেল্ আর্ট অর্থাৎ চিত্রশালায় গমন করিয়া নানাবিধ চিত্র দেখিলাম। এখানে পূর্ব্বকালের অনেক চিত্র সাজান রহিয়াছে; সে গুলি দর্শনযোগ্য। তন্মধ্যে ধর্ম্মসংক্রান্ত চিত্রগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সেণ্ট্ জন্, সেণ্ট্ সিবাষ্টীয়ান্, মেথু, সেণ্ট্ এনথনি, প্রভৃতি ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের মূর্ত্তি দেখিলে ভক্তির উদয় হয়।

ভিনিশের গ্রাণ্ড কানেল, বিলাতের হাইড-পার্ক, তথায় যেমন অসংখ্য গাড়িতে লোক গমনাগমন করিয়া থাকে, এখানেও সেইমত গণ্ডোলা নৌকায় সকলে বেড়াইয়া থাকে। আমরা বৈকালে একখানি গণ্ডোলা লইয়া বেড়াইতে গমন করিলাম। দুই পার্শ্বে অট্টালিকা

শ্রেণী, তন্মধ্য দিয়া গণ্ডোলা চলিতে লাগিল। অট্টালিকা সমূহের শোভা অতি চমৎকার। কোনটী মার্ব্বেল প্রস্তরের দ্বারা নির্ম্মিত, কোনটীর দেওয়ালের প্রস্তরের উপরে মোজাইক কায করা আছে। এ সকল প্রস্তুত করিতে গৃহস্বামীর ভূরি ভূরি অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে। অসংখ্য গণ্ডোলায় স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, বেড়াইতেছে। কামিনীগণ পরিপাটীরূপে বেশবিন্যাস করিয়া জলমধ্যে কমলিনীর ন্যায় বিচিত্ররূপে শোভা পাইতেছেন। তরীর মধ্যে গীত, বাদ্য, হাস্য, কৌতুক, হইতেছে। অদূরে চিত্রকর, তরীর মধ্যে বসিয়া এ সকল দেখিয়া চিত্র লিখিতেছেন। বাস্তবিক, গ্রাণ্ড কানেলের বৈকালের শোভা কবি ও চিত্রকরের বর্ণন করিবার ও চিত্র লিখিবার যোগ্য। রুজার, বাইরণ, রস্কিন প্রভৃতি এখানকার যে শোভা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে ভেনিশ দেখিয়া মানবজন্ম সকল করিবার ইচ্ছা হয়। বাইরণ ও সেলি সর্ব্বদাই ভেনিশে আসিয়া বাস করিতেন। বাইরণ যে গৃহে বাস করিতেন, তাহা দেখিলাম। ইহা এক্ষণে জনৈক ইতালীয় ধনাঢ্য ব্যক্তি ক্রয় করিয়া বাস করিতে-

ছেন। টীন্‌টারেটো নামক বিখ্যাত চিত্রকর এই-স্থানেই সর্ব্বদা থাকিতেন। তাঁহার চিত্রসমুই ভেনি-শের বিখ্যাত ডজের প্রাসাদে শোভিত রহিয়াছে।

২৯ খৃষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়া হইতে সেণ্টমার্ক নামক ধর্ম্মযাজকের মৃতদেহ ভেনিশে আনীত হইয়া সেণ্টমার্ক গির্জ্জার বেদীর নীচে প্রোথিত করা হয়। কথিত আছে, পূর্ব্বে এই সেণ্টমার্ক গির্জ্জা যেখানে স্থাপিত ছিল, সেই স্থানে ৫৫০ খৃষ্টাব্দে সেণ্টথিয়ো-ডোরের নামে একটী ধর্ম্মালয় উৎসর্গ করা হইয়াছে। সেণ্টমার্ক গির্জ্জা গ্রীক্ ক্রশের আকৃতিবিশিষ্ট। এটী দেখিতে অতি উত্তম এবং গির্জ্জার মধ্যভাগ সমস্তই গিল্‌টিকরা ও নানা কারুকার্য্যে বিভূষিত করা আছে। ইহাতে পাঁচ শত প্রস্তরস্তম্ভ আছে। ইহার তোরণ সম্মুখে ৫ ফিট উচ্চ ব্রনজ্ ধাতুর ৪টী ঘোটক আছে, তাহা অতি প্রাচীন। কথিত আছে যে, চিওদ্বীপবাসী লিসিপন্ নামক এক জন গ্রীক্ ইহা প্রস্তুত করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, রোমকনৃপতি অগষ্টস্, নিরো এবং ট্রাজনের রাজবাটীর দ্বারে ইহা শোভিত ছিল। কনষ্টান্‌টাইন ইহা কনষ্টানটীনোপলে লইয়া গিয়া-

ছিলেন এবং তথা হইতে ১২০৩ খৃষ্টাব্দে ডঙ্ডনডেলো ভেনিশে আনয়ন করেন। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এই কৃত্রিম অশ্ব চতুষ্টয় পারিসে লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় ইহা ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত ছিল, তৎপরে তাহা অষ্ট্রিয়ার অধিপতি প্রথম ফ্রানসিস্ কর্ত্তৃক ভেনিশ নগরবাসিগণকে পুনঃ প্রদত্ত হয়। বোনাপার্ট এই ব্রনজ অশ্ব এবং অনেক প্রতিমূর্ত্তি ইতালী হইতে লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাওয়াতে ইতালীর লোকেরা তাঁহার চরিত্রের উপর বিশেষ দোষারোপ করে। বাস্তবিক, যোদ্ধার তস্করের ন্যায় ব্যবহার প্রশংসনীয় নহে।

সান্টা মেরি ডেল সালুট গির্জ্জার নানাবিধ উৎকৃষ্ট চিত্র এবং ফ্রারি গির্জ্জার টিসিয়ান ও কানভার-সমাধি দেখিলাম। সেণ্টমার্ক গির্জ্জার ঘণ্টাস্তম্ভ ইষ্টক-নির্ম্মিত এবং ৩৩৫ ফিট উচ্চ। ইহা ৯৯১ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত হয় এবং ১৫১০ খৃষ্টাব্দে তাহা পুনঃসংস্কৃত হইয়াছিল। এই ঘণ্টাস্তম্ভের নীচে লজিয়েটা নামক একটী সুদৃশ্য গৃহ আছে, তাহা সানসোভিলো দ্বারা নির্ম্মিত। উক্ত ঘণ্টাস্তম্ভের উপরে একটী বৃহৎ

দুরবীক্ষণ আছে, তাহার দ্বারা আরোহিগণ নগরের শোভা সন্দর্শন করিতে পারেন। আমরা অত্যন্ত শ্রান্ত বলিয়া ঘণ্টাস্তম্ভোপরি উঠি নাই। কথিত আছে যে, পূর্ব্বকালে যে কোন ধর্ম্মযাজক দুশ্চরিত্র হইতেন, তাঁহাকে একটী খাঁচায় পূরিয়া এই স্তম্ভে টাঙ্গাইয়া রাখা হইত এবং কিছুদিন তথায় রাখিলেই তাঁহার মৃত্যু হইত। সম্রাট প্রথম নেপোলিয়ন দুই জন অষ্ট্রিয়াদেশীয় সৈনিকসমভিব্যাহারে ঘোটকারোহণে এই বৃহৎস্তম্ভোপরি আরোহণ করিয়া দর্শকগণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেণ্টমার্ক গির্জ্জার সম্মুখে তিনটী উচ্চ পতাকাস্তম্ভ আছে। তাহাতে পূর্ব্বকালে কাণ্ডিয়া, সাইপ্রশ এবং মোরিয়া জয়ের পতাকা উড্ডীন হইত।

সেণ্টমার্ক গির্জ্জার বামভাগে প্রসিদ্ধ ঘড়িখানা। ইহা ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। ইহার উপর. পাখা বিস্তার করিয়া একটী সিংহ বসিয়া রহিয়াছে। ঘড়ির মধ্যে মেরির মূর্ত্তি, তাহা কোন বিশেষ পর্ব্বদিন উপলক্ষে ভেনিশ বাসিদিগকে দেখান হয়। এই মূর্ত্তি এবং আর কয়েকটা মূর্ত্তি, কলের দ্বারা পরিচালিত হইয়া

থাকে। পিয়াজেটায় দুটী বৃহৎ স্তম্ভ আছে, তাহার মধ্যে রক্তবর্ণ স্তম্ভের উপরে সেণ্টথিয়ডোরের প্রস্তরমূর্ত্তি এবং ধূসরবর্ণের স্তম্ভোপরি ব্রন্‌জের পাখাযুক্ত সিংহমূর্ত্তি আছে। ডজের প্রাসাদ দেখিতে গমন করিলাম। ভেনিশে আধুনিক ইতালীয় নৃপতির কোন রাজভবন নাই এবং নৃপতিও এখানে প্রায় আগমন করেন না। প্রাচীন ভেনিশের শাসনকর্ত্তৃগণের প্রাসাদের মধ্যে পালেজোডিউকেল অর্থাৎ ডজগণের প্রাসাদ সুপ্রসিদ্ধ এবং দর্শনযোগ্য। এই ভবন ৮২০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত কিন্তু প্রথমে রাষ্ট্রবিপ্লবে ও তৎপরে অগ্নির দ্বারা ধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল; তৎপরে এই বর্ত্তমান প্রাসাদ অতি সুচারুরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার সম্মুখস্থিত প্রকাণ্ড সোপানশ্রেণী পার হইয়া নানা সুন্দর চিত্র পরিশোভিত গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। সোপানশ্রেণীর উপরে মার্কপোলো, গালিলিও, সিবাস্‌টিয়ান, কাবট, ডান্‌ডলো প্রভৃতির অর্দ্ধাকারের কতিপয় প্রস্তরমূর্ত্তি রহিয়াছে। এই প্রাসাদের গ্রাণ্ডকৌন্‌সিল্ গৃহ অতি বৃহৎ। এই স্থানে ডজেরা উপবেশন করিয়া রাজ্য সংক্রান্ত বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিতেন।

ইহার উপরিভাগে ৭৫ জন ডজের মূর্ত্তি চিত্রিত আছে। সেগুলি প্রায় টিনটরেটোর চিত্রিত। এই সুপ্রসিদ্ধ প্রাসাদের সকল ঘরই চিত্রপরিশোভিত। পুস্তকালয় অতি বৃহৎ। তাহাতে অনেক গ্রন্থ আছে। এই স্থানে গোলক, মানচিত্র, নানা হস্তলিখিত গ্রন্থ সংরক্ষিত আছে। এখানকার প্রাচীনদ্রব্য সংগ্রহ গৃহে, অনেক সুন্দর চিত্র, প্রকাণ্ড মিনার্ভার প্রস্তরমূর্ত্তি, অন্যান্য প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি, ও ১৪৫৭ সালের এক জন রোমান কাথলিক পুরোহিতের প্রস্তুত পৃথিবীর মানচিত্র দেখিলাম। ডজের প্রাসাদে পায়ম্বি নামক প্রাচীন কারাগার দেখিতে গমন করিলাম। এক জন রক্ষক দর্শনীমুদ্রা লইয়া একটী সুপ্রজ্জ্বলিত দীপ সঙ্গে আমাদিগকে লইয়া গেল। এটী অন্ধকারময়, মৃত্তিকামধ্যস্থ প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহ। এরূপ ভয়ানক স্থান আমরা আর কখন দেখি নাই। বন্দীগণকে এখানে রাখিয়া নানাপ্রকার যন্ত্রণা প্রদান করতঃ অবশেষে তাহাদিগের মস্তকচ্ছেদন করিয়া শমনভবনে প্রেরণ করা হইত। এস্থান দেখিলে কবিবর ডান্টের

বর্ণিত যমালয় মূর্তিমান্ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। নরক ইহা অপেক্ষা ভয়ঙ্কর স্থান হইতে পারে না।

এখানে বৈকালে সাধারণ লোক গ্রাণ্ডকানালে স্নান করিয়া থাকে। বালকের কটীদেশে দড়ি বাঁধিয়া স্নান করাইবার জন্য জলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এক ব্যক্তি স্থলের উপরে ঐ দড়ি ধরিয়া দণ্ডায়মান থাকে, এবং স্নান শেষ হইলে ঐ রজ্জু খুলিয়া দেয়। গ্রীষ্ম-কাল বলিয়া ইতর লোকে প্রত্যহ স্নান করে কিন্তু শীতের সময় সপ্তাহে এক দিন স্নান করে কি না, সন্দেহ। ইহারা স্বভাবতঃ অত্যন্ত অপরিষ্কার। যেরূপ মলিন দুর্গন্ধযুক্ত পরিচ্ছদ ব্যবহার করে, তাহা দেখিলে ঘৃণা জন্মে। ভেনিশের ইতর লোকের ঘরগুলিও বড় অপরিষ্কার। সকল স্থান অপেক্ষা ঘেট্টো নামক পল্লী বড় কদর্য্য। এস্থানে য়ীহুদীগণ বাস করে। সংসারের মধ্যে এমন কোন দুষ্কর্ম্ম নাই যাহা তাহারা করে না। আমরা ঘৃণাসহকারে এতাদৃশ অপবিত্র স্থান ক্ষণকালমধ্যে পরিত্যাগ করিলাম। কিম্বদন্তী আছে যে, মহাকবি সেক্ষ-পিয়ারের ভেনিশ-নগরের বণিক্ নামক নাটকের সাই-লক নামক য়ীহুদী এই ঘেট্টোতে বাস করিত। এ কথা

সম্পূর্ণ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কেনন্যা সাইলকের ন্যায় দুরন্ত ব্যক্তির এরূপ ভয়ানক স্থানে বাস করা সুসম্ভব।

টীসিয়ান ও টীনটরেটো ভেনিশে বাস করিতেন। তাঁহাদিগের এবং মার্ক পোলোর গৃহ এ পর্য্যন্ত ভ্রমণকারিগণ দেখিয়া থাকেন। ওথেলোর গৃহ নামে একটী বাটী আছে। শুনা যায়, সেক্ষপীয়রের নায়ক কৃষ্ণবর্ণ ওথেলো এইস্থানেই বাস করিতেন।

ভেনিশে বাগান বা বৃক্ষাদি নাই, কেবল কোন কোন বাটীর পার্শ্বে "ইন্‌ফাণ্ট্ জারডিন" নামে ছোট ছোট ফুলের বাগান আছে। উদ্যান না থাকাতেও এখানকার বাজারে বিস্তর ফল ফুল এবং শাকাদি উদ্ভিদ্ পদার্থ বিক্রীত হইতে আইসে। এ সকল নিকটস্থ লিডো নামক দ্বীপে জন্মিয়া থাকে।

আমরা গণ্ডোলায় উঠিয়া এক দিন সান্ লাজরো দ্বীপ দেখিতে গমন করিয়াছিলাম। ইহা ভেনিশ হইতে অল্প দূর এবং এড্রিয়াটিক সমুদ্রে অবস্থিত। সান্‌লাজরো দ্বীপে আরমানিগণের ধর্ম্মমন্দির সুবিখ্যাত। ১৬০ বৎসর অতীত হইল, মেখি-

ত্তর নামক এক জন ধার্ম্মিক ব্যক্তি ইহার স্থাপনা করেন। ধর্ম্মালয়ে প্রবেশ করিবামাত্র এক জন প্রাচীন পুরোহিত সকল গৃহ দেখাইতে লইয়া গেলেন। তিনি অতি পণ্ডিত এবং আরব্য ভাষায় এক জন মৌলবী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অধিক কি, এখানকার সকল ধর্ম্মযাজকই বিদ্বান। তাঁহাদিগের সমীপে অনেক ছাত্র অধ্যয়ন উদ্দেশে আসিয়া থাকে। ধর্ম্মালয় সংক্রান্ত বাগানটী বড় মনোরম্য। এ স্থানে লর্ড বাই-রণ সর্ব্বদা আগমন করিতেন। পুষ্পোদ্যান দেখিলে কবির চিত্ত যথার্থই মুগ্ধ হয়। করবীর পুষ্পের শোভা সন্দর্শনে ব্যাভেরিয়ার নৃপতি প্রথম লড্উইগ একটী সুন্দর কবিতা লিখিয়া এখানকার পুস্তকালয়ে রাখিয়া-গিয়াছেন। মাগ্নোলিয়া পুষ্পের সৌরভে উদ্যান আমোদিত হইয়াছে এবং তাহার শোভা অতীব প্রীতিজনক। ওইষ্টিরিয়া এবং হনিসকল লতার কুঞ্জ দেখিলে ঋষির আশ্রম বলিয়া-ভ্রম হয়। এখান-কার পুস্তকালয়ে বিবিধ ভাষার অনেক গ্রন্থ আছে। একখানি সিংহলদ্বীপের পালিভাষার গ্রন্থ দেখিলাম। এই পুস্তকাগারে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে মিসরের আদি

পাশার মন্ত্রী আরমেনিয়ান ইউসফ যে একটী মিসরের মমি অর্থাৎ মৃত-মনুষ্য-দেহ উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা ৩৫০০ বৎসরের প্রাচীন এবং এক পুরোহিতের পুত্রের শরীর। ইহা একটী কাচনির্ম্মিত বাক্স-মধ্যে স্থাপিত। মমির মুখ খোলা ও শরীর এক সহস্র গজ কাপড়ে বাঁধা আছে। বাক্সের এবং মৃতদেহের কাপড়ের উপর হাইরোগ্লিফিক্ চিহ্ন-বিশিষ্ট অক্ষরে নানা বিষয় লিখিত আছে। আমরা এই পদার্থ দর্শনে আশ্চর্য্য বোধ করিলাম এবং তাহার একটী ফটগ্রাফ-প্রতিকৃতি ক্রয় করিয়া আনিলাম।

পুস্তকালয়ে অনেক সুন্দর চিত্র আছে। তাহার মধ্যে লর্ডবাইরণ কবির চিত্রটী অতি সুন্দর। তিনি এখানে আরমেনিয়ান্ ভাষা শিক্ষা করিতে আসিতেন। তাঁহার আরমেনিয়ান্ হস্তাক্ষর দর্শন করিলাম। একটী নূতন প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত হইতেছে, তাহার মধ্যে দেওয়ালে অনেক গ্রন্থকর্ত্তার মোজাইক প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম। সেগুলি বড় সুন্দর, বিশেষতঃ সেক্ষপীয়রের ও বাইরণের মূর্ত্তি, দেখিতে বড়ই ভাল লাগিল।

এই ধর্ম্মালয়ের মুদ্রাযন্ত্র বিখ্যাত। এখানে অনেক উত্তম গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া থাকে। আমরা এক খানি ফরাশীশ ও আরমানিয়া ভাষার বৃহৎ অভিধান মুদ্রিত হইতেছে, দেখিলাম।

আনকোনা।

ভেনিশ হইতে আনকোনায় গমন করিলাম। এটী অতি প্রাচীন সমুদ্রতীরস্থ ক্ষুদ্র নগর। খৃষ্ট জন্মের ২৬৮ বৎসর পূর্ব্বে রোমকেরা এই নগর অধিকার করে। নগর মধ্যে দেখিবার যোগ্য কোন বিশেষ স্থান নাই এবং নগরের শোভাও বড় মনোরম্য নহে। রেলওয়ে ষ্টেসনে পঁহুছিয়া গাড়ি পাইলাম না, এজন্য অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গাড়ির অপেক্ষায় অবস্থিতি করিতে হইল। লোকে ষ্টেসন ঘরের বাহিরেই প্রস্রাব করিয়া যাইতেছে, তাহার দুর্গন্ধে সে স্থানে ক্ষণমাত্র থাকিতে ইচ্ছা হইল না। এখানে কেহই ইংরাজী জানে না সুতরাং অনেক কষ্টে দুই চারিটা ইতালীয় কথা বলিয়া একটা লোকের দ্বারা এক খান গাড়ি আনাইয়া লইলাম। গাড়িতে আরোহণ করিবামাত্র ঘোটক প্রস্তরের রাস্তায় নক্ষত্রবেগে দৌড়িল।

গাড়ি খান অর্দ্ধভগ্ন, এজন্য বিলক্ষণ ভয় হইতে লাগিল,—পাছে ঘোটকের দ্রুতগমনে শকট চূর্ণ হইয়া যায় ও আমাদিগকে বিপদ্‌গ্রস্ত করে। পরে "লাপেশ" নামক হোটেলে আসিলাম। তথায় সমস্ত রাত্র অবস্থিতি করিয়া প্রাতে আনকোনা পরিত্যাগ করিলাম। শুনিয়াছিলাম, আনকোনার স্ত্রীলোকেরা বড় সুন্দরী, সে কথা সত্য। আমরা পথে যাইতে যাইতে অনেক পরমাসুন্দরী কামিনী দেখিয়াছিলাম। তাহাদিগের বর্ণ গোলাপ ফুলের মত এবং মুখশ্রী অতি চমৎকার।

রোম।

আনকোনা হইতে রোমনগর যাত্রা করিলাম। রোম এককালে ধরামণ্ডলে সভ্যতার উচ্চাসন প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনেক দিন হইতে আমার মনে রোমের কীর্ত্তিসমূহ প্রত্যক্ষ করিবার ইচ্ছা সঞ্চিত হইতেছিল, অদ্য তাহা পূর্ণ হইতে চলিল। রোমের রেলওয়ে ষ্টেসনে আসিয়া তথা হইতে অমনিবস্‌ গাড়ি লইয়া "হোটেল আলেমাগ্নে" আসিলাম। রোম এখনও অতিসমৃদ্ধিশালী সুপ্রসিদ্ধ নগর। নগরের শোভা অতি চমৎকার। যে দিকে চক্ষু নিক্ষেপ করি, সেই

দিকেই বৃহৎ অট্টালিকা, ধর্ম্মমন্দির প্রভৃতি শোভা পাইতেছে। বৈকালে এক জন রোমান সঙ্গী লইয়া নগরভ্রমণে বহির্গত হইলাম। এখানকার দোকান সকল সুন্দররূপে সজ্জিত আছে। তাহাতে নানাবিধ চিত্রবিচিত্রিত রোমান রেসমের পরিচ্ছদ, কাচের সুদৃশ্য বস্তু প্রভৃতি বিক্রীত হইতেছে। শকটা-রোহণে ও পদব্রজে অসংখ্য নরনারী গমনাগমন করিতেছে। তাহারা সকলেই অবাক্ হইয়া আমা-দিগকে দেখিতে লাগিল। কেহ বা আমাদিগকে আরব এবং কেহ বা জাপান দেশীয় মনে করিল। শুনিলাম, ইহার পূর্ব্বে এখানে ইহারা ভারতবাসী লোককে বড় একটা দেখে নাই। বস্তুতঃ বাঙ্গালার লোক পূর্ব্বে এখানে বড় একটা আইসেন নাই; তবে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কেহ কেহ আসিয়া থাকিতে পারেন।

ইংলণ্ড হইতে এখানে আসিবার সময় অনেক ইংরাজ আমাদিগকে রোমের জলবায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্য কর বলিয়া আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন কিন্তু রোমে প্রায় এক সপ্তাহ থাকিয়াও আমাদিগের কোন প্রকার

অসুস্থতা বোধ হয় নাই; প্রত্যুত শারীরিক স্বচ্ছন্দতাই অনুভব করিয়াছিলাম।

এ জুলাই মাস—এজন্য এখানে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স অপেক্ষা কিছু অধিক গ্রীষ্ম বোধ হয়। দুই প্রহরের মার্ত্তণ্ডকিরণ এখানে প্রখর। আমাদিগের দেশের চৈত্রমাসের ন্যায় রৌদ্রের তেজ, কিন্তু নিশাকালে শীত বোধ হয়।

শকটারোহণে পোর্টাডেলপপোলো অভিমুখে চলিলাম। ইহার তোরণ, পোপ চতুর্থ পায়সের সময়ে ভিগনোলা নামক ভাস্কর দ্বারা প্রস্তুত হয়। তোরণের বহির্দ্দেশে সেন্ট পিটারের এবং সেন্টপলের অতি উত্তম প্রস্তরমূর্ত্তিদ্বয় শোভিত রহিয়াছে। পিয়াজা-ডেলপপোলোর মধ্যস্থলে মিসরের একটী বৃহৎ স্তম্ভ আছে। ইহার দৈর্ঘ্য ১২০ ফিট। সম্রাট অগস্তাস্ ইহা ইজিপ্ত হইতে আনয়ন করেন। পিয়াজার বামভাগে পিন্সিয়ান গিরি। ইহার উপরে উত্তম উদ্যান এবং উঠিবার প্রশস্ত পথ আছে। আমাদিগের ঘোটকদ্বয়-সংযুক্ত উত্তম "লান্ড" শকট স্বচ্ছন্দে এই গিরির উপরে উঠিল। সেখানে বিশুদ্ধবায়ু সেবনজন্য অনেক

ভদ্রলোক শকটারোহণে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। ঐ স্থানের শোভা অতি মনোরম্য। বৃক্ষশ্রেণী, উৎস ও প্রস্তরমূর্ত্তির দ্বারা এই স্থান অপূর্ব্ব হইয়া আছে। উদ্যান মধ্যে দলেদলে কাল পরিচ্ছদধারী ও দলে দলে লাল পরিচ্ছদধারী রোমান কাথলিক পুরোহিতেরা ছাত্রবর্গ সহ ভ্রমণ করিতেছেন। অপর একদিকে কুমারীসন্ন্যাসিনী নন্‌গণ মস্তকে শ্বেত আবরণ দিয়া নতমুখী হইয়া ধীরে ধীরে পদনিক্ষেপ করিয়া বেড়াইতেছেন। এখানে একালে আর পাদরিগণের সর্ব্বসাধারণের নিকট সম্মান নাই। সকলে বেশ্ বুঝিয়াছে, পরকালের ত কথাই নাই, ইহকালেও ইহাদের দ্বারা কোন উপকার নাই। অধিকাংশ পাদরি অত্যন্ত স্বার্থপর এবং বিলাসপ্রিয়। দেশহিতৈষী মহাত্মা বীরবর গ্যারিবল্‌ডি Rule of the monk, পুস্তকে ইহাদের গুপ্তচরিত্র বিশেষ রূপে সমালোচন করিয়াছেন, তৎপাঠে এই শ্রেণীর অধিকাংশ লোককে ধার্ম্মিক বলিতে ইচ্ছা হয় না। তবে কি-না, ধর্ম্মপরায়ণ ভাল লোক যে নাই, তাহা নহে, অতি অল্প সংখ্যক থাকিতে পারে। পোপের সম্মানের খর্ব্বতা হওয়াতেই ধর্ম্মযাজকগণের পতন

হইয়াছে। পোপেরা নিজের প্রাসাদ ও ধর্ম্মমন্দির বহুমূল্যবস্তুর দ্বারা সুসজ্জিত করিতেন, কিন্তু নাগরিক লোকের কষ্টনিবারণের দিকে তাঁহাদের একবারেই দৃষ্টি ছিল না। সহরের চারিদিকে দুর্গন্ধ, প্রত্যেকপল্লী অপরিষ্কার এবং পানীয়-বারি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল। নৃপতি ভিক্তর ইমানুএল প্রজাকষ্টনিবারণ জন্য পোপের হস্ত হইতে প্রজাদিগকে একবারে মুক্ত করিয়াগিয়াছেন। রোমে পোপের রাজ্যশাসনসম্বন্ধে কোন ক্ষমতা নাই। তিনি একটী পেন্‌সন্ ভোগী ধনী লোকের মত রোমে বাস করিয়া থাকেন মাত্র।

জেসুইট পাদরিগণের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে সংস্কৃত ভাষা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা ধর্ম্ম বিষয়ে একেবারে অন্ধ।

এইস্থানে মেরিয়াডেল পোপোলো গির্জ্জা আছে। কথিত আছে, নৃপতি নিরোর কবরের উপর এই ধর্ম্ম-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখানে কতকগুলি প্রস্তর-মূর্ত্তি আছে, তাহার মধ্যে ডানিএলের মূর্ত্তিটী বড় ভাল।

খৃষ্টধর্ম্মসংস্কারক মার্টিন লুথার রোমে অবস্থিতি কালে এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যাকালে রোমনগর গ্যাসের আলোকমালায় শোভিত হইল। ক্রেতৃগণ প্রায় দিবসে গ্রীষ্মজন্য দোকানে আইসেন না, তৎকারণে রাত্রেও প্রায় সকল দোকান খোলা থাকে। দোকানের দ্রব্য দীপালোকে চমৎকার দেখাইতেছে। এ সময় ভাল থিয়েটর গুলি বন্দ। "আলহম্‌বরা" নামক একটী থিয়েটর খোলা থাকায় আমরা সেই স্থানেই অভিনয় দেখিতে গমন করিলাম। এখানে গেটের "ফষ্টের" ইতালীয় অনুবাদ অভিনীত হইল। আমরা সঙ্গীত শুনিয়া সুখী হইলাম। ফষ্টের অভিনয় ভাল হইয়াছিল। অভিনেতা সঙ্গীতবিষয়ে বিশেষ পারদর্শী। নাটকের নায়িকা মারগ্রেটার অভিনয় মন্দ হয় নাই। অভিনয়ক্রিয়া প্রায় রাত্রি ১টার সময় শেষ হইল।

পরদিবস বেলা ১০টার সময় আমরা নগর দেখিতে বহির্গত হইলাম। রোমের প্রধান পথ কর্‌সো।—ইহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকায় শোভিত। ইংরাজ ভাস্কর জন্‌গিব্‌সন, কবিবর গেটে এবং প্রসিদ্ধ

ভাস্কর কানোভা রোমে অবস্থিতিকালে এই স্থানের। গৃহে বাস করিতেন। এখান হইতে ভিয়াপন্টিফিকি হইয়া পালেজা কোরিয়ায় মসলেম্ অব্ অগষ্টস্ দেখিলাম। ইহা খৃষ্ট জন্মের ২৮ বৎসর পূর্ব্বে অগষ্টস্ কৈশরের আজ্ঞায় নির্ম্মিত হয়। এই প্রাসাদ নির্ম্মাণের ৫ বৎসর পরে যুবক মারসেলসের তথায় সমাধি হয়। কবি ভর্জিল ইহাঁর গুণাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অগষ্টসের যামাতা মারকস্ এগ্রিপা, মার্ক এন্‌টনির স্ত্রী অকটেভিয়া,কৈশর অগষ্টস্ টিবিরিয়শ্ এবং অন্যান্য রোমান নৃপতিগণেরও এই স্থানে সমাধি হইয়াছিল। ৯৮খৃষ্টাব্দে নৃপতি নার্ভার সমাধির পরে এই প্রাসাদে আর কেহ প্রোথিত হন নাই। হাডরিয়ান ইহার ন্যায় আর একটী মসলেম এখানে প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাহার এখানকার নাম "কাসেল সেন্ট এন্‌জিলো।" ১৩৫৪ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে বিখ্যাত দেশহিতৈষী রিয়ানজীর শরীর প্রোথিত হয়।

পিয়াজো কলোনায় চিগিবংশের প্রাসাদ বর্ত্তমান আছে। তাহাতে একটী পুস্তকালয় এবং কতকগুলি সুন্দর পুরাতন প্রস্তরমূর্ত্তি এবং চিত্রপট রহিয়াছে।

পিয়াজার মধ্যস্থলে মার্কস্ অরিলসের প্রসিদ্ধ স্তম্ভ। ইহা১৭৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা ১২৫ ফিট উচ্চ। এই স্তম্ভের নিকটেই আবার আর একটী মিসর দেশীয় স্তম্ভ আছে, তাহা হিলিওপোলিস হইতে অগষ্টস্ কৈশরের রাজ্যশাসনকালে আনীত হইয়াছিল।

রোমের মধ্যে ট্রিভির ফুয়ারাটী বড় সুন্দর। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণ শেষ হইয়াছিল। মধ্য স্থলে সমুদ্রের রূপকপ্রস্তরমূর্ত্তি, তাহার দুই দিকে দুইটী স্ত্রী-মূর্ত্তি এবং চতুস্পার্শ্বে ঋতু চতুষ্টয়ের মনোহর মূর্ত্তি শোভিত আছে।

আমরা একটী ফলের দোকানে গমন করিলাম। তথায় পীচ, তরমুজ, প্লম্, এপ্রিকট, ফিগ্ প্রভৃতি বিক্রীত হইতেছে। এ সকল ফল একটী স্ত্রীলোক বিক্রয় করিয়া থাকে। সে, ভাল ভাল ফল বিক্রয় করে বলিয়া ইতালীর কৃষিপ্রদর্শনী হইতে অনেক গুলি স্বর্ণ পদক ও রৌপ্যপদক পুরস্কার পাইয়াছে। তাহার দুইটী সুন্দরী কন্যা হিসাব পত্র রাখিয়া থাকে। আমাদিগকে প্রধানা স্ত্রীলোকটী অতি সাদরে

সম্ভাষণ করিল এবং যে সকল ফল ক্রয় করিলাম, তাহা বিশেষ করিয়া দেখিয়া ও বাছিয়া দিল। ইঁহার বড় কন্যাটী এমন সুন্দরী যে, সে রাজরাণী হইলেও শোভা পায়।

রোমের প্রাচীন কীর্ত্তি অনেক আছে। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে ট্রাজানের স্তম্ভ মৃত্তিকামধ্য হইতে বাহির করা হইয়াছে। এটী ১২৮ ফিট উচ্চ এবং ৩২ খণ্ড বৃহৎপ্রস্তরের দ্বার নির্ম্মিত। স্তম্ভের উপরে অনেক যুদ্ধের বিবরণ প্রতিমূর্ত্তি-আকারে খোদিত রহিয়াছে।

আমরা কাপিটলিন প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তি-শালায় গমন করিলাম। ইহার সন্নিকটে সোণার গিল্‌টিকরা ব্রনজের মার্কস অরিলিয়সের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিলাম। তাহা ফোরমে ছিল, তথা হইতে প্রসিদ্ধ ভাস্কর মাইকেল এন্‌জিলোর অনুরোধ ক্রমে এখানে রাখা হইয়াছে। কাপিটলিন মিউসিয়মে অনেক প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। প্রথম ঘরে মৃতপ্রায় যোদ্ধার মূর্ত্তিটী বড় বিখ্যাত। কথিত আছে, ইউরোপমধ্যে এতাদৃশ মনোহর মূর্ত্তি অতি বিরল। যোদ্ধার মুখশ্রীতে বীরভাব এবং

সেই সঙ্গে মৃত্যুযন্ত্রণা পরিলক্ষিত হইতেছে। এরিয়াডিন প্রস্তরমূর্ত্তিটী একটী পরমাসুন্দরী স্ত্রী। তাহা দেখিতে বড় মনোহর। যেন সত্যসত্যই স্বর্গবিদ্যাধরী! প্রথম ঘর হইতে অন্যান্য ঘরে গ্রীসের ও ইতালীর অনেক গ্রন্থকার, নৃপতির ও দেবদেবীর প্রস্তরমূর্ত্তি দর্শন করিলাম। হোমর, ভার্জিল্, সক্রেটীশ, থেলস্, পিথোগোরস্, সিসিরো, আরিস্ততল, এরিষ্টোফানিশ্ এস্কাইলস প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারগণের প্রতিমূর্ত্তি সকল দেখিয়া মানবজন্ম সার্থক বোধ করিলাম। তুরন্ত ক্রুটশ, কালিগুলা এবং নিরোর প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তাহাদিগের পাপচরিত্র স্মরণপথে আসিল। জুলিয়স সিজরের মুখের ভাব অহঙ্কার পূর্ণ এবং অতি গম্ভীর।

এখানে কএক খান তৈলরঙ্গের চিত্রও আছে। তাহার মধ্যে গিডোরিনির ম্যাগ্‌ডোলেনের ছবি খানি অতি উত্তম। টিন্‌টোরেটো ও আল্‌বানির ম্যাগ্‌ডালেনের চিত্রও বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

আমরা চিত্রে "কলোনিয়ন" নামক বৃহৎপ্রাসাদের প্রতিকৃতি দেখিয়াছিলাম, আজি তাহা সত্যসত্যই প্রত্যক্ষ করিলাম। ইহা ফ্লভিয়শ বংশীয় ভেশ্‌পেসিয়ন,

টাইট্শ্ এবং ডমিসিয়ন নৃপতির রাজ্যশাসনমধ্যে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার বৃহৎ আয়তনের জন্য "কলোসিয়ম" নাম হইয়াছে। দর্শকগণ ইহার আকৃতি দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া থাকেন। ৭২ খৃষ্টাব্দে এই প্রাসাদের নির্ম্মাণ আরব্ধ হয়, তাহার আট বৎসর পরে টাইটস্ নৃপতি রোমকগণের আনন্দবর্দ্ধন জন্য এক শত দিবস তথায় পশুগণের ক্রীড়া দেখাইবার আজ্ঞা প্রদান করেন। তাহাতে নব সহস্র পশুর প্রাণবধ হইয়াছিল। এখানে ৮৭০০০ সহস্র দর্শক উপবেশন করিয়া স্বচ্ছন্দে নানা প্রকার আমোদ দর্শন করিতে সক্ষম হইতেন। এই প্রকাণ্ড প্রস্তরময় অট্টালিকানির্ম্মাণে রাজকীয় ধনাগার হইতে প্রচুর ধন ব্যয়িত হইয়াছিল।

"কালোসিয়ম" দেখিয়া নৃপতি নিরোর সুবর্ণ প্রাসাদ দেখিতে গমন করিলাম। এটী অতি বৃহৎ প্রস্তরময় অট্টালিকা। এক্ষণে ইহার ধ্বংস মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। নিরো কোটি কোটি অর্থ ব্যয় করিয়া এই গৃহ সজ্জিত করিয়াছিলেন। হায়! কালক্রমে তাঁহার কীর্ত্তি লোপ হইতেছে। এই প্রাসাদে উৎকৃষ্ট

প্রস্তর সমূহ উঠাইয়া লইয়া ইতালীয় ধনাঢ্যগণের সুরম্য নিকেতন শোভিত হইয়াছে। ইহার ভিত্তির কারুকার্য্যের নষ্টাবশেষ দেখিলে পূর্ব্বকালের শিল্পি-গণের ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। এইস্থান হইতে বাসিল্‌কা সেণ্ট ক্লিমেণ্ট দেখিলাম। ইহা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্তিকামধ্য হইতে আবিষ্কৃত করা হইয়াছে। এ গুলি এক্ষণে বিনষ্টপ্রায় হইবার উপক্রম হই-য়াছে। ইহার ভিত্তিতে খৃষ্টধর্ম্মসংক্রান্ত অনেক মূর্ত্তি খোদিত আছে। বাসিল্‌কা দেখিয়া পথের মধ্যে সার্কাস্ মাক্‌শিম্‌সে স্থাপিত ইজিপ্তের একটী স্তম্ভ দেখিলাম। ইহা খৃষ্টজন্মের ১৭০০ পূর্ব্বে থিবস্ নগরে স্থাপিত ছিল: কনষ্টান্‌টাইন তাহা আলেকজান্দ্রিয়ায় আনয়ন করেন এবং তথা হইতে তাঁহার পুত্র ইহাকে রোমে স্থাপিত করিয়াছিলেন।

অদ্য তিন দিবস রোমে অবস্থিতি করিতেছি। হোটেল "আলেমান" অতি বৃহৎ এবং প্রথম শ্রেণীর আবাসস্থান। গ্রীষ্মকাল জন্য এক্ষণে এখানে অধিক লোক বিদেশ হইতে আগমন করেন না। আমরা আসিয়া দেখিলাম, একটী সাহেব ও দুটী বিবি এখানে ৫,৬

দিবস ছিলেন; অদ্য তাঁহারা রোম পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন। ইহাঁরা তিন জনেই ইংলণ্ড হইতে আসিয়াছিলেন। সাহেব বৃদ্ধ এবং বিবি দুইটী বৃদ্ধা, লোলচর্ম্মাবৃতা এবং মস্তকে শুভ্রকেশধারিণী। ইহাঁরা প্রতি বৎসরই এরূপ দেশভ্রমণ করিয়া থাকেন। বৃদ্ধা রমণীদ্বয় কহিলেন, তাঁহারা ভিসুভিয়স্ পর্ব্বতের শৃঙ্গ পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াছিলেন। আমরা বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদ্বয়ের উৎসাহযুক্ত দেশভ্রমণের কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়াছিলাম। আমাদিগের দেশের বৃদ্ধের ত কথাই নাই; যৌবনেও লোকে জড় সড় ও নির্জ্জীবপ্রায় হইয়া থাকে।

আমরা ইতালীতে ৯টার সময় চা, দুগ্ধ, মাংস, রুটী, ফল প্রভৃতি এক সঙ্গে আহার করিয়া সহর দেখিতে বাহির হইতাম। রোমের পীচ ফল বড় সুস্বাদ। আমার আত্মীয় কয়েকটী অধিক পরিমাণ পীচ খাইয়া এক দিবস কিছু অসুস্থ হইয়াছিলেন। এখানে অধিক ফল খাওয়া ভাল নহে। এখানে ফল অধিক খাইলে উদরাময় প্রভৃতি পীড়া হইয়া থাকে। ইতালীবাসিগণ অপক্ক ফল ভাল বাসে। আমরা দেখিয়াছি,

কাঁচা ডুমুর, পীচ, এপ্রিকট্ ফল তাহারা সুমধুর বিবে· চনায় খাইয়া থাকে।

আমরা প্রত্যহ এক জন গাইড্ অর্থাৎ পাণ্ডা নিযুক্ত করিয়া রাখি—এবং তাহারই সঙ্গে সহরের সকল স্থান দেখিতে গিয়া থাকি। এক জন এতদ্দেশীয় সঙ্গী না থাকিলে অতি অল্পসময়ের মধ্যে নগরের দর্শন-যোগ্য সকল স্থান ভালরূপ দেখা হয় না। এই সঙ্গী বা গাইড্ প্রায় সকলেই ভদ্র লোক এবং ইংরাজী ভাষায় উত্তমরূপ কথোপকথন করিতে পারে। ইতা-লীয় লোকে প্রায় ইংরাজী বুঝে না, এ জন্য এক জন দুই ভাষায় কথা বলিতে পারে, এরূপ লোক নিক রাখা আবশ্যক। এই গাইডকে প্রত্যহ ৫ পাঁচ টাকা হিসাবে দিতে হয়।

আমরা সেণ্ট-জন-লাটেরান্ গির্জ্জা দেখিতে গমন করিলাম। ইহা কেবল রোমের মধ্যে নয়—পৃথিবীর মধ্যে একটী প্রাচীন খৃষ্ট-ধর্ম্ম-মন্দির। এই স্থানে পোপগণের অভিষেক হইয়া থাকে। এখানে রোমের মন্ত্রী সেণ্ট লাটরেনের গৃহ ছিল, এজন্য সেই স্থানে গির্জ্জাটী নির্ম্মিত হওয়াতে লাটেরান্ গির্জ্জা

নাম হইয়াছে। সম্রাট্ কনষ্টানটাইনের সময় ইহা পোপদিগের আবাস গৃহ ছিল। ৩১৯ খৃষ্টাব্দে এই ধর্ম্মশালা যীশুর নামে উৎসর্গীকৃত হয়। তৎপরে ১১৪৪ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় লুসিয়স্ পোপ সেণ্ট জনের নামে ইহা উৎসর্গ করেন। ১৩০৮ খৃষ্টাব্দে এই গির্জ্জা অগ্নির দ্বারা দগ্ধ ও নষ্টপ্রায় হইয়াছিল, পুনর্ব্বার ইহা সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইয়াছে। পোপ চতুর্থ পাইয়সের সময়ে প্রসিদ্ধ শিল্পী মাইকেল এন্‌জিলোর দ্বারা গির্জ্জার মধ্যে অনেক কাষ্ঠ-খোদিত কার্য্য প্রস্তুত করান হইয়াছিল।

এই গির্জ্জার সন্নিকট স্কালা সংটা। কথিত আছে, এই সোপানশ্রেণী দিয়া যীশু পাইলটের বিচারা গারে গমন করিয়াছিলেন। একটী গৃহের মধ্যে ২৮টী শ্বেতপ্রস্তরের সিঁড়ির ধাপ আছে। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, রাজ্ঞী হেলেনা এই সিঁড়ি খৃষ্টীয়-তীর্থ-স্থান জরুজিলাম হইতে আনাইয়া ছিলেন। আমরা দেখিলাম, দুটী স্ত্রীলোক এবং একটী ধর্ম্মযাজক জানুর দ্বারা অতি সাবধানে ও ভক্তিসহকারে সোপানশ্রেণী অব-

ভরণ করিতেছেন। এই সোপানে কাহার পদস্পর্শ করিবার অধিকার নাই।

আমরা ভিয়াডেল সেমিনেরিও পথ দিয়া পান্থিয়ন্ নামক প্রাচীন মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। ইহা খৃষ্টজন্মের ২৭ বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট্ অগস্তসের জামাতা মার্কস্ এগ্রিপার অনুজ্ঞায় নির্ম্মিত হয়। তিনি যে কি অভিপ্রায়ে এই প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ নাই। পরে ইহাতে জুপিটরের মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। একবার অগ্নি লাগিয়া, আর একবার বজ্রাঘাত হইয়া এই মন্দিরের অনেক ক্ষতি করিয়াছে। ৪০০ চারি শত খৃষ্টাব্দ হইতে পৌত্তলিক ধর্ম্মমন্দির বলিয়া পানথিয়ন বন্দ ছিল, ঘৃণা করিয়া তন্মধ্যে কেহ প্রবেশ করিত না। অবশেষে ৭০০ খৃষ্টাব্দে পোপ চতুর্থ বনিফেশ কুমারী মেরির নামে এই স্থান উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ করিবার পূর্ব্বে পোপ "কাটাকোম্ব" নামক গোরস্থান হইতে ২৮ গাড়ি পরিমাণ সাধুচরিত্র খ্রীষ্টান মহাত্মগণের অস্থি আনাইয়া উক্ত মন্দির মধ্যে প্রোথিত করিয়া মন্দিরের পবিত্রতা সম্পাদন

করেন। প্রসিদ্ধ চিত্রকর রাফেলের শরীর এই স্থানে প্রোথিত হইয়াছে। রাফেল মৃত্যুকালে তাঁহার এইস্থানে সমাধি হয়, এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এই স্থানে নৃপতি দ্বিতীয় ভিকতর ইমানুএলের সমাধি হইয়াছে। পানথিয়নের সন্নিকট মিনার্ভা দেবীর মন্দির আছে। এটী অতি পুরাতন। এ স্থান হইতে আমরা রোমের সকল দোকান দেখিতে গমন করিলাম। রোমের সাটীনের কাপড় ও স্কার্ফ অর্থাৎ কোমরবন্দ বড় বিখ্যাত। রোমের দোকানে ইতালীর বস্ত্র ভিন্ন ভাইনার অনেক উত্তম জুতা, কাপড় প্রভৃতি বিক্রয় হইয়া থাকে।

টাইবার নদীর সেতু পার হইয়া সাবিনা, প্রিস্কা, এলোসও প্রভৃতি গির্জ্জা দেখিতে দেখিতে আমরা প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বিগণের গোর স্থানে উপস্থিত হইলাম। এই সমাধিস্থানে যাইয়া তাহার দ্বারে একটা ঘণ্টা আছে তাহার ধ্বনি করিবা মাত্র দুইজন ভৃত্য আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল এবং আমাদিগকে লইয়াগেল। এখানে ইংরাজ ভাস্কর রিচার্ডওয়ার্ড, জনগিব্‌সন, কবিবর কীটস্‌ এবং সেলির সমাধি আছে। আমরা কবিবর

সেলির কাব্যপাঠে মুগ্ধ হইয়া থাকি,এজন্য তাঁহার সমাধি দেখাই এই স্থানে আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য। সেলি ১৮২০ খৃষ্টাব্দে রোমের সন্নিকট জলমগ্ন হইয়া পরলোক গামী হন। তাঁহার শরীর প্রাপ্ত হইলে তাহা লর্ড বাইরণ এবং লেহণ্টের সম্মুখে অগ্নিব দ্বারা ভস্ম করা হইয়াছিল। এখানে সেই ভস্ম একটী পাত্রে প্রোথিত আছে। তাঁহার জন্য সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হয় নাই,কেবল একখানি শ্বেতমার্বেলের উপরে তাহাঁর নাম এবং জন্মমৃত্যুর তারিখ ও সন প্রভৃতি খোদিত আছে।

এই গোর স্থানের পূর্ব্বদিকে ১১৪ ফিট উচ্চ কেয়স্ সিস্টীয়সের পিরামিড। ইহা দেখিতে কিছুমাত্র শোভাবিশিষ্ট নহে। ইহার নিকট একটী পর্ব্বত আছে, তাহা প্রকৃত পর্ব্বত নহে। বহুকাল হইতে ভগ্ন মৃন্ময় পাত্র এক স্থানে স্তূপাকার করিয়া রাখাতেই এই স্থান পর্ব্বততুল্য হইয়া আছে।

নগরের বাহিরে সেণ্টপল নামক গির্জ্জা স্থাপিত। পোর্টাসান পাওলোপথ অতি অপরিষ্কার। আমাদের শরীর একবারে ধূলিধূসরিত হইল। রোমের কেবল বাহিরে নয়, নগরের মধ্যেও এক এক স্থান অত্যন্ত

ধূলিপূর্ণ এবং দুর্গন্ধময়। ইহার জন্যই মধ্যে মধ্যে নগরের স্বাস্থ্যহানি হইয়া থাকে। সেণ্টপল প্রাচীন গির্জ্জা, অগ্নির দ্বারা ধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে এই গির্জ্জা সেই স্থানেই নূতনরূপে নির্ম্মিত হইতেছে। আমরা গির্জ্জাটী দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। ইহার নির্ম্মাণ কৌশল অতি চমৎকার।

প্রাচীন রোমের ধ্বস্তপ্রায় প্রাসাদের মধ্যে কারাকল্লার স্নানাগার অতি প্রকাণ্ড। ইহা ৭৫০ফিট দীর্ঘ ও ৫০০ফিট পরিসর। ইহার চারিদিকে উদ্যান আছে। এখানে ১৬০০ ব্যক্তি একত্রে স্নান করিতে পারিত। ইহা ভিন্ন রোমে প্রাচীনকালে আর এগারটী এতাদৃশ বৃহৎ স্নানাগার বিদ্যমান ছিল। এই সকল স্নানাগার সংলগ্ন বৃহৎ পুস্তকালয়, চিত্রশালা এবং বক্তৃতা করিবার গৃহ ছিল। সে গুলি বিখ্যাত শিল্পীর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া বৈদেশিকগণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। স্নানাগারের বক্তৃতাগৃহে বসিয়া নাগরিকগণ রাজনীতি বিষয়ক আন্দোলন করিতেন।

ভিয়া আপিয়া হইয়া "কাটেকম্ব" দেখিতে গমন করিলাম। "কাটেকম্ব" অন্ধকারময় পাতালপুরী। একটী

পাদরী এবং আমরা সকলে দীপ হস্তে করিয়া মৃত্তিকা মধ্যস্থ প্রোক্ত স্থানে গিয়া দেখি, চারিদিকে প্রস্তরের ভিত্তি। তাহাতে থাকে থাকে মনুষ্যদেহ প্রোথিত থাকিত; এক্ষণে পূর্ব্বকালের সেই সকল মৃতদেহ স্থানান্তরে রাজাজ্ঞাক্রমে রীতিমত সমাহিত করা হইয়াছে। এখন আর এখানে পূর্ব্বকালের মৃতদেহ নাই। আমরা অনেক স্থানের ভিত্তিতে প্রস্তরের উপরে মৃতব্যক্তির নাম খোদা দেখিতে পাইলাম। আমাদিগের এই পাতালমধ্যে বহুক্ষণ থাকিতে অসুখ বোধ হইতে লাগিল। ইহার মধ্যে অত্যন্ত শীতল এবং কেমন একটা গন্ধ, তাহা ভাল লাগিল না।

আমরা কাপুসিন গির্জ্জা দেখিতে গিয়াছিলাম, সেখানেও একটী পাতালগৃহ আছে। তাহার মধ্যে কাপুসিনধর্ম্মযাজকগণের অস্থির দ্বারা নির্ম্মিত গৃহ দেখিয়াছি। মৃত ব্যক্তির কঙ্কালপূর্ণ এতাদৃশ ভয়ানক স্থান গভীর নিশীথে দেখিলে চক্ষুস্থির হয়, সন্দেহ নাই। এই ঘরের দীপাধার গুলিও নর-কপাল-দ্বারা নির্ম্মিত। সে গুলি অতি ভীষণদর্শন। কাপুসিন গির্জ্জার ধারে একটী কাচের বৃহৎ আধারে এক জন ধর্ম্মযাজকের

মৃত শরীর অতি উত্তম পরিচ্ছদ পরাইয়া রাখা হইয়াছে। এই মৃতদেহ ১০৮ বৎসরের হইবে। আমরা দেখিয়া আশ্চার্য্য হইলাম—এই মৃতদেহ অতি উত্তম অবস্থায় আছে ; কিছুমাত্র বিবর্ণ অথবা শুষ্ক হয় নাই।

কবিবর সেলির "সেন্সি" নাটকে বিয়াট্রিশ সেনসীর বিবরণ পড়িয়াছি ; সেই সেন্সির প্রতিমূর্ত্তি,—যাহা সুবিখ্যাত চিত্রকর গিডো চিত্র করিয়াছিলেন,—তাহা রোমের বারবিনি প্রাসাদে আছে,—এ কথাও অনেক পুস্তকে পড়িয়াছি। আমরা অদ্য সেই বিখ্যাত চিত্রখানি দেখিলাম। সেন্সির মুখভঙ্গিমা অতিশয় খেদপূর্ণ—দেখিলে নয়নে জল আইসে। অনেক চিত্রকর ইহার নকল লইয়াছেন, কিন্তু তাহার এক খানিও গিডোর চিত্রের কাছে দাঁড়াইতে পারে না। বারবিনি প্রাসাদে আর কএক খান উত্তম চিত্র আছে। তাহার মধ্যে টীসিএন, রাফেল এবং ডমিনিচিনোর চিত্রগুলি বড় সুন্দর। এ সকল চিত্র বার বার দেখিলেও পুরাতন হয় না। আমরা তাহার বিবরণ স্মরণ রাখিবার জন্য কএকখানি তাহার ফটগ্রাফের নকল ক্রয় করিয়াছি।

পর দিবস সেণ্টমেজিওরি গির্জ্জায় গিয়াছিলাম। ইহার অভ্যন্তরের শিল্পনৈপুণ্য দেখিলে বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। কুমারী মেরির মস্তকে মুকুট-অর্পণ মূর্ত্তি, যাহা মোজাইক কাচ বসাইয়া প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা অতি মনোহর। ইহার মধ্যের ৩৬টা স্তম্ভ গ্রীক্-প্রস্তর-নির্ম্মিত—ইহা কোন প্রাচীন প্রাসাদ হইতে আনাইয়া এই ধর্ম্মশালায় সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেণ্ট পেট্রোইন ভিনকোলি গির্জ্জা ৫০০ খৃষ্টাব্দে রাজ্ঞী ইউডিক্সিয়া দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল। এই স্থানে সেণ্টপিটর জেরুজিলামে বন্দী হইয়া যে লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা অতি যত্নের সহিত রক্ষিত হইয়াছে। আমরা অতীব ভক্তি সহকারে সেই শৃঙ্খল দেখিলাম; কিন্তু উহা সত্য সত্যই সেই প্রাচীন কালের শৃঙ্খল কি-না, তাহা বলিতে পারি না। এ স্থানে প্রসিদ্ধ শিল্পী মাইকেল এন্জিলোর দ্বারা নির্ম্মিত মোসেসের প্রকাণ্ড প্রস্তরমূর্ত্তি দর্শন করিলাম। এই মূর্ত্তির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতি বিশুদ্ধরূপে গঠিত হইয়াছে, কিন্তু মুখের ভাব শান্ত নহে, বরং কিঞ্চিৎ উদ্ধত। মুষা ঋষি, তাঁহার মুখশ্রী প্রশান্ত

হওয়াই উচিত। এই মূর্ত্তির দুই দিকে লি এবং রাসে-লের প্রতিমূর্ত্তি। এই গির্জ্জার দক্ষিণ দিকে লুক্রিসিয়া বর্জিয়ার গৃহ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বামভাগে ট্রাজনের স্নানাগারের ধ্বংসাবশেষ মাত্র বর্ত্তমান আছে।

কুইরিনাল পর্ব্বত রোমের মধ্যে অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে অনেক বৃহৎ বৃহৎ প্রাসাদ আছে, তাহার মধ্যে কুইরিনাল অট্টালিকা অতি প্রসিদ্ধ। পোপ ত্রয়োদশ গেরেগরির অনুজ্ঞায় ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে এই প্রাসাদ ফ্লামিনো পনজিও নামক স্থপতির দ্বারা নির্ম্মিত হয়। যখন কোন পোপের মৃত্যু হইত, তখন কার্ডিনালগণ এই বাটীতে সভা করিয়া অন্য একজন পোপ মনোনীত করতঃ গবাক্ষ হইতে তাহা উচ্চৈস্বরে সাধারণের নিকট ব্যক্ত করিতেন। এক্ষণে কুইরিনাল প্রাসাদে রাজা ও রাণী আসিয়া অবস্থিতি করিয়া থাকেন। রোমে ইহা ভিন্ন আর স্বতন্ত্র রাজ-বাটী নাই, সুতরাং এইটাই রাজবাটীর নিমিত্ত রীতিমত সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে। নৃপতি হম্বার্ট ও রাণী, শীঘ্রই রোমে আগমন করিবেন, এজন্য এই অট্টালিকা উত্তমরূপ সংস্কৃত হইতেছে। আমরা

ঘরগুলি একে একে সমুদায় সন্দর্শন করিলাম। দেখিলাম, ঘরগুলি নানাবিধ উৎকৃষ্ট ছবি, সুন্দর সুন্দর ঝাড়, ও গব্‌লিন কার্পেটের ছবি প্রভৃতির দ্বারা সজ্জিত আছে। সিংহাসন-গৃহের ভিত্তি সকল লাল সাটীন দ্বারা আবৃত এবং উৎকৃষ্ট লাল মখমলের পর্দায় সুশোভিত। রাজদূতগণের উপবেশন-গৃহ উৎকৃষ্ট নীল সাটীনের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং তাহার মধ্যে উৎকৃষ্ট বহুমূল্য সেভার-পুষ্পাধার, অত্যুত্তম চীন দেশীয় পুষ্পপাত্র, রাজা ভিক্‌তর ইমানুএল, নৃপতি হম্বার্ট এবং রাজ্ঞী মারঘেরিটার সুন্দর চিত্র প্রভৃতি সজ্জিত রহিয়াছে।

রাজবাটীর সম্মুখে একটী মনোহর ফুয়ারা বারিধারা উদ্গীরণ করিতেছে। এই ফুয়ারার ধারে কাষ্টর এবং পলক্‌শের সুন্দর মূর্ত্তি শোভিত আছে।

রাজবাটীভ্রমণে আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম। জুলাই মাস প্রায় অর্দ্ধগত হইল, সুতরাং এখন বড় গ্রীষ্ম। অঙ্গ দিয়া দর দর করিয়া ঘর্ম্ম বাহির হইতে লাগিল, তথাপি শালের চাপকান, শালের চোগা এবং বৃহৎ পাগ্‌ড়ী ব্যবহার করিতে

নাই। এদেশে মোটা কাপড় ব্যবহার ত্যাগ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। কেননা মোটা কাপড় ব্যবহার না করিলে হঠাৎ পীড়া হইবার সম্ভব। রাজপ্রাসাদের নিকট রসপিগ্লিওসি প্রাসাদে গমন করিলাম। ইহা ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে কার্ডিনাল সিপিও বরঘেশের অনুজ্ঞায় প্রস্তুত হয়। এস্থানে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে অনেক প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখিলাম। মধ্যস্থলে একটী বাগান আছে। স্থানটী বড় মনোরম্য। দুই প্রহরের সময় ধীরে ধীরে বায়ু বহিতেছে এবং অদূরে বৃক্ষশাখায় ইতালীয় গায়ক পক্ষী উচ্চ ও মধুরস্বরে গান করিতেছে। পক্ষীর স্বর শুনিয়া তাহা বুলবুল্ বোস্তাঁর (Nightingale) গান বোধ হইল। একটী উচ্চ সোপানমালা পার হইয়া রস্‌পিগ্‌লিওসি প্রাসাদ মধ্যে ঢুকিলাম। প্রবেশ করিয়াই একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম।—গৃহের উপরি ভাগে প্রস্তরের উপর গিডোর চিত্রিত অরোরা অর্থাৎ রথারোহী সূর্য্যমূর্ত্তি, ঘোটক এবং কতিপয় দেবকন্যা সহ চিত্রিত রহিয়াছে। সূর্য্যদেবের অলৌকিক সুবর্ণকান্তি, চতুর্দ্দিকে রক্তাভ-মেঘমালা, দেব-ঘোটকের

গমনোদ্যোগ,—এ দৃশ্য অতি চমৎকার। এই ছবি গ্রীবা উন্নত করিয়া দেখিতে কষ্ট হয়, এজন্য সুম্মুখে টেবিলের উপর একখান বৃহৎ আয়না রাখা হইয়াছে। তাহাতেই ছবির অবিকল প্রতিরূপ দেখা যাইতেছে। অনেক চিত্রকর এখানে বসিয়া এই অরোরা মূর্ত্তির নকল লইতেছে, কিন্তু আমার বোধ হয়, তাহার এক খানিও গিডোর চিত্রের নিকট দাঁড়াইতে পারে না। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, নকলগুলি মন্দ নহে, গৃহে রাখিবার উপযুক্ত বটে। তাহার এক এক খান ছোট ছবি প্রায় ১৫০, টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। অরোরা ভিন্ন এস্থানের অন্য ঘরে টিসিএন, ভানডাইক, রুবেন্স্ প্রভৃতি চিত্রকরের কয়েকখানি অতি উৎকৃষ্ট চিত্র স্থাপিত আছে।

আমরা সেন্টপিটার্স গির্জ্জা দেখিতে গমন করিলাম। রোম কেন, পৃথিবীর মধ্যে এরূপ অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তি আর নাই। আমাদিগের সম্মুখে সেই অপূর্ব্ব বৃহৎ পদার্থ উপস্থিত হইবামাত্র আমরা একবারে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইলাম। ইহা শিল্পনৈপুণ্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। আমি সামান্য মনুষ্য; তাহাতে আবার

বর্ণনা করিবার ক্ষমতা অতি অল্পই আছে, কাযে-কাজেই তাহা বর্ণনা করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতে পারিলাম না। যদি আমি রস্কিনের ন্যায় লেখক হইতাম, তাহা হইলে পাঠকগণ আমার নিকট উহার প্রকৃত বর্ণনা পাইবার আশা করিতে পারিতেন এবং আমিও আমার হৃদয়-উচ্ছ্বাস উত্তমরূপে জানাইতে পারিতাম।

ইতালীয় বিখ্যাত শিল্পী রাফেল এবং মাইকেল এন্‌জিলো এই দুই ব্যক্তির দ্বারা সেণ্টপিটার্স-সংক্রান্ত অধিকাংশ উৎকৃষ্ট কারুকার্য্য সমূহ নির্ব্বাহিত ও গঠিত হইয়াছিল। সম্মুখে ধর্ম্মালয়, তাহার দুইধারে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বৃহৎ স্তম্ভশ্রেণীযুক্ত গৃহ, দুই পার্শ্বের গৃহের উপরিভাগে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত ২৩৬টী ধার্ম্মিক ধর্ম্মযাজকগণের প্রতিমূর্ত্তি এবং গির্জ্জার উপরিভাগের মধ্যস্থলে যীশু এবং তাঁহার উভয় পার্শ্বে সেণ্টপল, পিটার্স, মেথু, লুক্, জন্ প্রভৃতির বৃহৎ বৃহৎ সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি সমূহ শোভা পাইতেছে। মূর্ত্তিগুলি দেখিতে ছোট বোধ হইতেছে কিন্তু তাহার প্রত্যেকটী ১৩ হস্ত উচ্চ

হইবে। সেণ্টপিটার্সের সম্মুখে দুটী ৪৬ ফিট উচ্চ ফুয়ারায় ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছে। সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে মিশর দেশীয় একটী বৃহৎ স্তম্ভ শোভা পাইতেছে। উহা সম্রাট কালিগুলা ইজিপ্ত হইতে আনয়ন করেন। পোপ পঞ্চম সিক্সটস্ উহা সেণ্টপিটার্সের সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছিলেন।

গির্জ্জা-প্রবেশ-সময়ে আমাদিগকে ক্ষুদ্র পিপী-লিকার মত বোধ হইতে লাগিল। গির্জ্জার সম্মুখ-ভাগে স্তম্ভশোভিত বারাণ্ডা, তাহার অভ্যন্তরে দুই পার্শ্বে প্রস্তরের মনোহর কনস্তানটাইনের এবং সারলেমানের প্রস্তরপ্রতিমূর্ত্তি ;— এ সকল দেখিতে অতিসুন্দর। গির্জ্জায় সর্ব্বসমেত ৭৫৬টী বৃহৎ স্তম্ভ আছে।

সেণ্টপিটার্স ধর্ম্মালয়ের মধ্যে দুইদিকে প্রস্তরা-ধারে পবিত্র জল রাখা হইয়াছে এবং এক একটী আধার দুইটী করিয়া পক্ষযুক্তবালক কর্ত্তৃক ধৃত আছে। বালকগুলি দূর হইতে ছোট দেখাইতেছে বটে, কিন্তু নিকটে গিয়া দেখি, তাহা এক একটী প্রমাণাকার মনুষ্য। অনেক ইতালীয় নরনারী ভক্তিসহকারে কর-

যোড়ে দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং কেহ কেহ জানু পাতিয়া যীশুর মূর্ত্তি সন্দর্শন করিতেছে। পার্শ্বে দক্ষিণদিকে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত বেদীর উপর সেণ্টপিটা-সের ব্রনজ্ মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। গির্জ্জার মধ্য-গুম্বেজে অর্থাৎ গোলাকার ছাদে খৃষ্টীয় যতিগণের 'মোজাইক' কাচ বসান সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি সকল খোদিত আছে। এই মূর্ত্তিগুলি প্রকাণ্ড। সেণ্ট লুকের হস্তের লেখনীটী ৭ ফিট দীর্ঘ হইবে, ইহাতে মূর্ত্তি যে কত বড়, তাহা পাঠকগণই অনুমান করিয়া লউন। চারি-দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরপ্রতিমূর্ত্তি শোভাপাইতেছে, তাহার এক একটী অন্যূন ২৭ ফিট উচ্চ হইবে। এই স্থানের মধ্যস্থলে সেণ্টপিটাসের সমাধি আছে কিন্তু তাহার চারিদিক্ আবদ্ধ। তাহার সম্মুখে অবতরণের সোপানশ্রেণী আছে। এখানে সমাধির নিকট ৮৯ টী সুন্দর দীপ দিবারাত্র প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে। সমাধির সম্মুখে ভক্তিপূর্ণ পোপ চতুর্থ পিয়সের বৃহৎ প্রস্তরমূর্ত্তি; ইহা কানোভার নির্ম্মিত।

আমরা যে দিবস সেণ্টপিটাসে গিয়াছিলাম, সেই দিবস তথায় একটী ধর্ম্মোৎসব ছিল। রোমান কাথলিক

ধর্ম্মযাজকগণ প্রজ্জ্বলিত মধুস্থবর্ত্তিকাহস্তে তার স্বরে স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে বেদীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দলে দলে কৌমারব্রতাবলম্বী বালক যতিগণ আগমন করিলেন। আমাকে এই সকল ধর্ম্মাড়ম্বর দেখিতে বড়ই ভাল লাগিল। হৃদয়ের মধ্যে পৌত্তলিকতার ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। রোমান্ কাথলিক পাদরিগণের উপাসনার ভাব বড় গম্ভীর। সকলে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন এবং এক একবার স্তোত্রপাঠ সমাপ্ত হইলেই মঞ্চস্থ গায়কগণ মধুর স্বরে ধর্ম্মসঙ্গীত গান করিতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম, প্রধান গায়কের বয়স ৬০ বৎসর হইবে, তথাপি তিনি অতি সুকণ্ঠ এবং সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা আছে। গানের সঙ্গে, প্রকাণ্ড কলের অরগ্যান-বাদ্য সম্মিশ্রিত হইয়া শ্রোতৃবর্গের চিত্ত রঞ্জন করিল।

আমরা সেণ্টপিটাস হইতে পোপের প্রাসাদ সুবিখ্যাত ভাটিকানে গমন করিলাম। এখানকার প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট হইতে আদেশ পত্র আনাইয়া

এইস্থান দেখিবার অধিকার পাইলাম। দ্বারে প্রবেশ করিয়াই নানাবর্ণের বসন পরিধান করা সুইস্-গার্ডগণ বসিয়া আছে, দেখিতে পাইলাম। তাহারা আমাদিগকে দেখিয়া পরস্পর কি বলাবলি করিল, আমরা সে বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ না করিয়াই সোপানশ্রেণী আরোহণ পূর্ব্বক একবারে ভাটিকান-প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। প্রাসাদটী অতি বৃহৎ। এত বৃহৎ যে, ইহার সমুদায় অংশ দুই তিন দিবসে দেখিয়া শেষ করা দুঃসাধ্য। এই প্রাসাদে ১৩০০০ সহস্র ঘর আছে। পৃথিবীর মধ্যে এরূপ বাটী আর নাই। পুস্তকালয়ে অনেক পুস্তক স্তরে স্তরে কাষ্ঠাধারে সাজান রহিয়াছে। গৃহের মধ্যে পুষ্পাধার ও চিত্রাদি যে কত আছে, তাহা সংখ্যা করা ভার। পোপের ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। তিনি এখানে মুকুটধারী সম্রাট অপেক্ষাও সুখে বাস করেন। তাঁহার ভাটিকান একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহার মধ্যে প্রকাণ্ড উদ্যান আছে। এই উদ্যানে তিনি শকটারোহণে ভ্রমণ করেন এই প্রাসাদমধ্যে সিস্টাইন গির্জ্জা স্থাপিত আছে। তাহা পোপ চতুর্থ সিকস্টস্ ১৪৭৩ সালে

নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই ঘরে মাইকেল এন-জিলোর "শেষ বিচারের" ছবি খানি দেওয়ালে চিত্রিত আছে। এখানকার চিত্র ও প্রস্তরপ্রতিমূর্ত্তি সকলই চমৎকার। এ সকল প্রত্যহ দেখিলেও পুরাতন হয় না, যখনই দেখা যায় তখনই এ সকলের নিরুপম সৌন্দর্য্য হৃদয়ে প্রবেশ করে। চিত্রগুলি যেন এক এক খানি কবির হৃদয়-উচ্ছ্বাস,—দেখিলেই অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য পাঠের বিমলানন্দ উপভোগ করিতে পারা যায়। খ্যাত নামা ৺ দ্বারকানাথ টাকুর ভাটিকানে চিত্র ও মূর্ত্তি দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন।

রাফেলের চিত্রিত—"আথেন্‌সের বিদ্যালয়" এক খানি অপূর্ব্ব পদার্থ। ভূমণ্ডলে এমন উৎকৃষ্ট চিত্র আর নাই। ইহাতে ৫২ জন তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মূর্ত্তি আছে। প্রথম সোপানের উপরেই অরিস্ততল ও প্লেটো পুস্তকহস্তে দণ্ডায়মান হইয়া তর্কবিতর্কে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের ছাত্রবর্গ মনোযোগের সহিত তাঁহাদের কথাগুলি শুনিতেছেন। ডাইও-জিনিস দণ্ডায়মান হইয়া যেন কিছু চিন্তা করিতেছেন। সক্রেটীশ্ আমোদপ্রিয় যুবক আলসিবাইডিশ্‌কে সংসারের

অনিত্যতা বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। আল্‌সিবাইডিশ-ইত্তি কর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান আছেন। তত্ত্ববিৎ পিথাগোরশ গ্রন্থ লিখিতেছেন। তাঁহার নিকট জোরোশ-টার সচিন্তিতভাবে গোলকহস্তে দণ্ডায়মান। আর্কি-মিডিস্ বসিয়া প্রস্তরফলকে অঙ্কপাত করিতেছেন এবং সুধীবর্গ তাঁহার চারিদিক্ ঘিরিয়া আছেন। ছবি খানি দেখিয়া আমার যারপর নাই সুখ বোধ হইল। এইস্থানে রাফেলের আর এক খানি চিত্রে পার্‌নেস্‌শ্‌ পর্ব্বতোপরি আপোলো বীণাবাদন করিতেছেন এবং হোমর, ভর্জ্জিল্, হোরেশ, অভিড্, ডাণ্টে প্রভৃতি কবি নিকর তাহা শুনিতেছেন। এখানিও অতি সুভাব-ব্যঞ্জক ও অপূর্ব্ব। এইসকল রাফেলের চিত্র ভাটি-কানের "Camere" এবং "Loggie" প্রকোষ্ঠে শোভিত আছে। এখানকার মিউসিয়মে যে সকল প্রস্তরমূর্ত্তি আছে, তাহা অতি চমৎকার। আপো-লোর কি মনোহর মূর্ত্তি! কঠিন অভেদ্য প্রস্তরে মনুষ্য কিপ্রকারে এমন সুন্দর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিল ভাবিতে গেলে মোহ আসিয়া আক্রমণ করে। "Torso" একটী হাত পা ভাঙ্গা মূর্ত্তির বক্ষস্থল মাত্র

বিদ্যমান। এটীর গঠন দেখিয়া মাইকেল এন্‌জিলো ও রাফেল উভয়েই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ভাটিকানের চিত্র, প্রস্তরপ্রতিমূর্ত্তি, কাচের জিনিষ, সমস্তই উৎকৃষ্ট। এরূপ উৎকৃষ্ট বস্তু অনেক ইউরোপীয় রাজবাটীতে আছে কি-না সন্দেহ। পোপ এখানকার যে সকল গৃহ সর্ব্বদা ব্যবহার করেন, তাহার মধ্যে কাহারও যাইবার অধিকার নাই। পোপ অতিশয় জ্ঞানী এবং নানাভাষায় সুপণ্ডিত। দুঃখের বিষয় এই যে, ইতালীয় সাধারণ লোক তাঁহাকে কিছুমাত্র ভাল বাসে না। সকলেই বীরবর দেশহিতৈষী গ্যারিবল্‌ডির এবং নৃপতি ভিকতর ইমানুএলের গুণগান করে এবং পোপের নামে ঘৃণা প্রকাশ করে। ইহা কালের ধর্ম্ম, সন্দেহ নাই। ইতালীয় নৃপতির সহিত পোপের বড় দেখা সাক্ষাৎ নাই এবং তিনিও গুরুদেবকে বড় একটা আন্তরিক ভক্তি করেন না। রোমে অদ্য পঞ্চম দিবস অতিবাহিত হইল। আজ আমরা বেলা ১১ টা হইতে ৫ টা পর্য্যন্ত প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ একে একে সমুদায় সন্দর্শন করিলাম। সমস্ত দিবস পরিশ্রম করিয়া

শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইল, পরে হোটেলে গিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করতঃ পুনরায় এক খানি ভাল শকট আনাইয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবনার্থ বহির্গত হইলাম। রোমের বাহিরে ভিলাবরঘেশ নামক পল্লীর নৈসর্গিক দৃশ্য অতি মনোরম্য। সহরের সৌধশ্রেণী, ধূলি, পথিকের দৌড়া দৌড়ি প্রভৃতি পশ্চাৎ রাখিয়া মুনিমনোলোভা উপবন মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমরা বিশেষ সুখ বোধ করিলাম। বেলা ৬টার সময় এখানে ভাল ভাল গাড়িতে উঠিয়া দেশের বড় লোকেরা অন্যূন এক ঘণ্টা কাল বেড়াইয়া থাকেন। সাধারণ লোককে এখানে পদব্রজে ভ্রমণ করিতে দেখা যায় না, কেবল বড় লোকেরাই এখানে সুন্দর সুন্দর শকটে আরোহণ করিয়া বায়ুসেবনার্থ ভ্রমণ করিয়া থাকেন। নানা অলঙ্কারে ভূষিতা রোমের সুন্দরীগণকে দেখিলে দেবকন্যা বলিয়া ভ্রম হয়। ইউরোপমধ্যে ইহাদিগের তুল্য সুন্দরী নাই বলিলেও বলা যায়। সুদীর্ঘ নাসিকা, সচঞ্চল মৃগ-নয়ন, কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূযুগল, মুখের বর্ণ ও কান্তি অতি আশ্চর্য্য,—দেখিবামাত্র মুখখানি গোলাপফুল বলিয়া ভ্রম জন্মে। বিংশ-

বর্ষীয়া রোমকসুন্দরী পৃথিবীর মধ্যে প্রিয়দর্শনা। তাঁহাদিগের মুখশ্রীতে আমাদিগের ভারতবর্ষীয়া শশিমুখীদিগের মুখের অনেকটা ভাব আইসে। অধিক বয়সে তাহাঁদের সৌন্দর্য্যহ্রাস হইয়া আইসে সত্য; পরন্তু তাহাতে তাঁহাদিগের রূপের গৌরবের হানি হয়, একথা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। ভিলা বরঘেশ প্রবেশের দ্বারের দুই দিকে স্তম্ভশোভিত দুটী ছোট গৃহ আছে। তাহার প্রত্যেকের সম্মুখে একটী করিয়া দুইটী স্তম্ভ আছে, তদুপরি দুইটী পিত্তলের চিল পক্ষী আছে। গৃহদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিলে দুই দিকে মিশরের স্তম্ভ ও গৃহের কৃত্রিম অনুকরণে হাইরোগিলিফিক্ অক্ষরযুক্ত স্তম্ভ এবং ২ টী ছোটঘর দৃষ্ট হয়। ইহার পর হইতেই বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ শোভিত উদ্যান এবং তাহার মধ্য দিয়া বরঘেশ প্রাসাদে যাওয়া যায়। এই অতি বিস্তৃত উদ্যানভূমি এবং তৎসংক্রান্ত প্রাসাদ সমূহ কৌণ্ট বরঘেশের সম্পত্তি। কৌণ্ট অতি বড় লোক, তাঁহার ভূসম্পত্তির দ্বারা প্রত্যহ ত্রিশ সহস্র টাকা আয় হইয়া থাকে। তাঁহাকে কেহ কেহ ভিলার

মধ্যের জঙ্গলের অকর্ম্মণ্য বৃক্ষ সকল ছেদন করিয়া কমলালেবু, পীচ ও এপ্রিকট্ প্রভৃতি ফলের গাছ রোপণ করিয়া, সেই বৃক্ষের ফল বিক্রয়ের দ্বারা দুই লক্ষ টাকার অধিক বার্ষিক আয় বৃদ্ধি করিতে উপদেশ দিয়াছিল, কিন্তু তিনি এস্থানের নৈসর্গিক মনোহর শোভা বিনষ্ট করিয়া সামান্য ফলবিক্রয়ের দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিতে ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কৌণ্ট স্থানান্তরে থাকেন। তিনি এস্থানে কখন আগমন করেন না, সুতরাং এই বিস্তৃত ভূমি এবং সুরম্য প্রাসাদ তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে সাধারণে ব্যবহার করিয়া থাকে। বরঘেশ প্রাসাদে অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট চিত্র এবং প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। তাহা সপ্তাহে তিন দিবস সাধারণকে দেখাইবার নিমিত্ত খোলা হয়। বাটীর পুষ্প-উদ্যান-মধ্যে অনেক ফুয়ারা, কৃত্রিম পার্ব্বতীয় উৎস, গুহা এবং সুন্দর প্রস্তরমূর্ত্তি নিচয় শোভিত আছে। আমরা বাটীর দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাওয়াতে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারি নাই। এস্থানের অনেক ভাল ভাল ছবি বোনাপার্ট লুণ্ঠন করিয়া পারিশ নগরীতে লইয়া গিয়াছিলেন।

(নেপল্‌স)—আমরা রোম পরিত্যাগ করিয়া নেপলস্‌ যাত্রা করিলাম। রোম হইতে নেপলস্‌ ৮ ঘণ্টায় ট্রেণে যাওয়া যায়। নেপলস্‌ ৯টা রাত্রে পঁহুছিলাম। ষ্টেসনের সন্নিকট রেলের গাড়ি হইতেই মুখ বাহির করিয়া দেখি একটা নিকটবর্ত্তী স্থানে যেন আগুন লাগিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে বুঝিলাম, ভিসুভিয়স্‌ পর্ব্বতের উপর হইতে রক্তবর্ণ অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে। ষ্টেসন হইতে হোটেল-অম্‌নিবস গাড়িতে "হোটেল ভিশুভে" (Hotel du Vesuve) গমন করিলাম। "ভিশুভ হোটেল" অতি বৃহৎ। তাহা নেপল্‌স্‌ উপসাগর কূলে স্থাপিত। গ্যাসের আলোকমালা সাগরের নীলজলে প্রতিফলিত হইয়া মনোহর শোভা বিস্তার করিতেছে। হোটেল হইতে সাগরের পরপারে ভিসুভিয়স-আগ্নেয়-গিরি ক্রুদ্ধ হইয়া লক্‌ লক্‌ অগ্নিময় জিহ্বা বাহির করিতেছে। বাঙ্গালীর কাছে এ দৃশ্য সম্পূর্ণ অভিনব। গভীর সাগর ও তাহার তীরে আবার আগ্নেয় পর্ব্বত! এ দুটীই দেখিবার এবং কবির বর্ণনীয় বিষয়। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত পেৎ-

রার্ক এবং দান্তের দোহাই দিয়া ইউরোপে বসিয়া অনেক ভাল ভাল কবিতা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু আমার হৃদয়ে কবিতার ভাবের ঢেউ কিয়ৎক্ষণ চেষ্টা করাতেও উঠিল না, সুতরাং সম্মুখের এই অতি চমৎকার দৃশ্যটীকে কবিতার দ্বারা উপহার দিতে পারিলাম না, সেজন্য অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি। হোটেলের দ্বারে এক জন তথাকার প্রধান কর্ম্মচারী আসিয়া ইংরাজী ভাষায় কথোপকথন করিতে করিতে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন এবং আমরা তাঁহার সঙ্গে এক খানি সিংহাসনে উপবেশন করিয়া হাইড্রোলিক কলের দ্বারা উর্দ্ধে উঠিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট শয়নগৃহে গমন করিলাম। হোটেলের ভোজনাগার এবং বিশ্রামাগার দেখিবার বিশেষ যোগ্য। পূর্ব্বকালে পম্পিয়াই নামক স্থানের ধনাঢ্য লোকের প্রাসাদ সমূহ যে প্রণালীতে নির্ম্মিত ও সাজান হইত, সেই রীতিতে এ ঘরগুলি প্রস্তুত ও সজ্জিত হইয়াছে। গৃহের ভিত্তিতে ও ছাদে পম্পিয়াইতে যেমন চিত্র থাকিত, এ ঘর গুলিও সেইরূপ চিত্রে চিত্রিত। ব্রন্‌জের রোমান দীপাধার এবং দুইটী বৃহৎ চিল-পক্ষীর পক্ষমধ্য হইতে

গ্যাসের আলোক নির্গত হইয়া ভোজন গৃহের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। প্রাচীন কালের রোমকেরা যে প্রকার ধাতুনির্ম্মিত চেয়ার, কৌচ প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন,সেইরূপ সামগ্রী সমূহ বিশ্রাম গৃহে নিত্য-ব্যবহারের জন্য স্থাপিত আছে। প্রাচীনকালের শিল্প অনুকরণ করাতে এই স্থানের শোভা বড়ই ভাল লাগিল। সকলেই গৃহস্বামীর রুচির প্রশংসা করিয়া থাকেন। মশারি না থাকাতে মশকদংশনে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। এ সকল স্থানে যে মশক থাকে, পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না। প্রভাতে উঠিয়াই প্রধানকর্ম্মচারীকে এক একটী মশারি দিতে বলিলাম এবং তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এখানে মশা, মাছি, ছু-ই আছে। তাহার কারণ আর কিছুই না ইউরোপের অন্যান্য স্থানের ন্যায় নেপলস্ তত পরিষ্কার নহে। নেপলস্ অতি প্রসিদ্ধ সহর এবং এখানে বসতিও অসংখ্য, কিন্তু স্থানে স্থানে অত্যন্ত দুর্গন্ধ এবং অপরিষ্কার।

আমরা প্রাতের আহারাদি সমাপন করিয়া নগর দর্শনে বহির্গত হইলাম। এখানে অসংখ্য প্রকাণ্ড

প্রকাণ্ড অট্টালিকা, উত্তম উত্তম সুসজ্জিত দোকান, বড় বড় গির্জ্জা এবং পথ সকল লোকারণ্য দেখিলাম। পথের ধারে অনেক সামান্য দোকানদারগণ বড় বড় কড়ি, নানাবিধ শাক, নানাপ্রকার ফল, কাগজের পাখা, রুটী,পনির, গৃহ পরিষ্কারের বুরুস প্রভৃতি লইয়া চীৎকার পূর্ব্বক পথিকের চিত্তাকর্ষণ করতঃ বিক্রয়ের চেষ্টা করিতেছে। বড় বড় দোকানে অতি উত্তম উত্তম জিনিষ বিক্রীত হইতেছে। বাহির হইতে সে সকল জিনিষের শোভা অতি চমৎকার দেখাইতেছে। স্ত্রীলোকের সাটিনের সুন্দর সুন্দর পাখা, সাটিন, মখ-মল কাপড়, কাঁচের ঝাড়, লণ্ঠন, পুষ্পাধার, তৈল-রঙ্গে চিত্রিত চমৎকার চিত্রসমূহ, প্রস্তরের মূর্ত্তি, টেরে কোটা মৃত্তিকার নানাপ্রকার পদার্থ, সাটিন ও মখমল মোড়া এবং গিল্টি করা রোমান চৌকি, টেবিল,প্রবা-লের অলঙ্কার, রত্নালঙ্কার, হস্তিদন্তের বিবিধ বস্তু প্রভৃতি দোকানে বিক্রিত হইতেছে। প্রবালের নানাবিধ অল-ঙ্কার এখানে বিক্রয় হয়, সে সকল অতি চমৎকার। নেপোলিটনগণের কারুকার্য্য বিশ্ব-বিখ্যাত।

আমরা ভিলা নেসলনী নামক স্থানে“আকোএরিয়ম” দেখিতে গমন করিলাম। ইহার দর্শনী এক ফ্রাঙ্ক করিয়া দিতে হইল। কাঁচের এক একটা বৃহৎ আধার মধ্যে ভূমধ্য সাগরের নানাবিধ সামুদ্রজীব সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। এ প্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত জল জন্তু মনুষ্য কর্ত্তৃক কোন স্থানেই প্রতিপালিত হয় নাই। চক্রাকার ষ্টার ফিস্, স্পঞ্জ, প্রবাল কীট, ক্ষুদ্র হিপো-কাম্পস ঘোটকাকৃতি, দন্তবিশিষ্ট মাংসাশী বৃহৎ বৃহৎ বাইন মৎস্য, গোলাকার বৃহৎ সোল মৎস্য, ভীষণ হিংস্র কটেল মৎস্য, বৃহৎ ও রক্তবর্ণ কর্কটী প্রভৃতি জলের মধ্যে ক্রীড়া করিতেছে। এখানকার রক্ষক একটী বৃহৎ মৎস্যের বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিতে বলিল। আমি তাহা স্পর্শ করিবামাত্র মৎস্যটা পলায়ন করিতে চেষ্টা করিল এবং তৎক্ষণাৎ আমার কেমন এক প্রকার বৈদ্যুতিক সংঘর্ষণে শরীর স্পন্দহীন হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছিল। এক জন জর্ম্মণ দেশীয় জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এই সকল সামুদ্রজন্তু সুপ্রণালীবদ্ধ করিয়া রাখাইয়া দিয়াছেন।

নেপল্‌সের রাজবাটী অতি বৃহৎ। তাহা ৫৫০ ফিট প্রশস্ত স্থানে স্থাপিত আছে। ইহা ডোরিক, আইওনিক এবং করিন্থিয়ান শিল্পকারগণের কারু-কার্য্যের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইতালির অন্যান্য স্থানের রাজবাটীর ন্যায় এটীও সুন্দররূপে সুসজ্জিত আছে। ইহা বিবিধ প্রস্তর মূর্ত্তি, অত্যুৎকৃষ্ট চিত্র, বিবিধ কাঁচের বস্তু প্রভৃতির দ্বারা সাজান আছে। রাজপ্রাসা-দের মধ্যে রাজকীয় অভিনয়-গৃহ। এটী বড়ই সুন্দর। এখানে রাজা, রাণী এবং পারিষদ্‌গণ অভিনয় দর্শন করিয়া থাকেন।

এখানকার "সান্‌কারলো" অভিনয়গৃহ ভুবন-বিখ্যাত। ইহার ন্যায় বৃহৎ থিয়েটার পৃথিবীতে আর নাই। গ্রীষ্মকালে এখানে অভিনয় হয় না, কেবল শীত ঋতুতেই ইতালীয় বিখ্যাত কবিগণের নাটকের অভিনয় হইয়া থাকে।

নেপল্‌সের জাতীয় চিত্রশালিকা দেখিবার জন্য গমন করিলাম। গৃহপ্রবেশমাত্র ১৬ টী অতি উত্তম প্রাচীন সবুজ রঙ্গের প্রস্তরের স্তম্ভ দেখিলাম। সিংহা-সনে উপবিষ্ট জুপিটর, প্রকাণ্ড হর্কুলিস, কামদেব,

ভিনশ, একেলিস, উইলিশিশ, মিশর দেশীয় দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রভৃতি অনেক প্রস্তরমূর্ত্তি. অনেক গুলি গৃহে রক্ষিত হইয়াছে। একটী গৃহে কেবল পম্পিয়াই হইতে আনীতা্রনজ,প্রস্তর প্রভৃতির অনেক বস্তু আছে। এক স্থানে কাঁচের বাক্স মধ্যে সুবর্ণের ও রত্নের অলঙ্কার দেখিলাম, তাহা পম্পিয়াই ধ্বংসশেষ মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। এ সকল দৃষ্টে পূর্ব্বকালের বিলুপ্ত একটী নগরের লোক সমূহ যে অত্যন্ত ধনশালী ছিল, তাহা স্পষ্ট প্রতায়মান হয়। অলঙ্কারের গঠন পরিপাটী বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

চিত্রালয়ে অনেক চিত্র আছে। রাফেল, টিন্‌টারেটো, টিসিয়ান্, ভান্‌ডাইক, গিডো প্রভৃতি প্রাচীন চিত্রকর গণের বিবিধ সুন্দর চিত্র দর্শনে নয়ন পরিতৃপ্ত হয়। এখানে চিত্রকরগণ অধ্যক্ষের অনুমতিক্রমে প্রসিদ্ধ চিত্রের নকল লইতেছেন। আমরা একখানি চিত্রের নকল দৃষ্টে বড়ই আনন্দিত হইলাম এবং অনেক বাক্যব্যয়ের পর মূল্য স্থির হইলে তাহা ক্রয় করিয়া লইলাম। এক এক গৃহে এক এক প্রণালীর চিত্র সংরক্ষিত আছে,অর্থাৎ ভিনিসিয়ান,বলংনেশ,টাশক্যান

বাইজান্‌টাইন, ডচ্‌, জর্ম্মান, নেপোলিটান, ফ্লেমিশ্‌ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশীয় চিত্রসমূহ ক্রমপ্রণালীতে রাখা হইয়াছে। আমাদিগের দেশীয় সুশিক্ষিত ভদ্র-লোকেরা, যাঁহাদিগের চিত্রবিদ্যায় অনুরাগ আছে, তাঁহারা যদি ইতালীতে আসিয়া চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন, তাহা হইলে বিশেষরূপে শিক্ষিত হইতে পারেন। আমাদিগের দেশে যে-সকল চিত্রপ্রদর্শনী হয়, এসকল দেখার পর তাহা দেখিতে লজ্জা বোধ হইয়া থাকে। কলিকাতার গত প্রদর্শনীতে যে-সকল চিত্র রত্ন গৃহে রক্ষিত হইয়াছিল, তাহার এক খানিও ভাল নহে। ইউরোপের কোন এক প্রদর্শনীতে এই সকল চিত্র প্রেরিত হইলে তথাকার দর্শকগণ নিশ্চিত হাস্য করিতেন। "আর্টষ্টুডিও" চিত্রালয়ে বঙ্গসন্তানগণ চিত্রবিদ্যার উন্নতিজন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাহা সুখের বিষয়, সন্দেহ নাই, কিন্তু ইউরোপীয় উত্তম শিল্পীর দ্বারা শিক্ষিত না হইলে চিত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই।

চিত্রশালিকা হইতে গমনকালে পথের মধ্যে এক স্থানে কবিকুলতিলক ডান্টের প্রকাণ্ড প্রস্তরপ্রতি-

মূর্ত্তি দেখিলাম। এটী নূতন নির্ম্মিত হইয়া স্থাপিত হইয়াছে। এ মূর্ত্তিটী অতি উত্তম। কবির মূর্ত্তি দেখিয়া আমাদিগের ভক্তির উদয় হইল।

আমরা নগরের বাহিরে কবি ভর্জিলের সমাধি দেখিতে গমন করিলাম। ইহা একটী পর্ব্বতের উপর স্থাপিত। কতকগুলি সোপান অতিক্রম করিয়া উঠিতে হয়। আমরা একটী দ্বারে আঘাত করিলে দুই জন রক্ষক আসিল। তাহাদিগের প্রত্যেক্‌কে অর্দ্ধ ফ্রাঙ্ক দিয়া সোপানশ্রেণী উঠিতে পাইলাম। তাহার পরে অনেকদূর পর্য্যন্ত পর্ব্বতে উঠিতে হয়। পর্ব্বতোপরি চারিদিকে আঙ্গুরের গাছে, থোকা থোকা আঙ্গুর ধরিয়াছে। পর্ব্বতে উঠিতে উঠিতে বড়ই পরিশ্রম হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল, বুঝি এত পরিশ্রমের পর একটী প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিব, কিন্তু পরে দেখিলাম, সমাধি মন্দিরটী অতি জীর্ণ ও অপরিষ্কার। গৃহের মধ্যে একখানি প্রস্তরখণ্ডে কবি ভর্জ্জিলের নাম লেখা আছে। এস্থানে ভর্জ্জিলের মৃতদেহ নাই। কবির মৃত্যুর পরে তাঁহাকে দাহন করা হইয়াছিল এবং একটী পাত্রে তাঁহার চিতাভস্ম এই মন্দিরে

প্রোথিত করা হইয়াছিল, তাহাও আবার কালক্রমে এস্থল হইতে গবর্ণমেণ্টের অনুজ্ঞায় কাস্টেল নোম্বোতে রাখা হইয়াছিল, তৎপরে দুর্ভাগ্যক্রমে সেখান হইতে তাহা যে কোথায়, কে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার কোন প্রকৃত বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায় না।

আমরা হোটেলে আসিয়া আহারের গৃহে গমন করিলাম। অনেক নোপোলিটন্ ভদ্রলোক এবং কামিনী আহার করিতে আসিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই আমাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। সেই দৃষ্টিতে কেহই অসভ্যতা প্রকাশ করেন নাই, বরং আমরা উপবেশন করিবামাত্র অনেকে সাদরে সম্ভাষণ করিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা কেহই ইংরাজী বুঝেন না, সুতরাং কথোপকথন করা ঘটিল না। এখানে আহারের বন্দোবস্ত মন্দ নহে। ইতালীতে অন্ন ব্যবহার হয় এবং সেই সঙ্গে উত্তম মাংসের ঝোল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভিস্যুভিয়স্।—তৃতীয় দিবসে আমরা ভিস্যুভিয়স পর্ব্বত দেখিতে যাত্রা করিলাম। প্রাতে ৯ টার মধ্যে স্নানাহার সমাপ্ত করতঃ এক খানি গাড়িতে উঠিয়া

নগর পার হইয়া ক্রমে ক্রমে একটী প্রকাণ্ড পর্ব্বতের উপর উঠিতে লাগিলাম। পর্ব্বতের উপর অনেক বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ আছে ও স্থানে স্থানে আঙ্গুর, পীচ, প্রভৃতি ফলের বাগান আছে। স্থানে স্থানে অনেক বন্য পুষ্পও ফুটিয়া রহিয়াছে। দুইজন কৃষক আসিয়া আমাদিগকে পীচ, এপিকট্, ডুম্বুর, প্লম্, তুত্ফল প্রভৃতি সুখাদ্য ফল উপহার দিল। তাহারা গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াছিল। পর্ব্বতের উপর ঘোটকদ্বয় অতি পরিশ্রমের সহিত বৃহৎ শকট খানি টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। এক এক বার বোধ হইতে লাগিল যে, ঘোটকদ্বয় বুঝি আর গাড়ি খানি নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাইতে পারিল না। অবশেষে, ভিসুভিয়স্ হইতে পূর্ব্বকালের গলিত প্রস্তর রাশি দেখিতে দেখিতে পর্ব্বতের উপরিস্থ এক হোটেলে পঁহুছিলাম। এস্থান হইতে রেল গাড়িতে ভিসুভিয়সে উঠিতে হয়। আমরা ৪ ঘণ্টা কাল রৌদ্রে আসিয়া বড়ই ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত্ত, হইয়া ছিলাম, হোটেলে, বিশেষ খাদ্য কিছুই ছিল না, কিন্তু তম্মুহূর্ত্তে তথায় আমাদিগের আজ্ঞাক্রমে কপোত মাংস এবং আলু

ভাজা প্রস্তুত হইল, তাহাই মহাতৃপ্তির সহিত আহার করিয়া পথের কষ্ট বিস্মৃত হইলাম। হোটেলের নিকটেই রেলওয়ে ষ্টেসন, তথা হইতে ভিসুভিয়স্ পর্ব্বতে উঠিতে হয়। পর্ব্বতটী সম্মুখে বিদ্যমান, তাহাতে বৃক্ষ লতা কিছুমাত্র জন্মে না। পূর্ব্বে পর্ব্বতে উঠিবার রেল ছিল না, ইহা সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে। রেলের গাড়িতে ১২জন মাত্র আরোহী বসিতে পারে এবং গাড়ি গুলি জড়ান তারের রজ্জুর উপর দিয়া সরল ভাবে উর্দ্ধাধঃ গমনাগমন করে। নিম্ন হইতে উপরের ষ্টেসনে উঠিতে ৮ মিনিট লাগিল। উপরের ষ্টেসনে আসিবামাত্র কয়েকজন ভীমকায় পুরুষ আমাদিগকে পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিল। আমি এখান হইতে পর্ব্বতের উপরিভাগের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত এক খানি কাষ্ঠের দোলায় উঠিয়া দুই জন বাহকের স্কন্ধে গমন করিলাম। উঠিবার সময় পশ্চাদ্ভাগ দৃষ্টি করিয়া পড়িয়া যাইবার বড়ই আশঙ্কা হইতে লাগিল। যদি দৈবাৎ এক জন বাহকের পদস্খলন হয়, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! উপরের ষ্টেসন হইতে পর্ব্বতের শৃঙ্গ অনেক উচ্চ। আমি কিয়দ্দূর

কাষ্ঠের দোলায় গমন করিয়া, অবশেষে আমার আত্মীয়গণের সঙ্গে পদব্রজে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। দুইজন করিয়া বলবান্ লোক আমাদিগের প্রত্যেককে উঠাইতে লাগিল এবং ধীরে ধীরে উঠিতে উঠিতে আগ্নেয়গিরির শৃঙ্গে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, পর্ব্বতের চারিদিকে গলিতপ্রস্তরচূর্ণ এবং হরিদ্রাবর্ণ গন্ধকরাশি পড়িয়া রহিয়াছে। পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশের দৃশ্য অতি ভয়ানক। একটা ২০০ ফিট গভীর এবং ৫০০ ফিট প্রশস্ত গহ্বর হইতে অনবরত শত শত তোপের ন্যায় শব্দ বাহির হইতেছে এবং অত্যুজ্বল প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার সঙ্গে ঝর ঝর শব্দে প্রস্তর-রাশি ঊর্দ্ধে উৎপাতিত হইতেছে। আমরা কিছু দূরে থাকিয়া এই ভয়ানক নৈসর্গিক ব্যাপার দেখিয়া এককালে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলাম। এখানে চারি-দিকে প্রস্তররাশিগলিয়া নদীর ন্যায় বহিয়া অদ্রি-অঙ্গে পড়িতেছে। এই পর্ব্বতকর্ত্তৃক হারকিউলেনিয়ম ও পম্পিয়াই ধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। অদ্রিশৃঙ্গ হইতে ঐ দুইস্থান, পোজলী, এবং কাপ্রি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

উপসাগরতটের নেপল্‌স্ এখান হইতে এক খানি ছবির ন্যায় দেখাইতেছে।

নেপলস্।—আমরা পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া মধ্যস্থলে ট্রেনে উঠিয়া গাড়ির নিকট আগমন করিলাম। গাড়িতে উঠিয়া হাটেলে পঁহুছিতে রাত্র হইয়া গেল। ভিসুভিয়স্ দেখিতে আমাদিগের বিলক্ষণ ব্যয় হইল এবং প্রায় সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া কেবল একটীমাত্র পর্ব্বত দেখিতে পাইলাম। দেশ পর্য্যটন করিতে আগমন করিয়া ভিসুভিয়সের শৃঙ্গে উঠা বোধ হয় আর কোন ভারতবাসীর ভাগ্যে ঘটে নাই *, এই মনে করিয়া অর্থব্যয় ও পরিশ্রম সার্থক বোধ করিলাম। এখানে ইহাও বক্তব্য যে, নেপল্‌স্ আসিয়া ভিসুভিয়স্ সন্দর্শন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এটী

---

* ৺দ্বারকানাথ ঠাকুর মহোদয় ভিসুভিয়স্ পর্ব্বত স্থিত 'Hermitage" নামক Lacrima de Christo মদ্য বিক্রয়ের দোকান পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলেন।' ইহা পর্ব্বত শৃঙ্গের আগ্নেয় গহ্বর হইতে অনেক নিম্নে অবস্থিত। পূর্ব্বে পর্ব্বতের শৃঙ্গে উঠা বড় সুসাধ্য ব্যাপার ছিল না। এক্ষণে নূতন প্রকার তারের রেল Funicular Railway যোগে এই পর্ব্বতে উঠিবার সুবিধা হইয়াছে।

স্বভাবের অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য! গ্রাম নগরের শোভা অনেক দেখা গিয়া থাকে, কিন্তু আগ্নেয় গিরির এরূপ অভিনব দৃশ্য, বিশেষতঃ জনতাপূর্ণ নগরের নিকট, এবং নীল সমুদ্রের সন্নিধানে,—তথা অদূরে কয়েকটা প্রাচীন নগরের ধ্বংসপরিপূর্ণ স্থান আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ভিসুভিয়স্ ভিন্ন অন্য কোন আগ্নেয় গিরি-সংক্রান্ত বিশেষ স্মরণ রাখিবার যোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা নাই। ভিসুভিয়সের অগ্ন্যুৎপাত পূর্ব্বকালে প্লিনি, ডিওডোরস্ কেশস্ এবং অধুনাতন কালের প্রসিদ্ধ তত্ত্ববিৎ হম্‌বোল্‌ট এবং বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত পালমাইরি স্বচক্ষে দেখিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

পম্পিয়াই।—অনেক ভ্রমণকারী ভিসুভিয়স্ ও পম্পিয়াই এক দিবসেই দেখিয়া আইসেন। আমরা পর্ব্বত দেখিয়া তাহার পরদিবস ট্রেনে উঠিয়া পম্পিয়াই ষ্টেসনে গমন করিয়াছিলাম। রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটেই পম্পিয়াই নগরের ধ্বংস বিদ্যমান রহিয়াছে। ষ্টেসন একটা ছোট গৃহ, তাহার নিকট কয়েকটা করবীর পুষ্পের বৃক্ষে অতি সুন্দর থোকা থোকা ফুল ফুটিয়া আছে। এ স্থান একটী সামান্য পল্লীগ্রাম।

চারিদিকে মাঠে আঙ্গুরের ও ভুট্টার ক্ষেত্র এবং মধ্যে মধ্যে কৃষক ও দরিদ্র লোকের কুটিরমাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। অদূরে গিরিবর ভিসুভিয়স্ ধূম ও প্রস্তররাশি উদ্গীরণ করিতেছেন। (৭৯খৃষ্টাব্দে ভিসুভিয়সের অগ্ন্যুৎপাতে পম্পিয়াই এবং হার্কুলেনিয়ম ধ্বংস্ত হইয়া যায়। হার্কুলেনিয়ম এরূপ ভাবে ধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল যে, তাহা মৃত্তিকামধ্য হইতে খোদিত করিয়া বাহির করাতে নগরের অট্টালিকাদি কিছুই দেখা যায় নাই। এস্থানের অনেক প্রস্তরমূর্ত্তি ও হস্তলিখিত পুস্তক গলিতপ্রস্তরের দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ—যাহা পাওয়া গিয়াছিল—তাহা নেপল্স্ চিত্রশালিকায় রক্ষিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের অনুজ্ঞায় পম্পিয়াই নগরটী মৃত্তিকামধ্য হইতে বাহির করা হইয়াছে।)) নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিবার পূর্ব্বে, এখানে যে একটী গৃহে পম্পিয়াই হইতে যে সকল বস্তু মৃত্তিকা মধ্য হইতে বাহির করিয়া রাখা হইয়াছে—তাহা দেখিবার জন্য গমন করিলাম। এখানে কয়েকটা মনুষ্য দেহ, কতকগুলি নর-কঙ্কাল, অশ্ব, কুক্কুর, কুক্কুট প্রভৃতির কঙ্কাল দেখা গেল। রুটী,

নানাবিধ শস্য, বোতলপূর্ণ তৈল, কাপড়, রজ্জু, ডিম্বের খোসা প্রভৃতি অনেক বস্তু এখানে আছে।

পৌম্পিয়াই নগরের ধ্বংস দৃষ্টে, তাহা যে অতি সুন্দর স্থান ছিল, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ইহাতে দেবমন্দির, নানাবিধ দোকান, থিয়েটর, বড় লোকের বাটী প্রভৃতির ধ্বংসশেষ বিদ্যমান আছে। পথ সকল প্রস্তরনির্ম্মিত, এখনও তাহাতে শকটচক্রের চিহ্ন আছে। পথের পরপারে যাইবার জন্য একটী করিয়া প্রস্তরের সোপান আছে। অনেক বাটীর সম্মুখে প্রস্তরের মধ্যে ফুটা করা আছে, তাহাতে অশ্বারোহিগণ অশ্ব বাঁধিয়া স্থানান্তরে স্বকার্য্যসাধনে গমন করিত। শকট সকল গলির মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এক জন করিয়া সৈনিক পুরুষ উপস্থিত থাকিত এবং একটী পিত্তলের ঘড়ির ধ্বনি করিত। সেই ঘড়ি কয়েকটী এখনও গলির মুখে গৃহের ভিত্তিতে টাঙ্গান আছে। একটী মদের দোকানে বড় বড় মৃত্তিকার আধার দেখিলাম। সে গুলি আমাদিগের দেশের ঢাকাই জালার মত। অনেক সুন্দর সুন্দর স্তম্ভশোভিত প্রাসাদে এবং ভিত্তিতে নানা বর্ণের চিত্র এবং কোন কোন গৃহের

প্রাঙ্গণে 'মোজাইক' কায করা দেখা গেল। একটী গৃহের দ্বারদেশের সম্মুখে রং করা প্রস্তরের দ্বারা 'Have' শব্দ প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই শব্দটী সে সময়ে যে কি তাৎপর্য্যে ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহা জানি না। কেহ কেহ অনুমান করেন, উহা সাদর সম্ভাষণসূচক। পূর্ব্বে ইতালীয় লোকেরা অশ্লীল মূর্ত্তি ও ছবি ভাল বাসিত। ইহার প্রমাণ এখানকার গৃহের ভিতরে ও বাহিরে অশ্লীল পুংচিহ্ন প্রভৃতি চিত্রিত আছে। ইহা ভিন্ন পম্পিয়াই-গৃহের মধ্য হইতে এমন কতক গুলি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, যাহা নিতান্ত অশ্লীল। সে গুলি নেপলস্ চিত্র-শালিকার একটী ঘরে বন্দ আছে, দর্শকের ইচ্ছানুসারে তাহা দেখান হইয়া থাকে।

এখানে যে একটী ফুয়ারার ধ্বংসশেষ আছে, তাহা বড় সুন্দর। তাহার চারি দিকে এবং গৃহের ভিত্তিতে অতি উত্তম মোজাইক কারুকার্য্য করা হইয়াছে। ষ্ট্রাডভেল লুপানার নামে যে স্থান আছে, তাহাতে বেশ্যাপল্লী ছিল। ইহাতে অনুমান হইতেছে, পম্পিয়াই নগরের লোকের ধর্ম্মনীতির দিকে বড়

একটা দৃষ্টি ছিল না।) এই নগর ভাল করিয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে, তাহা বিলাসিগণের প্রমোদ-ভবন ছিল।) বেশ্যালয়, মদের ভাটী, অভিনয়-গৃহ, স্নানাগার, সাধারণ বক্তৃতাগৃহ, কিছুরই অভাব ছিল না।((আমরা পঠদ্দশায় বুলার লিটনের Last days of Pompeii পাঠ করিয়া মোহিত হইয়াছিলাম। অদ্য সেই প্রাচীন নগর সত্য সত্যই প্রত্যক্ষ করিলাম। একটী প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংসরাশির উপর উঠিয়া পর্ব্বতমালা, নেপলস্ উপসাগরের সচঞ্চল নীল জল, এবং অদূরে কাপ্রি, পজলী, প্রভৃতি স্থানের মনোহর শোভা সন্দর্শন করিলাম।) আমি বঙ্গবাসী, অনেক দূর আসিয়া রোমক-জাতির কীর্ত্তি-কলাপ ও অতুল ঐশ্বর্য্যের ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছি. এই সঙ্গে আবার নিজের দেশ সোণার ভারতবর্ষ মনেপড়িল। হৃদয় শোকে অত্যন্ত ব্যথিত হইল! ভারতবর্ষে আর সে অযোধ্যা নাই—সামবেদ গানে ঋষিগণ আর আর্য্যভূমি পবিত্র করেন না—পাটলিপুত্রের ও হস্তিনাপুরের হিন্দুনৃপতিগণের শৌর্য্য বীর্য্যাদি—যাহা এককালে বৈদেশিকগণকে চমৎকৃত করিয়াছিল,—সে

সকল এখন কোথায়? সে ভারতবর্ষ এখন কি হইল? কোথায় গেল? নীতি-শাস্ত্র-বিশারদ চাণক্যের ও কামন্দকের ন্যায় পণ্ডিত কি আর ভারতবর্ষে আসিবেন? না আর ভারতবর্ষীয়গণ শাক্যসিংহের পবিত্র উপদেশ শ্রবণে মোহিত হইবেন? আমি ভারতবর্ষের পূর্ব্বশ্রী এবং এক্ষণকার শোচনীয় অবস্থা অনেক ক্ষণ ভাবিলাম! হৃদয় শোকে আচ্ছন্ন হইল এবং অক্ষিযুগে দুই ফোঁটা জল আসিল।

পম্পিয়াই এখনও গবর্ণমেণ্টের অনুজ্ঞায় খনিত হইতেছে। মৃত্তিকামধ্য হইতে অনেক গুলি গৃহ বাহির করা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। সে সকল দেখিয়া রেলওয়ে ষ্টেসনে গমন করিলাম। তথায় প্রবালের এবং গলিত (Lava) নির্ম্মিত নানা প্রকার বস্তুনিচয় ফিরিওয়ালাগণ বিক্রয় করিবার জন্য আমাদিগের নিকট আনয়ন করিল। আমরা কিছু কিছু ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলাম। এখানে ভিক্ষুকেরও অভাব নাই, কিন্তু তাহারা বেহালা বাজাইয়া গান করিয়া ভিক্ষা করে, অনর্থক বিরক্ত করিয়া পয়সা আদায় করে না। ট্রেন আসিবামাত্র

আমরা নেপলস্ অভিমুখে যাত্রা করিলাম।
একজন আইরিশ্ ছিলেন, তিনি অতি ভদ্র
তাঁহার সঙ্গে রাজ্যতন্ত্রসম্বন্ধে অনেক কথো
হইল। তিনি কহিলেন, ভারতবর্ষে অনেক ইং
কর্ম্মচারী ভারতবর্ষীয়গণের প্রতি অন্যায় আচরণ
ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। তৎপরে বলি
ইংরাজগণ এখন হইতে ভারতবর্ষের উন্নতিস
বিশেষ মনোযোগী হইবেন। আমি তাঁহার সব
কথা গম্ভীরভাবে শুনিলাম। এই সকল কথাবা
হইতে হইতেই গাড়ি আসিয়া নেপলস্ ষ্টেসনে উ
স্থিত হইল; এবং আমারাও সন্ধ্যার পূর্ব্বে শক
রোহণে হোটেলে গিয়া পঁহুছিলাম। পরদিবস অ
প্রত্যূষে ৫টার সময় রেলওয়ের গাড়িতে উঠিয়া আন
ফজিয়া হইয়া ব্রিণ্ডিসিতে গমন করিলাম। এই
ব্রিণ্ডিসি আমাদিগের ইউরোপ-প্রবেশের দ্বার হইয়া
ছিল, এক্ষণে আবার তাহা নির্গমেরও দ্বার হইল।
ব্রিণ্ডিসিতে আসিয়া ইউরোপের দ্বারদেশে আসিয়াছি
মনে করিয়া বড়ই পুলকিত হইয়াছিলাম, এক্ষণে পুন-
রায় এখান হইতে ভারতবর্ষে যাইতেছি, ইউরোপ

আসিবার আর বড় একটা সম্ভাবনা নাই, চির
জন্যই ইউরোপের নিকট বিদায় হইতেছি,
া মনোমধ্যে কেমন এক প্রকার কষ্ট ও
। এক প্রকার ঘোর আন্দোলন হইতে লাগিল।)

সম্পূর্ণ।